মাসুদ রানা

সেবা

কাজী আনোয়ার হোসেন

কালপুরুষ

তৃতীয় খণ্ড



কালপুরুষ

তৃতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

বুঝতে পারছে মাসুদ রানা, ডবল নয়, আসলে 'ট্রিপল এজেন্ট' ছিল আর্থার স্যাণ্ডলার। সত্যিই কি তাই?
পুলিসের ডিটেকটিভ সাশাদের ধারণা, যে-কোন মুহূর্তে খুন হতে যাচ্ছে মাসুদ রানা। ওর ওপর কড়া নজর রাখল সে। কিন্তু তারপরও...। কে হত্যা করল জ্যাকবাসকে? রুমানিয়ান রোটা ফিল্মসের গার্ডটিকে?
অবশেষে যখন আর্থার স্যাণ্ডলারের খোঁজ পেল মাসুদ রানা, দেরি হয়ে গেছে তখন।

সাগরে মাথা তুলেছে এক রুশ সাবমেরিন। তুলে নিয়ে যেতে এসেছে লোকটিকে। মাঝ সাগরে বোটের তেল ফুরিয়ে গেল রানার। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, সাবমেরিনে উঠে পড়েছে স্যাণ্ডলার।
তারপর? শেষ রক্ষা করতে পারবে কি মাসুদ রানা?

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

কাল পুরুষ-৩

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৬

এক

সকাল আটটা। অ্যাস্টোরিয়া, কুইনস। নিজের দোতলা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে পুরানো ফোর্ডটা দাঁড় করাল জ্যাকবাস। চোখেমুখে রাত জাগার ছাপ। স্টার্ট বন্ধ করল সে, চাবির গোছা নিয়ে বেরিয়ে এসে দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজা। ক্লান্তি আর দুশ্চিন্তা, দুইয়ে মিলে বেশ কাহিল করে ফেলেছে জ্যাকবাসকে।

এত বছর শত্রু দেশে, শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে সাফল্যের সাথে নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে এসেছে জ্যাকবাস, অন্তত এতদিন পর্যন্ত সে রকমই ছিল তার ধারণা। শেষ সময়ে দেখা গেল ব্যর্থ হয়েছে সে। যে দায়িত্ব পালনের জন্যে রানা এজেন্সির কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল তাকে, তা করতে ভীষণভাবে ব্যর্থ হয়েছে জ্যাকবাস। পরিকল্পনা অনুযায়ী আগুন সে ঠিকই লাগিয়েছিল, কিন্তু যার জন্যে এত সব, সেই স্যান্ডলার ফাইল সময়মত খুঁজে পায়নি। তার আগেই ওটা কে যে হাতিয়ে নিয়েছে, মাথায় খেলছে না জ্যাকবাসের। নাকে ঝামেলা, বিপদ ইত্যাদির গন্ধ পাচ্ছে সে গত ক'দিন থেকে।

ভোর রাতে পথের মাঝে সিটি পুলিসের হাতে সন্দেহজনক গতিবিধির কারণে ধরা খেয়েছে বোগদান বেলিয়া, তার মানে লোকটার ওপর নজর রাখা হচ্ছিল ইদানীং। কেন? আসলেই তার ওপর নজর রাখছিল ওরা, নাকি জ্যাকবাসের ওপর? তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে বেলিয়ার খোঁজ পেয়েছে পুলিস? ওদিকে গত দু'দিন ধরে রোটা ফিলমসের ওপর নজর রাখছে পুলিস এবং রানা এজেন্সি। ব্যাপারটা জায়গামত রিপোর্ট করেছে জ্যাকবাস।

জবাবে তাকে 'রেড লাইট অ্যালার্ট' সঙ্কেত জানিয়েছে মস্কো। যতক্ষণ না 'অল ক্লীয়ার' সঙ্কেত আসছে, আর কিছু করার নেই তার। একদম সোজা পথে সোজা হয়ে চলতে হবে। সামান্য এদিক-ওদিক হলেই ফেঁসে যেতে হবে জনমের মত।

স্যান্ডলার ফাইলের নিখোঁজ রহস্য নিয়ে খানিক মাথা ঘামাল জ্যাকবাস, এগিয়ে এসে দরজার তালায় চাবি ঢোকাল। পুরানো একটা টুইন ডুপ্লেক্স অ্যাপার্টমেন্ট হাউস এটা। নিচতলায় বড়সড় লিভিংরুম আর একটা বাথরুম ছাড়া কিছু নেই। বেডরুম ইত্যাদি সব ওপরতলায়। পাশের ফ্ল্যাটে থাকে বাড়িওয়ালা। ভেতরে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করল জ্যাকবাস। নিজেকে জঘন্য এক রুশ গাল দিল। যে ভাষা এ দেশে পা রাখার পর বলতে গেলে উচ্চারণই করেনি সে, আজ করল। একটা গালে সন্তুষ্ট হতে পারল না, তাই আরেকটা দিল জ্যাকবাস। এটা আরও নোংরা।

সিঁড়িগোড়ায় দণ্ডায়মান এক ভাস স্ট্যান্ডে হাতের কালো রঙের ধাতব লাঞ্চ বক্সটা আছড়ে রাখল সে। দরজার ভেতরদিকের হুকে ঝুলিয়ে রাখল ওভারকোট। ঘুমে চোখ বুজে আসছে জ্যাকবাসের। ওপরে উঠতে ইচ্ছে করছে না। তাই সরু

হলওয়ে পেরিয়ে লিভিংরুমে চলে এল সে, এখানেই খানিক ঘুমিয়ে নেবে সোফার ওপর। কয়েক পা এগিয়ে এল সে, এবং জমে গেল মূর্তির মত।

চোখে দেখার আগেই বুঝে ফেলল জ্যাকবাস ঘরে আর কেউ আছে। চর্কির মত ঘুরে দাঁড়াল সে, ওর দশ হাতের মধ্যে বসে আছে আরেক মূর্তি। একেবারে বাঁ কোণের এক আর্মচেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে সে। হাতে খুদে একটা পিস্তল। মুখে বিদ্রূপের বাঁকা হাসি।

আঁতকে উঠল জ্যাকবাস। আরেকটা গাল বকল নিজের উদ্দেশে, তবে এবার নিঃশব্দে, ঠোঁট না নাড়িয়ে। বিস্মিত চোখে তার বুক সই করে ধরা ভোঁতা নাকের পিস্তলটা দেখল জ্যাকবাস, তারপর তাকাল ওটা যে ধরে আছে, তার নিষ্পলক চোখের দিকে। খুনীর দৃষ্টি চিনতে ভুল হলো না জ্যাকবাসের, শিউরে উঠল সে ভেতরে ভেতরে। বরফ শীতল একটা হাত মুঠো করে চেপে ধরেছে যেন হৃৎপিণ্ড, দম নিতে কষ্ট হচ্ছে তার।

'হ্যালো, সের্গেই সোলাভস্কি!' মৃদু কণ্ঠে, আলাপের সুরে বলে উঠল মূর্তি। 'নোড়ো না যেন। আমি খুব দুর্বল চিত্তের মানুষ, ঘাবড়ে গেলে গুলি করে বসতে পারি।'

'কে আপনি?' গলায় রাগ রাগ একটা ভাব ফোটাতে গিয়ে ব্যর্থ হলো জ্যাকবাস। বুঝে গেছে ও যে-ই হোক, তাকে খুব ভাল করেই চেনে। নইলে নিজের যে নাম সে নিজেই ভুলতে বসেছে সে নামে সম্বোধন করত না। 'কি চান আমার কাছে? টাকা-পয়সা? আমি গরীব মানুষ, ডাকাতি করার...'

'থামো থামো,' নড়ে উঠল মূর্তি। 'তুমি বেশি কথা বলো। চুপ করো। ক্লাসিক্যাল মিউজিক কেমন লাগে তোমার?'

'কি?' হতভম্ব চেহারা হলো জ্যাকবাসের।

'স্টারভিনস্কি?' হাসল মূর্তিটা। 'নিশ্চই পছন্দ করো? করা উচিত। আফটার অল, তোমার দেশী মিউজিশিয়ান।'

'কি যা-তা বকছেন? কে আপনি?'

হাসি বহাল রেখে গ্লাভস পরা বাঁ হাত বাড়াল অনাহূত আগন্তুক। তার নাগালের মধ্যেই রয়েছে জ্যাকবাসের দামী সিডি প্লেয়ারটা। 'তোমার পছন্দ ভেবে ভদ্রলোকের একটা ডিস্ক ভরেই রেখেছি আমি এর ভেতর। ফায়ারবার্ড স্যুইট। শোনো!'

প্লে বাটন টিপে দিল আগন্তুক। ভল্যুম বাড়িয়ে দিল অনেকটা, গমগমে আওয়াজে ভরে উঠল লিভিংরুম, চাপা পড়ে গেল আর সব।

ধারণাটা বদ্ধমূল হলো জ্যাকবাসের, জীবন-মৃত্যুর একেবারে মাঝ সীমানায় দাঁড়িয়ে আছে সে। যে কোন মুহূর্তে ঠেলা দিয়ে সীমারেখাটা পার করে দেবে ওকে আগন্তুক। খুব সহজ যুক্তি। গুলি করতে যাচ্ছে সে এখন তাকে, আওয়াজ চাপা দেয়ার জন্যেই স্টারভিনস্কির প্রয়োজন পড়েছে। কান ফাটানো শব্দে বেজে চলেছে অর্কেস্ট্রা। স্টারভিনস্কি হারামজাদা কি জানত তার সৃষ্টি জ্যাকবাসের জন্যে কী অনাসৃষ্টি বয়ে আনবে একদিন? ভাবল, খুব দ্রুত যদি লাফ দেয় সে, চোখের পলকে, পারবে না আগন্তুকের লাইন অভ ফায়ারের সামনে থেকে সরে যেতে? এক লাফে হলওয়ে, তারপর সেখান থেকে দরজা...। পারবে সে আগন্তুককে

ট্রিগার টানার সময় না দিয়ে নিরাপদে আড়ালে সরে যেতে?

মিউজিকের লয় দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। ড্রাম আর সিম্বলের আলাপ চূড়ান্ত পরিণতির প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। এই সময়, ঠিক যে মুহূর্তে জ্যাকবাসের মনে হলো তার হবু হত্যাকারী সামান্য ঢিল দিয়েছে পেশীতে, লাফ দিল সে।

কিন্তু হিসেবে ভুল ছিল তার, পেশীতে ঢিল আদৌ দেয়নি খুনী। হিসেবের ব্যাপারটা যখন টের পেল জ্যাকবাস, তখন দেরি হয়ে গেছে, ভুল শোধরাবার আর কোন পথ ছিল না সামনে। লাফটা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ঝলক উদ্গিরণ করল আগন্তুকের ভোঁতা পিস্তল, বুকের ঠিক মাঝখানে মুগুরের ভয়ঙ্কর এক ঘা খেয়ে শূন্যে থাকা অবস্থায়ই কয়েক ফুট পিছিয়ে গেল বিশালদেহী জ্যাকবাস।

নিজের কানেই শুনতে পেল সে বুকের হাড়গোড় চুরমার হওয়ার আওয়াজ ভেতরে ঢুকে আকাশমুখো ছুটল বুলেটটা। পরমুহূর্তে দ্বিতীয় ও শেষবারের মত অগ্ন্যুৎপাত ঘটাল পিস্তল, প্রথমটার মাত্র সিকি সেকেন্ড পর, বাঁ পাঁজরের দুই রিব বোনের মাঝের নরম চামড়া-চর্বির স্তর ছেঁদা করে ঢুকে গেল ওটাও, সোজা গিয়ে তার হৃৎপিণ্ডের রাইট ভেন্ট্রিকল ছিঁড়েখুঁড়ে তছনছ করে দিল। বুকের ঠিক মাঝখানে অবর্ণনীয় এক তীব্র বেদনা অনুভব করে আপনাআপনি কুঁকড়ে গেল জ্যাকবাসের দেহ। মনে হলো কেউ যেন তীক্ষ্ণধার, ছুঁচোল এক তরবারি সেঁধিয়ে দিয়েছে কলজের ভেতর। টের পেল জ্যাকবাস, পড়ে যাচ্ছে সে।

ওই পর্যন্তই। আর কিছু অনুভব করার সুযোগ হলো না জ্যাকবাসের ঘরদোর কাঁপিয়ে আছড়ে পড়ল সে মেঝেতে, অথচ অভিজ্ঞতাটা অর্জন করার সময় হলো না। সংঘর্ষটা টের পেল কেবল তার দেহ, এত বছর যে ওটায় ভর করে চরে বেড়িয়েছে, সে কিছুই জানল না। তার আগেই নিজের চারণভূমি ত্যাগ করে গেছে সে।

বাঁকাচোরা ভঙ্গিতে কাত হয়ে পড়ল জ্যাকবাস। তার নিতম্বের চাপে কাঠের তৈরি মোটা ছাতার স্ট্যান্ডটা মট্ করে ভেঙে গেল মাঝখান থেকে। একটা হাত দেহের নিচে চাপা পড়ে আছে জ্যাকবাসের, অন্য হাত সামনে প্রসারিত। আতঙ্কিত দু'চোখ বিস্ফারিত, নিবদ্ধ রয়েছে সামনের দেয়ালে।

ধীরে ধীরে কমে আসছে মিউজিকের আওয়াজ, শেষ হয়ে আসছে। শিকারের প্রাণহীন চোখে চোখ রেখে সিডি রেকর্ডারটা অফ করে দিল শিকারী। অলস ভঙ্গিতে আসন ছাড়ল সে। পিস্তলটা ওভারকোটের পকেটে ভরে রাখল। পায়ে পায়ে মৃতদেহটার কাছে এসে দাঁড়াল। চেহারায় রাজ্যের বিতৃষ্ণা আর ঘৃণা। লাথি মেরে দেহটা চিত করতে চাইল সে, কিন্তু পুরোপুরি সফল হলো না। কোমরের ওপরের অংশটা সামান্য পাশ ফিরল কেবল। হাঁটু মুড়ে বসল অনুপ্রবেশকারী তার পাশে। শিথিল বাঁ হাতের কবজি, গলার পাশে আঙুল রেখে জ্যাকবাসের পালস পরীক্ষা করে দেখল।

নেই।

'আমি একটা কবর খুঁড়ে রেখে গেলাম,' বলল বৃদ্ধ। মাসুদ রানার মুখোমুখি বসা

সে। বয়সের ভারে যত না কাহিল সে, তারচেয়ে বহু গুণ কাহিল রোগ-শোকে। মুখের-কপালের চামড়া কুঁচকে বিচ্ছিরি অবস্থা তার। চোখের মণি অস্বচ্ছ, জমিন ঘোলাটে। দৃষ্টি অস্থির।

'কবর! কার জন্যে?' প্রশ্ন করল রানা সবিস্ময়ে।

'তা জানি না। তোমারও হতে পারে, আবার...'

'আমার কবর!'

'বললাম তো, জানি না। তোমারও হতে পারে, অন্য কারও হতে পারে। ব্যাপারটা নির্ভর করবে তোমরা কে কতটা বুদ্ধিমান, তার ওপর।'

' ''তোমরা'' বলতে?'

রেগে উঠল বৃদ্ধ। 'এই সহজ কথাটা বুঝছ না? তোমরা মানে তুমি আর সে। যার সাথে বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় নামতে হবে তোমাকে।'

'তাই তো জানতে চাইছি আমি, ''সে''টা কে? তার সাথে কোন্ বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় নামতে হবে আমাকে? কেন?'

একটু ভাবল বৃদ্ধ। 'তার পরিচয়টা পরে শুনো। প্রথমে বরং তোমার ''কেন''র উত্তরটা বলি, ঠিক আছে?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'তাই না হয় বলুন।'

'কারণ তুমি ভাল মানুষ।'

কান চুলকাল ও। কথাটা ঠিক শুনেছে কি না ভেবে সন্দেহ জেগেছে মনে। 'কি বললেন, ভাল মানুষ?'

'হ্যাঁ।' হাসি ফুটল বৃদ্ধের কোঁচকানো মুখে।

'আমি ভাল মানুষ?'

'নিশ্চই!'

'তাই আমার জন্যে কবর খুঁড়েছেন আপনি?' দু'চোখে বাঁধ ভাঙা বিস্ময় নিয়ে লোকটাকে দেখছে মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ!'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'ঠাট্টা করছেন?'

'কেন, ঠাট্টা করব কেন?'

'নয়তো কি? ভাল মানুষের জন্যে কবর খুঁড়ে রেখেছেন, আর বলছেন ঠাট্টা করব কেন? পেয়েছেন কি আপনি আমাকে?'

মিটিমিটি হাসছে বৃদ্ধ, যেন খুব মজা পাচ্ছে ওর ছেলেমানুষী দেখে। 'এই দেখো, তুমি কিন্তু রেগে যাচ্ছ আমার ওপর।'

'রাগব না? আপনি যত রাজ্যের...'

'না, রাগবে না। কারণ আমার কথা এখনও শেষ হয়নি।'

'ও। তো ঠিক আছে, শেষ করুন কথা।'

'কবর যে তোমার জন্যেই খুঁড়েছি, তা কিন্তু একবারও বলিনি আমি. মানে, নিশ্চিত করে আর কি। আমি যা বলেছি, তার আসল অর্থ হচ্ছে যেহেতু তুমি ভাল মানুষ, সেহেতু আমার মানবিক অনুরোধটা ফেলতে পারবে না তুমি। এবং তা রক্ষা করতে গিয়ে বুদ্ধির দৌড়ে যদি বাই চান্স হেরে যাও, তখন ওই কবরে শেষ

আশ্রয় জুটবে তোমার। কিন্তু আমি জানি...' ইচ্ছে করে থেমে গেল বৃদ্ধ।

'কি?'

'তুমি হারবে না।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। তুমি জিতবে। বুদ্ধির দৌড়ে হেরে যাওয়ার পাত্র তুমি নও, আমি খুব ভাল করে জানি তা। জানি বলেই তোমার সাহায্য চাইতে এসেছি। যদি একটু সতর্ক থাকো, চোখকান খোলা রাখো, তুমি জিতে যাবে। সে হেরে যাবে। তখন কবরটা তার কাজে লাগবে। এবার বুঝলে?'

'বুঝলাম। কিন্তু "সে" কে, তা তো বললেন না?'

নিম পাতার রস খাওয়া চেহারা হলো বৃদ্ধের। 'এই তো দিলে বিপদে ফেলে। নাম বলে ফেললে তো সব বলা হয়ে গেল। তাহলে এর মধ্যে বুদ্ধির প্রতিযোগিতা বলে কিছু থাকবে না।'

'কার সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে আমাকে, তাকে চিনতে হবে না? নইলে কি বাতাসের সাথে...'

'এই তো বুঝেছ!'

'কি?'

'প্রতিযোগিতা প্রথমে হবে তোমার বাতাসের সাথেই। বাতাসই এক সময় বলে দেবে কে তোমার প্রতিযোগী, মানে আসল প্রতিযোগী। বাতাসের ভাষা যদি সময়মত বুঝতে সক্ষম হও, গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি তুমি জয়ী হবে। এবং ওই কবর তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে নির্ধারিত হয়ে যাবে।'

অনেকক্ষণ কথা বলল না মাসুদ রানা। ভাবছে আকাশ-পাতাল। 'বেশ, ঠিক আছে। এবার তাহলে শোনা যাক আপনার মানবিক অনুরোধটা কি?'

'ফেললে আরেক নতুন বিপদে,' বিড়বিড় করে বলল বৃদ্ধ।

'মানে?'

'ওটাও এ মুহূর্তে বলা যাবে না।'

অপলক চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা, লোকটা ঠাট্টা করছে কি না বুঝতে চায়। কিন্তু না, তার মুখ দেখে সেরকম কিছু বোঝার উপায় নেই। আসলেই সিরিয়াস মনে হচ্ছে।

'আমি আগেই বলেছি,' বলে উঠল বৃদ্ধ। 'তুমি ভাল মানুষ, তাই খালি হাতে আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না তুমি। আর তাই যাওয়ার আগে তোমাকে পথ দেখিয়ে দিয়ে যাব আমি, যে পথে চললে জয় তোমার অনিবার্য। আসলে,' আনমনা হয়ে গেল বৃদ্ধ। হাতের ছড়ির হাতল এদিক-ওদিক ঘোরাতে লাগল। 'তোমাকে হেরে গেলে চলবে না, ইয়াং ম্যান। তোমাকে জয়ী হতেই হবে, যে কোন মূল্যে। মিথ্যে, অশুভকে পরাজিত করতে না পারলে সত্য আর শুভ কি করে টিকে থাকবে পৃথিবীতে? আর ওসব যদি না-ই থাকে, পৃথিবী-ই বা...' আচমকা থেমে গেল মানুষটা।

'জানো, খুব ইচ্ছে ছিল আমি নিজেই করব লড়াই, জয়ী হয়ে বীরের মত মরব। কিন্তু পারলাম না।'

'কেন পারলেন না?'

উত্তরটা একটু ঘুরিয়ে দিল বৃদ্ধ। 'পারলে তোমার সাহায্য চাইতাম না।'

'বুঝলাম,' বলল মাসুদ রানা। 'কিন্তু পারলেন না কেন? বাধা ছিল কোথায়?'

'বাধা?' করুণ হাসি দিল লোকটা। 'আমিই যে আমার সবচে' বড় বাধা।'

'বুঝলাম না।'

'ও আমার নিজের হাতের সৃষ্টি, মাসুদ রানা। কোন্ প্রাণে ওকে ধ্বংস করি আমি, তুমিই বলো?'

বিস্মিত হলো ও। 'কার কথা বলছেন?'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লোকটা। 'তোমার শত্রুর কথা, যাকে ধ্বংস করে তোমাকে সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সে যাক, যা বলছিলাম। আমার দেখানো পথে চললে তুমি জয়ী হবে, আমি জানি। তুমি সাহসী, সৎ। তুমি…'

'থাক থাক,' অস্বস্তি বোধ করল মাসুদ রানা। 'এখন বলুন আমাকে কি করতে হবে, কোন্ পথে এগুতে হবে?'

রহস্যময় হাসি ফুটল তার মুখে। 'সে পথ তুমি চেনো, মাসুদ রানা। তোমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না তার হদিস। সময়মত তোমার অবচেতন মন বলে দেবে কোন পথে এগোতে হবে তোমাকে। শুধু একটু মাথা খাটিয়ো, পরিষ্কার বুঝতে পারবে সব। আর একটা কথা, শত্রু কিন্তু তোমার আশেপাশেই আছে।' আসন ছাড়ল বৃদ্ধ। 'চলি, অনেক বিরক্ত করলাম তোমাকে।'

'কী আশ্চর্য! এত কথার মধ্যে আসল কথা তো বললেন না কিছুই! সাহায্য কাকে করব, কে আমার শত্রু, কোন পথে চলতে হবে আমাকে, লড়াই করে কোন সত্য প্রতিষ্ঠিত করব, কিছু না বলেই চলে যাচ্ছেন!'

'বুঝতে ভুল হচ্ছে তোমার। আমি আসলে সবই বলেছি।'

রেগে গেল মাসুদ রানা। ঘুমটাও ভেঙে গেল সাথে সাথে। চোখ মেলতেই পায়ের দিকে দেয়াল ঘড়ির ওপর চোখ পড়ল–সকাল সাতটা। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে বসল ও। উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলসের চেহারা এখনও ভাসছে চোখে। স্বপ্নেও হেঁয়ালি করে গেল মানুষটা!

ভাবনার গোলকধাঁধায় ঘুরে মরতে লাগল রানা। ড্যানিয়েলস সম্পর্কে ওর যে সীমিত জ্ঞান, বিশ্বাস ছিল, পিটার হোয়াইটসাইডের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে দোল খেতে শুরু করেছে তা। মানুষটা আসলে কি ছিল, তাই নিয়ে মারাত্মক বিভ্রান্তিতে পড়েছে মাসুদ রানা। ওর জানামতে আজীবন প্রচণ্ড দেশ প্রেমিক ছিলেন ড্যানিয়েলস। ব্যাপারটা এতদিন ছিল প্রশ্নাতীত। অথচ তাই নিয়ে আজ প্রশ্ন তুলেছে হোয়াইটসাইড, প্রশ্ন তুলেছে তাঁর কর্মকাণ্ড নিয়ে। সত্যিই কি পর্দার আড়ালে অন্য ধরনের কোন কিছুতে নিয়োজিত ছিলেন ড্যানিয়েলস?

কি হতে পারে তা? নিজ দেশের স্বার্থ বিরোধী কিছু? তাই যদি হয়, সে ক্ষেত্রে ম্যাকফেড্রিস কেন সহযোগিতা করবে তাঁকে তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছুতে? কোন কিছু নজর এড়িয়ে যাচ্ছে না তো ওর? ভাবল মাসুদ রানা। এমন কিছু, যা চোখের সামনে ভাসছে, অথচ গুরুত্ব দিচ্ছে না ও? একটার পর একটা সিগারেট ধ্বংস করতে লাগল মাসুদ রানা। কিন্তু কাজ হয় না, মাথায় খেলে না কিছু।

কেন প্রশ্ন উঠল ড্যানিয়েলসের সততা নিয়ে, দেশপ্রেম নিয়ে? কেন উঠল? এর পিছনে আদতেই কি কোন কারণ আছে? আর্থার স্যান্ডলারকে কায়দা করে যে মানুষ আমেরিকার পক্ষের স্পাইয়ে পরিণত করেছিল, তার দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তোলা…হাস্যকর নয়? স্যান্ডলার যদি ভেতরে ভেতরে পক্ষ বদল করেও থাকে, সে জন্যে ড্যানিয়েলসকে সন্দেহের তালিকায় ফেলা…

আচমকা টেলিফোনের বেলের আওয়াজে বাস্তবে ফিরল মাসুদ রানা। ঘাড় ঘুরিয়ে সেটের দিকে চেয়ে থাকল ও, উঠে ধরতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু সে দিকে ও ব্যাটার লক্ষ আছে বলে মনে হয় না, বেজেই চলেছে। পঞ্চম রিঙে হাল ছেড়ে উঠে এল মাসুদ রানা, কানে লাগাল রিসিভার। 'ইয়েস!'

'রানা?' লেসলি ম্যাকঅ্যাডামের কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ, বলো।' মেয়েটির গলা শুনে আবার সেই পুরানো প্রশ্নটা জাগল মনে, সত্যিই কি এ আসল লেসলি?

'মন দিয়ে শোনো,' চাপা উত্তেজনা টের পাওয়া গেল তার বলার মধ্যে। 'ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

'তোমাকে খুব আপসেট মনে হচ্ছে।'

'আপসেট নয়, সতর্ক।'

'খারাপ কিছু ঘটেছে?'

'ঘটতে যাচ্ছে।'

'কি সেটা?' ভুরু কোঁচকাল মাসুদ রানা।

'যারা আমার পিছু লেগেছে, তারা হঠাৎ করে খুব কাছিয়ে এসেছে বলে মনে হচ্ছে আমার। একেবারে ঘাড়ের ওপর চলে এসেছে।'

'হঠাৎ করে?'

'অবস্থাদৃষ্টে সেরকমই মনে হচ্ছে।'

'কি করে বুঝলে?'

'আছে,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল লেসলি। 'কারণ আছে। আমি তোমাকে জানাব পরে। এখন সময় নেই।'

'ঠিক আছে।' একটু ভাবল মাসুদ রানা। 'বলো, আর কি বলবে? এই খবর দেয়ার জন্যে নিশ্চই ফোন করোনি তুমি?'

'না, অন্য কারণ আছে।'

'বলে যাও।'

'এই মুহূর্তে অ্যাপার্টমেন্ট ত্যাগ করো তুমি।'

'বুঝলাম না,' চোখ কোঁচকাল ও।

'বলছি, এই মুহূর্তে তুমি তোমার অ্যাপার্টমেন্ট ত্যাগ করো। এই মুহূর্তে। প্রস্তুত হয়ে বের হও, কারণ দিনটা বাইরেই থাকতে হবে তোমাকে।'

'তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না আমি, লেসলি,' চিন্তিত গলায় বলল রানা। 'আমাকে কেন ঘরছাড়া হতে হবে তোমার…'

'রানা, প্লীজ! আমার কথা শোনো। আমি তো বলেছি পরে সব জানাব। তোমার যে-কোন প্রশ্নের উত্তর দেব। কিন্তু এখন সে সবের সময় নেই, পরিস্থিতি

গুরুতর।'

কী এমন ঘটল এর মধ্যে পরিস্থিতির বুঝে উঠতে পারল না মাসুদ রানা। চিন্তা আরও বেড়ে গেল। 'আচ্ছা, ঠিক আছে, বলে যাও।'

'ধন্যবাদ। এখনই বেরিয়ে পড়ো বাসা থেকে, অন্তত আজকের দিনের জন্যে। পরিচিত কোথাও নয়, এমন কোথাও চলে যাও যেখানে তোমাকে খুঁজে পাওয়া ওদের জন্যে মুশকিল হবে। দিনটা ভালয় ভালয় কাটানো গেলে রাতে কোথাও মিলিত হব আমরা। সেখানে বসে সব কথা হবে।'

'ঠিক আছে,' খানিক ইতস্তত করে ব্যাপারটা মেনে নিল ও। 'যাচ্ছি আমি। কিন্তু রাতে কোথায় দেখা হচ্ছে আমাদের? ক'টার সময়?'

'যে কোন জায়গায়, মাঝরাতের পর অবশ্য। এবং জনশূন্যও হতে হবে সে জায়গা। রাত বারোটার পর এরকম উপযুক্ত নির্জন জায়গা কোথায় আছে এখানে, বলতে পারো?'

'সেন্ট্রাল পার্ক। ভোর চারটের দিকে। তুমি যা চাইছ তাতে ওটাই সবদিক থেকে উপযুক্ত।'

'ঠিক আছে। ওখানেই আসব আমি।'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'পাগলের মত কথা বলছ তুমি। ওই সময় সেন্ট্রাল পার্কে একা একা যাওয়ার কথা কোন ছেলেও ভাবে না, মেয়ে তো পরের কথা। ওর মত বাজে জায়গা দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি নেই।'

মোটেই ঘাবড়াল না লেসলি। দৃঢ়তার সাথে বলল, 'ওখানেই আসব আমি, রানা।'

'লেসলি, জায়গাটা...'

'আমি পরোয়া করি না। সেন্ট্রাল পার্কের কোন অংশ? তাড়াতাড়ি বলো হাতে সময় কম। কোথায় অপেক্ষা করব আমি?'

লেসলির গলায় ব্যস্ততা ও অসহিষ্ণুতা, দুটোই টের পাচ্ছে মাসুদ রানা। দম ফেলছে সে কাঁপা কাঁপা, উত্তেজনার লক্ষণ। কোন রোডসাইড বুদ থেকে ফোন করছে লেসলি, গাড়ির হর্ন, এবং এঞ্জিনের, রাস্তার সাথে টায়ার ঘর্ষণের আওয়াজ ইত্যাদি শুনতে পাচ্ছে রানা। 'পার্কের গ্রেট লন চেনো?'

'না। তবে চিনে নেব।'

'বেশ। গ্রেট লনের পুব দিকে পাথরের স্তম্ভ ধরনের আছে একটা। এইটি থার্ড এবং এইটি ফোর্থের মাঝামাঝি জায়গায়। ওখানটায় আসতে পারো তুমি।'

একটু ভাবল লেসলি। 'তুমি আগে পৌঁছে যেয়ো। আমি খুঁজে নেব তোমাকে।'

'ক'টায়?'

'চারটায় না বললে তুমি?'

'তাই বলে সত্যি সত্যি...'

'ওটাই উপযুক্ত সময় হবে।'

'ঠিক আছে। তুমি যখন বলছ।'

'তাহলে চারটাই ঠিক থাকল।'

'ঠিক আছে। কিন্তু লেসলি, ব্যাপারটা আসলে কি নিয়ে...?'

'তোমার প্রাণ নিয়ে, রানা।'

'কি?'

'আমার ওপর আস্থা যদি রাখতে পারো, তোমারই ভাল হবে, রানা। নইলে যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে তোমার। অন্তত এইবারটি বিনা প্রশ্নে আমার কথামত কাজ করো, বিশ্বাস করো আমাকে।'

ফোঁস করে দম ছাড়ল মাসুদ রানা। 'অল রাইট।'

ও প্রান্তে অপারেটরের রেকর্ড করা গলা শোনা গেল, সময় শেষ হওয়ার সতর্কবাণী শোনাচ্ছে সে লেসলিকে। পটে কয়েন ফেলল লেসলি, থেমে গেল রেকর্ড। 'রানা?'

'এদিক-ওদিক ছোটাছুটি না করে দিনটা আমি আমার অফিসে কাটাতে পারি না? ওখানে নিরাপত্তা আছে। ইচ্ছে করলে...'

'এইমাত্র তুমিই বললে আজ আমার কথামত চলবে, বলোনি?'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। কথাটা উইথড্র করে নিলাম।'

'গুড। ওই কথাই থাকল তাহলে, কেমন? রাখলাম।'

জ্যাকবাসের হলওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে ডিটেকটিভ অ্যারাম সাশাদ। ঝুঁকে পড়ে দেখছে লাশ। ওটার চারদিকে ক্যামেরা নিয়ে মাছির মত ভন ভন করছে দুই ফটোগ্রাফার। একজন পুলিসের, অন্যজন মেডিক্যাল এক্সামিনার'স অফিসের।

অনেকগুলো স্ন্যাপ নিল ওরা মৃতদেহের, নানান অ্যাঙ্গেল থেকে। আরেক ডিটেকটিভ, জ্যাক গ্রিমাল্ডি দাঁড়িয়ে আছে মৃতদেহের ওপাশে। চেহারায় দুঃখ দুঃখ ভাব। একসময় চোখ তুলে সাশাদের দিকে তাকাল সে। এই অপেক্ষায়ই ছিল যেন সাশাদ।

'দিলে তো সব বরবাদ করে?' খেঁকিয়ে উঠল সে।

চোখ নামিয়ে নিল লোকটা। 'দুঃখিত। বুঝতে পারিনি আমরা।'

'আমরা! আমরাটা আবার কে শুনি? তোমার পালা চলার সময় তোমারই ভোঁতা নাকের ডগায় মারা গেল লোকটা, এর মধ্যে আমরা এল কোত্থেকে?' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সাশাদ। 'তোমাকে প্রফেশনাল ভেবেছিলাম। এখন দেখছি তুমি কাব স্কাউট। তোমাকে পালা প্রধান করে এখন আমাকে আক্কেল সেলামী না দিতে হয়।'

আমসত্ত্বের মত শুকনো মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকল গ্রিমাল্ডি। নিজেকে আড়াল করার জন্যে যুক্তির গর্ত খুঁজল খানিক, না পেয়ে চোখ নামিয়ে নিল। কথা নেই মুখে। তার সঙ্গী, এড ব্রুকারের অবস্থাও এক।

পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল সাশাদ। শওকত আর ইউনুস এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের মধ্যে। ওদের এক নজর দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল সে। পাত্তা দিল না। ফরেনসিক ডিটেকটিভদের দিকে তাকাল। সারা ঘরে তন্ন তন্ন করে হত্যাকারীর হাতের ছাপ খুঁজছে তারা। প্যাটি হেরেন রয়েছে তাদের সাথে। এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পুলিসী তৎপরতা দেখতে লাগল শওকত-ইউনুস।

'এনি লাক?'

মাথা দোলাল হেরেন। চেহারায় হতাশা। 'নাহ্! যা পাওয়া গেছে সবই এই ব্যাটার,' মৃতদেহটা ইঙ্গিত করল সে।

'খুনী সম্ভবত গ্লাভস পরে ছিল,' মন্তব্য করল এক ফরেনসিক ডিটেকটিভ।

চোখমুখ কোঁচকাল সাশাদ। 'ক্রাইস্ট!' কাঁচা গিলে ফেলার দৃষ্টিতে গ্রিমাল্ডিকে দেখল এক পলক। মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে। আরেকবার শোনা যাক তোমার বক্তব্য। একদম প্রথম থেকে শুরু করো।'

লম্বা করে দম নিল গ্রিমাল্ডি। প্রতিটি শব্দ গুছিয়ে নিল মনে মনে। যথেষ্ট হয়েছে। এত লোকজনের সামনে আর বকাঝকা খেতে চায় না। শুরু করল সে।

আজ ভোর ছ'টায় শুরু হয় গ্রিমাল্ডি ও ব্লকারের বারো ঘণ্টার ডিউটি। ওই সময়ে ইস্ট থার্টিয়েথ স্ট্রীট ও পার্ক অ্যাভিনিউর সংযোগ-স্থলে এসে অবস্থান নেয় তারা আগের শিফটের দু'জনকে বিদায় দিয়ে। দু'ঘণ্টা পর, সকাল আটটায় জ্যাকবাসকে অনুসরণ করে এখানে পৌঁছায় তারা। খানিকটা দূর থেকে দেখতে পায়, তালা খুলে ঘরে ঢুকছে লোকটা। সেই তাকে জীবিত শেষ দেখা।

'এক ব্লক দূরে গাড়ি পার্ক করি আমি,' বলল গ্রিমাল্ডি। 'নজর রাখতে থাকি এই বাড়ির প্রবেশপথের ওপর, আই মীন, বন্ধ দরজার ওপর। বাড়ির পিছনদিকে নজর রাখার জন্যে পাঁচ মিনিট পর এডকে পাঠাই আমি।'

'পিছনদিকে?' এডের দিকে ঘুরল সাশাদ।

'এই বাড়ির পিছনে একটা পেটিওমত আছে,' গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করল এডওয়ার্ড। নার্ভাস। 'সাইড স্ট্রীট থেকে দেখা যায় পরিষ্কার। সাইড স্ট্রীটের এ মাথা ও মাথা পায়চারি করার ফাঁকে পেটিওর ওপর নজর রাখতে থাকি আমি।'

'তারপর?'

'সোয়া আটটার দিকে দেখি সেই মেয়েটি বেরিয়ে আসছে।'

'সেই মেয়েটি?' চোখ কোঁচকাল সাশাদ। ওদের আলাপ মন দিয়ে শুনছে শওকত ও ইউনুস। ওদের চেহারা অভিব্যক্তিহীন। এড যা দেখেছে, ওরাও তাই দেখেছে। তবে 'সেই' শব্দটা কানে বেজেছে দু'জনেরই, আগ্রহী চোখে এডকে দেখছে তাই ওরা।

'যে মেয়েটা সেদিন আইস হকি খেলা দেখতে গিয়েছিল গার্ডেনে, মাসুদ রানার সাথে।'

শক্ত হয়ে গেল ওরা। ওটা যে মেয়ে ছিল, তাতে সন্দেহ নেই শওকত-ইউনুসের। তবে তার পিছনদিকে ছিল বলে মেয়েটির চেহারা দেখতে পায়নি ওরা কেউ। দৃষ্টি বিনিময় হলো দু'জনের। এর মধ্যে লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম কেন মাথায় খেলছে না।

ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে এডওয়ার্ডের পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাল সাশাদ। 'কোন ভুল হচ্ছে না তো তোমার?' অগ্নিদৃষ্টি হানল সে মাসুদ রানার দুই চ্যালার দিকে।

'জ্বি না। আমি ঠিকই দেখেছি।'

'সে এল কোত্থেকে?' প্রশ্নটা এমনভাবে করল সাশাদ, যেন এর উত্তর একমাত্র এডেরই জানার কথা। ভাঙা ছাতার স্ট্যান্ড হয়ে জ্যাকবাসের নিষ্প্রাণ

চোখে স্থির হলো শওকতের দৃষ্টি। চেহারায় কোনরকম ভাবের ছায়া নেই। যদিও কান খাড়া, প্রতিটি শব্দ গিলছে এডের। আর কোন নতুন তথ্য পাওয়া যায় কি না তার অপেক্ষায় আছে।

'জ্যাকবাসের অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে ছিল সে, আমি শিওর। কারণ ও ফ্ল্যাটের পিছন সিঁড়ি দিয়েই তাকে বের হতে দেখেছি আমি।'

'আচ্ছা!'

'জ্বি। বেরিয়ে ঘন ঘন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল মেয়েটি। আমি তার প্রায় একশো ফুট দূরে ছিলাম। প্রথমে ওই দু'জনকে দেখতে পায় মেয়েটি,' শওকত ও ইউনুসকে দেখাল সে। 'তারপর চোখ পড়ে আমার ওপর। অমনি খুব দ্রুত হাঁটতে আরম্ভ করে সে। বোধহয় আমাকে সন্দেহ করেছিল মেয়েটি।'

'কেন? তোমার কোটের ল্যাপেলে কোন ব্যাজ ছিল? না তুমি তাকে ডেকে বলেছিলে, "দাঁড়াও, আমি পুলিস"?'

সাশাদ ব্যঙ্গ করছে বুঝতে পেরে নজর নামিয়ে নিল এড।

'ওদের সন্দেহ করল না, তোমাকে কেন করল?'

উত্তর নেই।

'তারপর কি?' রাগ গিলে ফেলতে বাধ্য হলো সাশাদ। এখন রাগ করা নিরর্থক। যা হওয়ার হয়ে গেছে। 'বলে যাও।'

'আমি মেয়েটিকে অনুসরণ করতে শুরু করি। কিন্তু বেশি এগোতে পারিনি, কারণ সে এক ছুটে এই বিল্ডিঙের পাশ ঘেঁষে সামনের দিকে চলে যায়। আমিও তাই করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু একটা উঁচু ফেন্সের কারণে আটকে যাই। সাইড স্ট্রীট ঘুরে আসতে সময় বেশি লেগে গেল, এসে আর দেখতে পাইনি তাকে। তবে...'

'তবে?'

'আমার বিশ্বাস, একটা নীল পন্টিয়াকে চড়ে পালিয়ে যায় মেয়েটি। সেই গাড়িটা। যেটা সেদিন সেই কার পার্কে আটকেছিলাম আমরা। হকি খেলার দিন।'

'নাম্বার দেখতে পেয়েছিলে গাড়িটার?'

'না। তবে ওটা নিউ ইয়র্ক স্টেটের নয়, এটুকু দেখার সুযোগ হয়েছে।'

'চমৎকার!' দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল সাশাদ। 'আমারই ভুল হয়েছে। তোমাদের সাথে পুরো পুলিস ফোর্স দিয়ে দেয়া উচিত ছিল আমার।'

'মেয়েটা এ কাজে খুব এক্সপার্ট,' চামড়া বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করল গ্রিমাল্ডি 'যে ভাবে চোখের পলকে হাওয়া হয়ে গেল, এক্সপার্ট না হলে কোনমতেই তা সম্ভব ছিল না।'

'শিওর!' তেতো খাওয়া চেহারা করল সাশাদ। 'যেহেতু তোমরা দুই গ্রেট গ্রেট ডিটেকটিভ পিছু নিয়েছ, এক্সপার্ট না হলে কি আর রক্ষে ছিল তার?'

'সময় কিছুটা বেশি লাগলেও দৌড়ে বিল্ডিঙের সামনে চলে এসেছিলাম আমি,' গায়ে মাখল না এড চীফের টিটকিরি। 'বড়জোর কয়েক সেকেন্ড পিছনে ফেলতে পেরেছিল মেয়েটি আমাকে। অথচ এসে তাকে পেলাম না। শুধু দূরে সেই নীল গাড়িটা মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেয়েছি আমি। খুব জোরে অ্যাভিনিউর ও

মাথার দিকে ছুটছিল ওটা।'

'তুমি বলছ মেয়েটা এই বিল্ডিঙের সামনে থেকে গাড়িতে উঠেছে?' সিগারেট ধরাতে গিয়েও থেমে গেল সাশাদ।

'জ্বি।'

গ্রিমাল্ডির দিকে ফিরল সে। 'অথচ সামনে থেকেও তাকে দেখোনি তুমি?'

'জ্বি,' মাথা দোলাল গ্রিমাল্ডি।

'কি জ্বি?' খ্যাঁক করে উঠল সাশাদ। 'দেখেছ, কি দেখোনি?'

'দেখিনি। আসলে এক্সপার্ট ছিল মেয়েটা।'

ওপর নিচে মাথা দোলাল সে। 'বটে। অথচ তোমাদের আমি এক্সপার্ট ভাবতাম এতদিন।' 'খুট' করে গ্যাস লাইটার জ্বালল সাশাদ। সিগারেট ধরিয়ে টান দিল জোরে। হেরেনের দিকে তাকাল। দৃষ্টিতে 'এইসব গাধা কি করে পুলিস অ্যাকাডেমি থেকে পাস করে' ধরনের জিজ্ঞাসা।

পরের ঘটনা ওদের হয়ে হেরেন ব্যাখ্যা করল সাশাদকে। মেয়েটিকে হারানোর পর সারাক্ষণ এখানেই ছিল গ্রিমাল্ডি-এডওয়ার্ড। ভেতরে জ্যাকবাস যে খুন হয়েছে বুঝতে পারেনি। এই পর্যায়ে এসে মাথা দোলাল শওকত-ইউনুস, ওরাও বুঝতে পারেনি কিছু। মেয়েটি যে এই অ্যাপার্টমেন্ট থেকেই বেরিয়েছে, আন্দাজও করেনি ওরা। ভেবেছে পাশের বিল্ডিং থেকে বেরিয়েছে। দুই বাড়ির দুই ব্যাক স্টেয়ার কেসের অবস্থান প্রায় পাশাপাশি।

তারপর, জানাল হেরেন, সন্ধেয় যখন তাকে, মানে জ্যাকবাসকে, রোজকার মত অফিসে যাওয়ার উদ্দেশে বের হতে দেখা গেল না, লোকটা হয়তো ঘুমিয়ে আছে ভেবে তাকে ডেকে দিতে গেল বিল্ডিং ম্যানেজার। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, অথচ বারবার বেল বাজিয়েও জ্যাকবাসের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না দেখে সন্দেহ হলো ম্যানেজারের। বাড়ির মালিককে খবর দিল লোকটা।

সে এসে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে সামনের দরজা খুলে দেখে ভেতরে এই অবস্থা। রক্তের জমাট পুকুরে কাত হয়ে পড়ে আছে তার ভাড়াটিয়া।

'টে-রিফ-ফিক!' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সাশাদ। চিন্তায় চিন্তায় মাথা ধরে গেছে তার। মেজাজ পুরো টং।

'এখন কি করতে চাও?' প্রশ্ন করল হেরেন।

'মাসুদ রানাকে ধরতে হবে,' প্রায় ফিস ফিস করে বলল সে তার দুই চ্যালার কথা স্মরণ রেখে। ঘড়ি দেখল। সোয়া ছয়টা। 'ওই মেয়েটাকে চাই আমার। মাসুদ রানা জানে কোথায় তাকে পাওয়া যাবে। ভেবেছিলাম ওদের আর ঘাঁটানোর প্রয়োজন হবে না। কিন্তু এখন সে ভাবনা বাদ। ওদের দুটোকেই বেশি বেশি ঘাঁটাতে হবে।'

'আমরা এখন কি করব?' সাশাদ আর হেরেনকে পালা করে দেখল গ্রিমাল্ডি। 'আর কোন নতুন কাজ...'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল সাশাদ। 'একটা কাজ আছে। সোজা প্রিসিঙ্কটে চলে যাও। খেয়েদেয়ে ঘুম লাগাও ব্যাকরুমে ঢুকে। যাও।'

'চলো যাই,' তাড়া লাগাল হেরেন। 'দেখি পাই কি না ব্যাটাকে।'

চোখ কুঁচকে সহকর্মীর দিকে তাকাল সাশাদ। 'পাব না কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'এমনি বলেছি। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে।'

পঁয়ত্রিশ মিনিট পর মাসুদ রানার অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় নক করল সাশাদ। খুলল না কেউ দরজা। নেই মাসুদ রানা। 'কোথায় গেল ব্যাটা?'

'কে জানে?'

সন্দেহের দৃষ্টিতে হেরেনকে দেখল সে। 'তুমি তখন ওকথা কেন বললে, "দেখি, পাই কি না ব্যাটাকে"?'

হেসে উঠল হেরেন। 'বিশ্বাস করো, বন্ধু। কথাটা মুখ ফসকে বলে ফেলেছি।'

'সত্যি?' তবু সন্দেহ যায় না তার।

'সত্যি। যিশুর কসম।'

বন্ধ দরজার দিকে অন্যমনস্কের মত তাকিয়ে থাকল সাশাদ। 'গেল কোথায়? নাকি আবার ওরা তুলে নিয়ে গেল লোকটাকে?'

'না বোধহয়। আবার তুলে নেয়ার হলে সেবার তাকে ছাড়ত না নিশ্চই ওরা।'

'হ্যাঁ। তাও তো একটা কথা।'

দুই

অদ্ভুত এক সমস্যায় পড়েছে মাসুদ রানা। না পারছে লেসলিকে অবিশ্বাস করতে, না পারছে হোয়াইটসাইডকে উড়িয়ে দিতে। এ লাইনে কোনটা যে সত্যি আর কোনটা মিথ্যে, কে সত্যি বলে কে মিথ্যে বলে, নাটকের একেবারে শেষ মুহূর্তে না পৌঁছানো পর্যন্ত বোঝা খুবই মুশকিল। ভীষণ মুশকিল।

হোয়াইটসাইডের সাথে দ্বিতীয় দফা আলোচনার আগ পর্যন্ত লেসলি ম্যাকঅ্যাডামকে প্রায় পুরোপুরি বিশ্বাস করে ফেলেছিল মাসুদ রানা, অথচ এ মুহূর্তে নতুন করে দোল খেতে আরম্ভ করেছে ওর আস্থা-অনাস্থার পেন্ডুলাম। তবে এটাও ঠিক, সহজাত ইনট্যুইশন রানাকে বলছে লেসলিকে বিশ্বাস করতে। যদিও সারাদিনের এই লুকোচুরির ব্যাপারটা যেন কেমন কেমন লাগছে। ঠিক পছন্দ হচ্ছে না ওর।

কিন্তু কিছু করার নেই। নাটক জমে উঠেছে। যা যা রানা জানতে চায়, কে কোন দলের হয়ে খেলছে, জানার সময় উপস্থিত। ওকে তা জানতে হবে, ঝুঁকি নিয়ে হলেও। জীবনে ঝুঁকি কম নেয়নি মাসুদ রানা। খুব শিগগিরই আরও একটা নিতে হবে। ঠিক করেছে রানা, কায়দা করে লেসলি ও হোয়াইটসাইডকে মুখোমুখি দাঁড় করাবে সে। যেভাবে হোক। একজনকে দিয়ে সনাক্ত করাবে অন্যজনকে। এতে আসল সত্য উদ্ধার করা সহজ ও দ্রুত হবে।

যেভাবেই হোক নিজেকে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক এক অ্যাসাইন-মেন্টে জড়িয়ে ফেলেছে মাসুদ রানা, কোথায় এর শেষ জানতে হবে ওকে। জানতে হবে এতবড় আন্তর্জাতিক এক চক্রান্তের পরিণতি কি হয়। এ থেকে আসলে সরে দাঁড়ানোর কোন উপায়ও নেই এখন ওর। লেগে থাকতে হবে। অতএব, যাচ্ছে ও

আজ রাতে সেন্ট্রাল পার্কে। শঙ্কা যতই থাকুক।

উঠল মাসুদ রানা। নিজেকে যাত্রাদলের অভিনেতা মনে হচ্ছে ওর। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, কাজেই নিজেকে সেজন্যে পুরোপুরি প্রস্তুত করে নিল রানা অল্প সময়ের মধ্যে। কোথায় যাবে, সারাদিন কি করে কাটাবে ভাবতে লাগল। এমন কোথাও যেতে হবে, যেখানে 'ওরা' তার নাগাল না পায়। 'ওরা' জানে না মাসুদ রানার আজকের রুটিন, লেসলি জানে। কারণ সে-ই নির্ধারণ করে দিয়েছে কি করতে হবে ওকে আজ। সে কি নজর রাখার ব্যবস্থা করবে ওর ওপর? মাসুদ রানা তার কথামত চলছে কি না বোঝার জন্যে? করতে পারে। কাজেই অন্তত আজকের দিনটা লেসলির ইচ্ছে অনুযায়ী নাচবে রানা। তার 'বন্ধুরা' যদি নজর রাখে রানার গতিবিধির ওপর, দেখবে লেসলির কথামতই চলছে ও।

সাড়ে দশটায় বেরিয়ে পড়ল রানা অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে। গাড়ি নিল না, ট্যাক্সিতে চেপে রওনা হলো ফোর্টি থার্ড স্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক টাইমস আর্কাইভের উদ্দেশে। ইচ্ছে, অকাজে দিনটা মাঠে না মেরে ইতিহাস সম্পর্কে কিঞ্চিৎ জ্ঞান সঞ্চয় করা, ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পাওয়া এবং জ্ঞানবৃদ্ধি দুটোই হবে। কপাল ভাল থাকলে ড্যানিয়েলস সম্পর্কে এক আধটা নতুন তথ্যও হয়তো পাওয়া যাবে তাতে। যদিও তেমন আশা খুব কম, তবু চেষ্টা করে দেখা আর কি!

কোন দিক দিয়ে দুপুর গড়িয়ে গেল টেরই পেল না মাসুদ রানা। খিদে চেগিয়ে উঠতে বেরিয়ে পড়ল। কাছের এক রেস্তোরাঁয় খেয়ে তৎক্ষণাৎ ফিরে এল আবার। সন্ধে গড়িয়ে গেল কখন, তাও জানা হলো না। সাড়ে সাতটায় ক্ষ্যান্ত দিল রানা। অনেক হয়েছে। অ্যাটেনডেন্ট ছোকরাকে আরেক প্রস্থ বকশিশ দিয়ে আর্কাইভ ত্যাগ করল ও। পথচারীদের ভিড়ে নিজেকে আড়াল করে ঘণ্টাখানেক হাঁটাহাঁটি করে গরম করে নিল শরীর। তারপর ডিনার। এবার?

রাস্তার ওপারে এক সিনেমা হল দেখে পা বাড়াল মাসুদ রানা। অকারণ ধুম ধাম আর ঢাঁই ঢুঁই দেখে কাটাল দেড় ঘণ্টা। ছবি শেষ হতে বেরিয়ে এসে আনমনে হাঁটতে হাঁটতে ইস্ট ফর্টি সেকেন্ডে চলে এল। ঘড়ি দেখল, মাত্র সাড়ে নয়টা, ইয়াল্লা! আঁতকে উঠল রানা মনে মনে। এখনও সাড়ে ছয় ঘণ্টা বাকি? কি হচ্ছে এসব? নিজেকে প্রশ্ন করল মাসুদ রানা, কি করছি আমি? এর কি কোন প্রয়োজন সত্যিই ছিল?

কার কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি আমি? 'ওদের' কাছ থেকে? 'ওরা' কারা? শীত করছে। ওভারকোটের কলার তুলে দিল মাসুদ রানা, হাঁটতে লাগল দ্রুত পায়ে। গন্তব্য অনিশ্চিত। সাবওয়ে ধরে সেভেন্টি সেভেনথ ও লেক্সিংটনের দিকে রওনা হলো ও। তারপর দীর্ঘ সেভেন্টি সেভেনথ স্ট্রীট হেঁটে অতিক্রম করল, ফার্স্ট অ্যাভিনিউ ছাড়িয়ে সেকেন্ড অ্যাভিনিউতে পড়ল। কয়েক পা যেতে না যেতে বুঝে ফেলল রানা, ধরা পড়ে গেছে ও। ব্যাপারটা এমন এক সময় টের পেল, যখন করার কিছু নেই, একেবারে ওর তিন হাতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে তখন সাশাদ ও হেরেন।

প্রথমে সন্দেহ হয় সাশাদের, মাসুদ রানা বিপদে পড়তে যাচ্ছে। হয়তো মৃত্যুও হতে পারে তার। যে কারণে ওর পিছনে ডিটেকটিভ লাগায় সে। কিন্তু

যখন দেখা গেল, শত্রুর হাতে ধরা পড়ে পুরো এক রাত এক দিন গায়েব থাকার পর আবার রানা নাক জাগিয়েছে, হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছে, তখন ভয়ের আর কিছু নেই ভেবে সার্ভেইলেন্স প্রত্যাহার করে নিয়েছিল সে।

কাল রাতে নাক জাগিয়েছিল মাসুদ রানা। মাত্র এক রাত পর আবার গায়েব হয়ে যায়। এমনটি ঘটতে পারে কল্পনাই করেনি সে। তাছাড়া অন্যান্য কেস নিয়ে ব্যস্ত ছিল সে, এদিকে খুব একটা খেয়াল দিতে পারেনি। এই ফাঁকে ফের কাটি মেরেছে মাসুদ রানা। স্বেচ্ছায় না আর কারও হাত আছে এতে কে জানে? জ্যাকবাসের বাসা থেকে ফিরে যখন ওকে পেল না সাশাদ, সঙ্গে সঙ্গে আবার ডিটেকটিভ লাগাল সে। রাত দশটায় রানাকে স্পট করে তারা, সাবওয়েতে।

এই আপদের ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন ছিল মাসুদ রানা। থাকারই কথা। এমনিতেই কানের ঘায়ে কুত্তা পাগল দশা, তারওপর কে জানত পিছনে ঠোলাও লেগেছে?

'হ্যালো, মাসুদ রানা!' যেন হারানো মাণিক খুঁজে পেয়েছে, এমন এক হাসি দিল অ্যারাম সাশাদ। 'আফটার ডিনার ওয়াক আ মাইল করছিলেন বুঝি?'

চোখ কুঁচকে দুই ডিটেকটিভকে দেখল ও। 'আপনারা?'

'হ্যাঁ, আমরা। কেন, সন্দেহ আছে?'

'মাফ করবেন, অফিসার। আমি একটু ব্যস্ত আছি।'

'আমরাও ব্যস্ত, স্যার।' পাশ কাটিয়ে পা বাড়াতে যাচ্ছিল রানা, চট করে সরে পথরোধ করল ওর সাশাদ। 'এ মুহূর্তে মাফ করা যাচ্ছে না আপনাকে।'

'কি চান আপনারা?' কঠোরতা ফুটল রানার স্বরে।

হাসল ডিটেকটিভ। 'খানিক গল্প করতে চাই আপনার সাথে।' হেরেন একভাবে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কিছু বলছে না।

খানিক ভাবল ও। 'জরুরী কিছু?'

'খু-উ-ব!'

'কাল হলে হয় না?'

'আজ হলে ক্ষতি কি?'

'যদি আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি না হই?'

চেহারা করুণ করে তুলল সাশাদ। 'সে বড় দুর্ভাগ্য হবে আমাদের।'

'আপনি হয়তো ভুলে যাচ্ছেন আমি আমার অধিকার সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন। নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ যদি আমার বিরুদ্ধে না থেকে থাকে, তাহলে আমাকে বাধ্য করতে পারেন না আপনি, অফিসার।'

বাঁকা হাসি ফুটল সাশাদের মুখে। 'আপনি হয়তো জানেন না, আজ সন্ধেবেলা আপনার অফিসের নাইটগার্ড জ্যাকবাসকে মৃত পাওয়া গেছে তার বাসায়। হত্যা করা হয়েছে লোকটাকে।'

'কি বললেন?' থমকে গেল মাসুদ রানা।

'ঠিকই বলেছি। সম্ভবত সকালে হত্যা করা হয়েছে তাকে। আমরা জেনেছি সন্ধেয়। ওখানে আপনার লোক ছিল, তারাও দেখেছে লাশ।'

চুপ করে থাকল রানা। কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

'হত্যাকারীকে সনাক্ত করতে পেরেছি আমরা, খুব সম্ভব,' বলে উঠল হেরেন। 'আপনার সেই মেয়ে বান্ধবী, যার সঙ্গে আইস হকি দেখতে গিয়েছিলেন আপনি, হত্যাকাণ্ডটা তার দ্বারাই ঘটেছে। সকালে তাকে জ্যাকবাসের ব্যাক স্টেয়ার দিয়ে বের হতে দেখা গেছে।'

'মেয়েটিকে আমাদের চাই,' বলল সাশাদ। 'আপনি জানেন কোথায় পাওয়া যেতে পারে তাকে। থাকে কোথায় সে?'

অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দুই ডিটেকটিভকে দেখল মাসুদ রানা। 'আমি বিশ্বাস করি না আপনাদের কথা।'

হেরেনের দিকে তাকাল সাশাদ, তারপর আবার রানার দিকে। 'আমরা মিথ্যে বলতে পারি, কিন্তু জ্যাকবাসের মৃতদেহ নিশ্চই সত্যি কথাই বলবে।' হাত তুলে গজ দশেক তফাতে দাঁড়ানো নিজেদের গাড়িটা দেখাল সে। 'বি আওয়ার গেস্ট। চলুন, ঘুরে আসা যাক মেডিক্যাল এগজামিনারের অফিস থেকে।'

আরেকটা কথা কি যেন বলেছিল লেসলি? ভাবল মাসুদ রানা। 'আমার সাথে দেখা না হওয়া পর্যন্ত পরিচিত কারও সামনে কোন ব্যাপারেই মুখ খুলো না'। তাই তো, নাকি? আর কি যেন? 'অন্তত এইবারটি বিনা প্রশ্নে আমার কথামত কাজ করো'। 'আমার ওপর আস্থা যদি রাখতে পারো, তোমারই ভাল হবে'।

'দুঃখিত, অফিসার। আমি যাচ্ছি না।'

'আপনি যাচ্ছেন।'

আগুন ঝরা চোখে ওদের দেখল মাসুদ রানা। তারপর পাশ কাটিয়ে দ্রুত পা বাড়াল নিজের পথে। ঘুরে দাঁড়িয়েই ওর কলার মুঠো করে ধরে ফেলল সাশাদ। 'দুঃখিত। আমরা সোজা পথ দেখাতে চাইলেও বাঁকা পথই দেখছি আপনার পছন্দ। অল রাইট, আমরাও ওই পথেই চলব এখন থেকে। আপনাকে গ্রেফতার করা হলো।'

'আমার অপরাধ?' শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল ও।

'পুলিসের সাথে অসহযোগিতা করা।' হেরেনকে ইশারা করল সে মাসুদ রানাকে সার্চ করতে।

এগিয়ে গেল সে। হোলস্টার থেকে রানার ওয়ালথার এবং কবজির সাথে বাঁধা খাপ থেকে চার ইঞ্চি ব্লেডের তীক্ষ্ণধার এক স্টীলেটো বের করে নিল। তুলে দিল সাশাদের হাতে। আগ্নেয়াস্ত্রটা নেড়েচেড়ে দেখল সে। 'ধরে নিচ্ছি এটা বহন করবার অনুমতি আছে আপনার। কিন্তু এটার নিশ্চই নেই?' ছুরিটা দোলাল সে।

চুপ করে থাকল মাসুদ রানা।

'হুম! ঠিক ধরেছি। এটা মারাত্মক এক অস্ত্র, জানেন তো?'

রানা চুপ।

'এটা সঙ্গে কেন আপনার? এমন মারাত্মক ছুরি?'

'নিউ ইয়র্ক মারাত্মক এক শহর,' থমথমে গলায় বলল ও।

'জানি। সে জন্যে তো পিস্তলই যথেষ্ট। এটা আবার কেন?' রানাকে নীরব দেখে মুখে হাসি ফুটল সাশাদের। 'আগের অভিযোগটা বাদ। এটা বয়ে বেড়ানোর অপরাধে গ্রেফতার করছি আমি আপনাকে।'

শীতল চোখে লোকটাকে দেখল মাসুদ রানা। 'তাহলে আর দেরি কেন? চলুন, কোথায় নিয়ে যাবেন আমাকে। দেখি কত ক্ষমতা আপনার।'

চোখ কোঁচকাল লোকটা। 'আমি কি ধরে নেব আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন, স্যার?'

'আমি যা বললাম, আপনি শুনেছেন। ওর মধ্যে আপনি কি ধরবেন কি ছাড়বেন আপনার ব্যাপার।'

'অল রাইট। চলুন যাওয়া যাক।'

পিছনের সীটে ওঠানো হলো মাসুদ রানাকে। অ্যারাম সাশাদ বসল ওর পাশে। হেরেন গাড়ি ছাড়ল। নাইনটিনথ প্রিসিঙ্কটে নিয়ে আসা হলো ওকে। বসানো হলো সাশাদ ও হেরেনের অফিস রুমে। সোয়া এগারোটা বাজে তখন।

চুপ করে বসে থাকল মাসুদ রানা। চোখ নেচে বেড়াচ্ছে রুমের সর্বত্র। গম্ভীর। লেসলি ম্যাকঅ্যাডামের কথা ভাবছে। আর পৌনে পাঁচ ঘণ্টা পর তার সাথে দেখা হওয়ার কথা ওর। চেয়ারের আর্ত চিৎকারে সামনে তাকাল রানা। হেলান দিয়ে বসল সাশাদ। তার মুখোমুখি বসানো হয়েছে ওকে। পাশের টেবিলটা হেরেনের। সে-ও বসা নিজের চেয়ারে। দু'জনেই দেখছে মাসুদ রানাকে। মুখ খোলাবার চেষ্টা করছে ওর। তাদের একটা দুটো প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে ও মাঝেমধ্যে, কিন্তু লেসলি প্রসঙ্গ উঠলেই ঠোঁটে তালা মেরে বসে থাকছে। ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে ঘুরতে দেড়টায় এসে পৌঁছল। তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সাশাদের মেজাজ।

'ঠিক আছে,' বলল সে। 'আরেকবার প্রথম থেকে শুনব আমরা ঘটনাটা।'

'কোনটা?' রানাও তেতে উঠেছে ভেতরে ভেতরে। সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে। লেসলির সাথে দেখা করতে পারবে কি না আজ, সন্দেহ আছে। অথচ ওটা জরুরী।

'আজ, মানে গতকাল সকাল আটটায় কোথায় ছিলেন আপনি?'

'অনেকবার বলেছি সে কথা।'

'আমি শুনেছি। আরেকবার নতুন করে বলুন।'

'একবার কেন, হাজারবারেও আগের বক্তব্য একচুল নড়চড় হবে না আমার। ওই সময় বিছানায় ছিলাম আমি।'

'পরশু রাতে সুজান'স গিয়েছিলেন আপনি, ঠিক?'

রানা নিরুত্তর।

'ওখান থেকে কারা কোথায় নিয়ে গিয়েছিল আপনাকে?'

উত্তর নেই। এ ব্যাটা তা কি করে জানল, ভাবছে।

'অল রাইট। কাল সকালে যে বাসায় ছিলেন, কোন সাক্ষী আছে তার?'

'না।'

'বড়ই দুর্ভাগ্য। সেই মেয়েটির সাথে শেষ দেখা কখন হয়েছে আপনার?'

'দেখা হয়নি, কথা হয়েছে। গতকাল সকালে আমি বিছানা ছাড়ার আগে আমাকে টেলিফোন করে সে।'

'কেন টেলিফোন করেছিল? মানে, বিশেষ কোন কিছু বলতে?'

'হ্যাঁ।'

'কি সেটা?'

'মেয়েটি আমার মক্কেল। আমি তার বিশেষ একটা কেস ডীল করছি। তার মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে কিছু বলা যাবে না।'

'কোথায় থাকে সে?'

রানার মুখে তালা।

'বলুন!'

'আগেই বলেছি জানি না।'

'কোথায় থাকে জানেন না, অথচ সে আপনার মক্কেল?'

'হ্যাঁ।'

'আরেকটু ভেবে উত্তর দিন।'

'অফিসার, বলেইছি তো আমার বক্তব্যের কোন হেরফের হবে না।' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। চোখ জ্বালা করতে লাগল ধোঁয়া যেতে। হাত ঘুরিয়ে চোখ ডলল ও।

টেবিলে কনুইয়ের ভর রেখে ঝুঁকে এল ডিটেকটিভ। চেহারা রাগে লাল। 'ড্যাম ইট!' হুঙ্কার ছাড়ল সে। মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত উল্কার মত বেগে আছড়ে পড়ল টেবিলে। ফাইল, কলমদানি, টেলিফোন সব লাফিয়ে উঠল। 'কোথায় থাকে সে? নাম কি মেয়েটির?'

মাসুদ রানা নিরুত্তর। দু'হাত বুকে বেঁধে সাশাদের জবা ফুলের মত লাল চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে।

'কোথায় থাকে সে? বলুন!'

তথৈবচ।

'ড্যামিট! ড্যামিট! ড্যামিট!' মুখ পিছিয়ে নিল মাসুদ রানা। লোকটার ক্রমাগত সিংহের গর্জনে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার অবস্থা। নিতম্বে বিছার কামড় খেয়েছে যেন, এমন ভাবে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সাশাদ। হাঁটুর পিছনে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে চলে গেল তার রিভলভিং চেয়ার, আছড়ে পড়ল গিয়ে পিছনের দেয়াল ও স্টীলের ফাইল কেবিনেটের ওপর। কেঁপে উঠল ঘর।

'ফাজলামো হচ্ছে, না?' আরেক ঘুসি বসাল সে টেবিলে। 'রসিকতা করছেন আমার সাথে? দাঁড়ান, বের করছি আপনার রসিকতা!'

ঝড়ের বেগে রুম ত্যাগ করল ডিটেকটিভ। দরজা এত জোরে আছড়ে লাগাল সে মনে হলো পুরো প্রিসিঙ্কট ভবন নড়ে উঠল বুঝি। যেমন বেরিয়ে গেল, দশ সেকেন্ডের মধ্যে তেমনি হুড়মুড় করে আবার ফিরেও এল সে। হাতে প্লাস্টিকের ছোট একটা ব্যাগ। ওটার মুখ সীল করা। ভেতরে মাসুদ রানার ছুরিটা দেখা যাচ্ছে।

'এটা দেখেছেন?' আবার হুঙ্কার ছাড়ল সাশাদ। 'দেখেছেন এটা? আপনি যা- আমাকে সহযোগিতা না করেন, আমিও আপনাকে সহযোগিতা করব না। কি হবে এখন যদি সত্যি সত্যি ফ্রন্ট ডেস্ক সার্জেন্টের হাতে তুলে দেই আপনাকে সীজ করা এই ছুরিসহ? তার মানে রাতটা অন্তত জেল আপনার নিশ্চিত। তাই চান আপনি?'

রাগে অধৈর্য ডিটেকটিভকে দেখল মাসুদ রানা। তারপর মৃদু গলায় বলল, 'মেয়েটি আমার ক্লায়েন্ট। তার কেস সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত তার সম্পর্কে কোন কথাই আমি বলব না। আমাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করার কোন ক্ষমতা আপনার নেই।' ঘড়ি দেখল ও। 'আমি আইন জানি।'

চেয়ারটা টেনে বসল সাশাদ। গলা খাদে নামাল। 'ঘড়ি দেখছেন যে? কি ব্যাপার? ট্রেন ধরার তাড়া আছে নাকি?'

'কি বললেন?'

'কিছু না।'

'আপনি যদি এই ছুরি বহন করার অপরাধে চার্জ আনতে চান আমার বিরুদ্ধে, দেরি না করে তাড়াতাড়ি সেরে ফেলুন কাজটা,' বলল মাসুদ রানা। 'কোর্ট থেকে বেরিয়ে আপনি গাড়িতে ওঠার আগেই জামিন পেয়ে যাব আমি।'

চোখ দিয়ে ভস্ম করতে ব্যর্থ হলো সাশাদ রানাকে। আবার উঠে দাঁড়াল লাফিয়ে। থাবা দিয়ে ছুরির ব্যাগটা নিয়ে চলে গেল। যাওয়ার আগে চার অক্ষরের নোংরা একটা শব্দ উচ্চারণ করল। মাসুদ রানার উদ্দেশে না নিজের কপালের উদ্দেশে সেটা অবশ্য বোঝা গেল না।

এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি প্যাটি হেরেন, বসে ছিল স্থির হয়ে। এইবার নড়ে উঠল সে। মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। 'দেখুন মিস্টার,' নরম গলায় বলল সে। 'আমাদের সহযোগিতা করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে আপনার জন্যে। আমরা আপনার শত্রু নই, বন্ধু, আপনাকে আমরা সাহায্য করতে চাই। বলে ফেলুন না মেয়েটি কোথায় থাকে। তাতে আমাদের উভয় পক্ষেরই লাভ হবে।'

কিছুই বলল না মাসুদ রানা।

'না হয় মেয়েটিকে এখানে ডাকুন আপনি। আমরা কথা বলি ওর সাথে। আপনিও সে সময় উপস্থিত থাকতে পারবেন। কোন অসুবিধে নেই। মেয়েটি যদি জ্যাকবাসকে হত্যা করেই থাকে, শুধু শুধু করেনি নিশ্চই! কেন কি ঘটেছে জানতে তো পারি আমরা। সে কতই বা পালিয়ে বেড়াবে? তাকে যদি আমাদের ধরেই আনতে হয়, তখনকার পরিস্থিতি নিশ্চই এখনকার মত হবে না। কি বলেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল মাসুদ রানা। কথা বলল না এবারও।

কিছু সময় অপেক্ষা করল হেরেন। তারপর সে-ও কাঁধ ঝাঁকাল। 'দেখুন ভেবে। আমি বুদ্ধিটা খারাপ দেইনি।'

নীরবে বসে থাকল মাসুদ রানা। ধৈর্যের প্রতিমূর্তি যেন। যদিও ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর। চোখ টেনে কাঁহাতক আর খুলে রাখা যায়? ঘড়ি দেখল ও আবার। দুটো দশ। নির্নিমেষ চোখে রানাকে দেখছে হেরেন। এই সময় ফিরে এল সাশাদ।

'আপনি এখন যেতে পারেন,' গম্ভীর গলায় বলল সে।

'কি বললেন?'

'ইংরেজি ভুলে গেলেন মনে হয়?' বিরক্তিতে চেহারা বিগড়ে গেল ডিটেকটিভের। 'বলছি এখন আপনি যেতে পারেন। প্যাটি,' সঙ্গীর দিকে ফিরল

সে। 'রুশ-জার্মান যে ভাষা বোঝে সেই ভাষায় অনুবাদ করে শোনাও একে, এই মুহূর্তে বেরিয়ে যেতে বলো এখান থেকে, আমি মত পাল্টাবার আগেই। এইসব কুট ঝামেলা নিয়ে নাইট কোর্টে দৌড়াদৌড়ি করার ইচ্ছে নেই আমার।' ফের চলে গেল সে। যাওয়ার আগে রানার দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টি হানতে ভুলল না।

'আর বসে আছেন কি করতে?' বলল হেরেন। 'চলে যান। তবে ছুরিটা পাচ্ছেন না, দুঃখিত।'

'ধন্যবাদ। ও আরেকটা ম্যানেজ করে নেব।' হেরেনের বাড়িয়ে ধরা হাত থেকে ওয়ালথারটা নিয়ে জায়গামত রাখল মাসুদ রানা।

'এখন থেকে বুঝে-শুনে পা ফেলবেন, মিস্টার,' ঠাণ্ডা অনুত্তেজিত স্বরে বলল গোয়েন্দা অফিসার। 'সাশাদকে চটিয়ে ভাল কাজ করেননি আপনি। ও আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল। যান। খুব শিগগিরি আবার দেখা হবে আমাদের।'

বেরিয়ে এল রানা কনকনে শীতের মধ্যে। এত তাড়াতাড়ি ছাড়া পেয়ে যাবে ভাবেনি ও। এবার? নিশ্চই আবার পুলিসের চর পিছনে লাগবে ওর? আবার ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা। এখনও দেড় ঘণ্টা। এতক্ষণ তবু কাটছিল সময়, এখন কি করা যায়? পায়ে পায়ে সেকেন্ড অ্যাভিনিউর দিকে চলল ও। অন্তত এক ঘণ্টা কোন বারে বসে কাটাবে ঠিক করল রানা। পুলিসের চর পিছে লাগে লাগুক। এখন ও সতর্ক আছে, সময়মত খসিয়ে ফেলতে পারবে। পা চালাল মাসুদ রানা। ঢুকে পড়ল এক অল নাইট বারে।

প্রায় নির্জন রাস্তায় বেরিয়ে এল ও এক ঘণ্টা পর। পনেরো মিনিটে তিনবার পিছনে তাকিয়েছে রানা, প্রতিবারই দেখেছে তাদের। দু'জন আছে তারা দলে। টিকটিকি। ওর এক থেকে দেড় ব্লক পিছনে সেঁটে আছে। হাসল মাসুদ রানা। একটা নাদানও বুঝবে ব্যাপারটা। ওকে পুলিস এতই বোকা ভাবে? নাকি এটা ওর নজর অন্যদিকে ব্যস্ত রাখার প্রচেষ্টা? সামনেও আছে কেউ?

সামনে নজর দিল মাসুদ রানা। নাহ্, তেমন কোন আলামত চোখে পড়ল না। রাস্তায় এমনিতেও মানুষ খুব কমই আছে। তার মধ্যে ওদের কেউ আছে বলে মনে হয় না।

লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগল ও। দেখা যাক, সাপ-ব্যাঙ আর কিছু বের হয় কি না। না, বের হলো না শেষ পর্যন্ত। এক সময় পিছনের দু'জনকেও আর দেখতে পেল না মাসুদ রানা। হঠাৎ করে হাওয়া হয়ে গেছে লোক দুটো। চিন্তিত হয়ে উঠল রানা, বিষয়টা কি? গেল কোথায় ব্যাটারা? ওর ধারণা কি ভুল ছিল তাহলে?

একটু পর সেভেন্টি এইটথ ও লেক্সিংটন অ্যাভিনিউর সংযোগস্থলে পরিচিত নিয়ন সাইনটা চোখে পড়ল মাসুদ রানার। 'মাদাম ডাইয়েন বার অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট'। এটাও আরেক অল ডে-নাইট বার। ওটার সামনে পৌঁছল মাসুদ রানা। শেষবারের মত চট করে পিছনটা দেখে নিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। এত রাতে পরিচিত এক খদ্দেরকে দেখে স্বয়ং মাদাম এগিয়ে এল তাকে আপ্যায়নের জন্যে। কিন্তু তার দিকে তাকালই না মাসুদ রানা। তার কোঁচকানো দৃষ্টির সামনে দিয়ে হন হন করে বারের পিছনদিকে চলে এল ও, তারপর ব্যাক এগজিট দিয়ে বেরিয়ে ওপাশের রাস্তায় পড়ল।

ও বেরিয়ে যাওয়ার মিনিট তিনেক পর ভেতরে ঢুকল সেই দুই লোক। ভীত সন্ত্রস্ত চেহারা। তাদের প্রশ্নের উত্তরে মাথা দোলাল মাদাম। না, এক ঘণ্টার মধ্যে কোন খদ্দের ঢোকেনি তার বারে। না, সামনে দিয়েও কাউকে যেতে দেখেনি সে। ভূতের তাড়া খাওয়া চেহারা হলো এবার লোক দুটোর। ছিটকে বেরিয়ে গেল তারা বার থেকে।

মাসুদ রানা ততক্ষণে প্রায় দুই ব্লক পথ মেরে দিয়েছে। সোজা উত্তরে চলেছে সে, সেন্ট্রাল পার্কের নির্দিষ্ট স্থানের দিকে। চারটা বাজে তখন। হাঁটতে হাঁটতে লেসলির কথা ভাবছে মাসুদ রানা। মেয়েটা কি পৌঁছেছে জায়গামত? আছে এখনও, না ওর দেরি দেখে ফিরে গেছে? এইটি ফার্স্ট স্ট্রীটের পার্কের গেটে এসে থামল রানা। ঘুরে পিছনে তাকাল। কেউ নেই। লোক দুটোর ব্যাপারে তাহলে হয়তো ভুলই হয়েছে ওর। ঢুকে পড়ল রানা পার্কে। উত্তর দিকেই চলল আবার ওদিকেই আছে সেই স্তম্ভ।

সতর্ক পায়ে এগোচ্ছে মাসুদ রানা। ঘন ঘন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। সেন্ট্রাল পার্ক এর নাম। এর মত বদ জায়গা দুনিয়ায় আর আছে বলে জানা নেই ওর। বিশেষ করে রাতের বেলা; সে সন্ধে রাত বা ভোররাত যাই হোক, কত ধরনের বিপদ যে হাঁ করে থাকে এখানে পদে পদে, কল্পনাও করা যায় না। তার ওপর হালকা কুয়াশা পড়ছে এখন।

গন্তব্যের কাছে এসে পড়েছে মাসুদ রানা। ওর কয়েকশো গজ সামনেই সেই স্তম্ভ দেখা যাচ্ছে। গোপন বৈঠকের জন্যে চমৎকার উপযুক্ত জায়গা। হত্যাকাণ্ডের জন্যেও বটে। থেমে পড়ল ও। ভাল করে আবার চারদিক দেখে নিল। কোন শব্দ নেই। কোন নড়াচড়াও নেই। চোখের সামনে নিজের নিঃশ্বাসের সৃষ্টি ধোঁয়ার মেঘ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না মাসুদ রানার। দম ছাড়লেই দেখা যায় মেঘটা, মুহূর্ত পরে নেই হয়ে যায় আবার। দম বন্ধ করে কান পাতল ও।

পা টিপে টিপে আরও কয়েক কদম এগোল স্তম্ভটার দিকে। চোখ সঙ্কুচিত করে তাকাল। সাথে সাথে একটা মনুষ্যমূর্তির ওপর চোখ পড়ল রানার। বসে আছে স্থির, স্তম্ভটার বেদীর ওপর।

'রানা?' নড়ে উঠল ছায়াটা।

স্বস্তির দম ছাড়ল ও। 'লেসলি?'

'কোন অসুবিধে হয়নি তো?'

'এখানে আসার পথে না সারাদিনে, কোনটার কথা বলছ?'

হেসে উঠল মেয়েটি। 'দুটোর কথাই।'

'না, হয়নি,' তিক্ত কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। পায়ে পায়ে লেসলির মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। উঠল মেয়েটি। মুখ বাড়িয়ে আলতো করে চুমু খেলো ওর গালে। নড়ল না মাসুদ রানা।

'কি হলো, রানা?' প্রশ্ন করল লেসলি। 'তুমি আড়ষ্ট হয়ে আছ কেন?'

'কয়েকটা বিষয় পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি না, দ্যাট'স অল।'

'যেমন?'

'জ্যাকবাস।'

খানিক ইতস্তত করল লেসলি। 'জ্যাকবাসের ব্যাপারে কি জানতে চাও?'
'সে তো তুমিই ভাল জানো।'
চুপ করে থাকল লেসলি।
'কেন হত্যা করলে জ্যাকবাসকে?'
'কারণ সে তোমাকে হত্যা করতে চাইছিল!' দৃঢ়স্বরে বলল লেসলি। 'সে আর তার সঙ্গীরা। সে-জন্যেই তাকে হত্যা করেছি।'
'আমি এর ব্যাখ্যা চাই, লেসলি,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল ও।
'আমি বলেছি, তোমাকে সব জানাব আমি। সব জানাব। তুমি যা যা জানতে চাও, সবই জানতে পারবে সময় হলে।'
'এবং সত্যি কথাই বলবে আশা করি?'
'অবশ্যই। আমি তোমার কাছে মিথ্যে বলিনি কখনও।'
'কেবল পিটার হোয়াইটসাইড আর জর্জ ম্যাকঅ্যাডামের ব্যাপারটা ছাড়া, এই তো?' তিক্ততা ফুটল ওর কণ্ঠে।
ইতস্তত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল লেসলি। 'হ্যাঁ। ওই ব্যাপারটায় আমি মিথ্যে বলেছি, স্বীকার করি।'
'তুমি জানতে ওরা আসলে মরেনি?'
'জানতাম।'
'তাহলে?'
'আমি চেয়েছি ওদের সাথে তোমার দেখা না হোক।'
'তাহলে আমি সত্যিকার লেসলির কথা জেনে যাব, এই জন্যে?'
নীরবে মাথা দোলাল লেসলি।
'তার মানে তুমি আসল লেসলি নও?' বিস্ময়ের জোরাল এক ধাক্কা খেল রানা।
মুখ তুলল মেয়েটি। 'খুব শিগ্গির তা জানতে পারবে তুমি, রানা।'
'কখন?'
'খুব শিগ্গিরই।' পিছন থেকে একটা মার্জিত পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল। ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা। সেই লোক, নীল পন্টিয়াকের চালক। পল হ্যামন্ড! একটা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল ধরে আছে লোকটা ওর হৃৎপিণ্ড বরাবর। 'দয়া করে হিরো হওয়ার চেষ্টা করবেন না, মিস্টার রানা।'
'বাহ্!' বিকৃত কণ্ঠে বলল ও। ভাবল, একটা সুযোগ কি পাওয়া যাবে না? যদি একবার ওয়ালথার... 'এই বুঝি উপকারের প্রতিদান?'
'দুঃখিত, মিস্টার রানা,' বলল হ্যামন্ড। 'ঠিকই ধরেছেন আপনি। এটাই হচ্ছে আপনার উপকারের প্রতিদান। আমাদের ধারণা আপনার পাওনা মিটিয়ে দেয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। আশা করি ভুল বুঝবেন না আপনি।'
'সত্যি, রানা। ভুল বুঝো না। এবং আমাদের কাজে বাধা দেয়ারও চেষ্টা কোরো না দয়া করে।'
এক পা এগোল পল হ্যামন্ড। হাতের অস্ত্রটা ঠেসে ধরল মাসুদ রানার পিঠে ওর কাঁধের ওপর দিয়ে বাঁ হাতটা সামনে বাড়াল। 'আপনার অস্ত্রটা দিন।'

তিন

বেলের আওয়াজে রিসিভার লক্ষ্য করে থাবা চালাল অ্যারাম সাশাদ। মেজাজ মর্জি ভাল নেই তার পুলিস সার্ভেইল্যান্স টীমকে ফাঁকি দিয়ে মাসুদ রানা পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে। সারাক্ষণ কপাল কুঁচকে আছে। 'হ্যালো!'

'সার্জেন্ট সাশাদ?'

'ডি-টেক-টিভ!' দাঁতে দাঁত চাপল সে। গলা শুনেই চিনে ফেলেছে সে ও প্রান্তের কণ্ঠধারীকে। গ্যারি ডেভমারশ, সিটি মর্গের ল্যাব সহকারী। 'বলো কি বলবে!'

'অনুমান করতে পারেন কেন ফোন করেছি?'

'দেখো, গ্যারি, এখন খেলার সময় নেই। মাথায় অনেক চিন্তা। তাড়াতাড়ি বলে ফেলো।'

'আপনার পরিচিত কাউকে পানিতে পাওয়া গেছে ভাসমান অবস্থায়।'

'এত তাড়াতাড়ি প্রয়োজন নেই। গুছিয়ে বলো।'

'থ্যাঙ্কস। হাডসন নদীতে ভাসমান একটা মৃতদেহ দেখে টেলিফোন করে ওখানকার...'

'তারপর?' থামিয়ে দিল গ্যারিকে সাশাদ। গুছিয়ে বলতে গিয়ে গল্প আরম্ভ করে দিয়েছে লোকটা স্বভাব অনুযায়ী। 'ওটার বর্ণনা?' সামনের দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে সাশাদ, আনমনে থুতনি ডলছে।

'লম্বা-চওড়া। বয়স বছর ত্রিশেক হবে, পুরুষ।'

'হুঁম! আর?'

'তার পকেটে আপনার নাম টেলিফোন নম্বর লেখা একটা কাগজের টুকরো পাওয়া গেছে, সার...ইয়ে, ডিক। ভাবলাম আপনি হয়তো দেহটা দেখতে আগ্রহী হবেন।'

কেন যেন মাসুদ রানার চেহারা ভেসে উঠল সাশাদের চোখের সামনে। ও ব্যাটা নয়তো? 'চেহারা চেনা যায়?'

'হ্যাঁ। একদম অক্ষত আছে মুখটা।'

'ঠিক আছে। আমি আসছি এখনই।' রিসিভার রেখে আরও খানিক চিন্তা করল সে। মাসুদ রানার কাছে তার নাম-টেলিফোন নম্বর থাকার কথা নয়। কে তাহলে এ লোক? ঠিক আছে, আসন ছাড়তে ছাড়তে ভাবল সে, গিয়েই দেখা যাক।

হেরেনকে খুব একটা আগ্রহী মনে হলো না লাশের ব্যাপারে, অতএব একাই গাড়ি নিয়ে ছুটল অ্যারাম সাশাদ। দশ মিনিট পর থার্টিয়েথ স্ট্রীটের সিটি মর্গ পৌঁছল সে। টেবিলের ওপর দুই পা তুলে প্রবল বেগে নাচাতে নাচাতে ঘোড়দৌড়ের বুলেটিন পড়ছিল গ্যারি মারশ। অফিসারকে দেখে উঠে দাঁড়াল সে অবাক চোখে। অন্তত এত জলদি তাকে আশা করেনি সে।

'এখান থেকেও আবার ভেসে যায় কি না কোনদিকে, তাই তাড়াতাড়ি চলে এলাম,' গ্যারির ভাবনার উত্তরে বলল সাশাদ। 'কোথায়-ওটা?' যে কারণেই হোক,

মৃতকে কখনোই মৃত বা সে বা লাশ বলে না সাশাদ। বলে এটা বা ওটা।

'আসুন আমার সাথে।'

করিডর ধরে লাশ রাখার ঘরের দিকে তাকে নিয়ে চলল গ্যারি মারশ। ভেতরে ঢোকার মুখে ছোট এক টেবিলে রাখা একটা খাতা খুলল সে, নম্বর দেখল। তারপর আবার তাকাল সাশাদের দিকে। চোখে নীরব আহ্বান।

রিফ্রেজারেটেড রুমে ঢুকল ওরা। কোমর সমান উঁচু লম্বা টেবিলে শুয়ে আছে সাদা চাদর ঢাকা একটা দেহ। আস্তে করে চাদরটা নামিয়ে দিল মারশ। বুকের মাঝে বড়সড় একটা গর্ত লাশের। হেভি ক্যালিবার বুলেটের কীর্তি। পানিতে ভেসে থাকার ফলে কেমন ভীতিকর ফ্যাকাসে রং পেয়েছে দেহটা।

লাশের মুখের দিকে ভাল করে তাকাল সাশাদ। নিশ্চিত হলো যেন, বিস্মিতও হলো কিছুটা। 'গড!'

'অবাক হলেন মনে হয়?'

'হ্যাঁ।'

'চেনেন একে?'

'চিনি।'

'কে?'

'রুমানিয়ান এক ফিল্‌ম্‌ কোম্পানির গার্ড। ভারিক স্ট্রীটে এদের অফিস।'

'আপনার নেম কার্ড এর কাছে কেন?'

'এর মাঝে ওদের অফিসে ঢুঁ মারতে গিয়েছিলাম একদিন অনেক রাতে। গোপনে। দেখে ফেলে ব্যাটা, চ্যালেঞ্জ করে বসে। বাধ্য হয়ে তখন কার্ডটা দিই একে।'

'কফি?' মুখ তুলে মাসুদ রানাকে দেখল পল হ্যামন্ড। লেসলির দিকে তাকাল। 'তুমি?'

দু'জনেই মাথা ঝাঁকাল ওরা। তিন কাপ ধূমায়িত কালো কফি ঢেলে টেবিলে এসে বসল ইউ.এস.ট্রেজারি এজেন্ট। সামনে এগিয়ে দিল যার যার কাপ। নিঃশব্দে চুমুক দিল সবাই। ইস্ট নাইন্টি সেকেন্ডের এক বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র একতলা ভবনে আছে ওরা এ মুহূর্তে। সন্ধে হতে চলেছে। ভোরবেলা সেন্ট্রাল পার্ক থেকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে রানাকে, লেসলি-হ্যামন্ডের ভাষায় 'প্রোটেকশন' দেয়ার জন্যে। কিসের জন্যে 'প্রোটেকশন' তা অবশ্য এখনও বলেনি তারা কেউ।

এখনও পিস্তলটা ফেরত পায়নি মাসুদ রানা। ওটা পরে দেয়া হবে বলে জানিয়েছে পল হ্যামন্ড। এ-বাড়ি ইউ.এস. ট্রেজারি কর্তৃপক্ষের ভাড়া বাড়ি। হোস্ট এখানে হ্যামন্ড। খাতির যত্ন কম করছে না সে মাসুদ রানাকে, শুধু বাইরে বেরুতে দিচ্ছে না, এই যা অসুবিধে। বের হতে তো দিচ্ছেই না, বরং এ রুমের বাইরে দুই সশস্ত্র গার্ড-ও বসানো হয়েছে। 'প্রোটেকশন' দিচ্ছে তারা মাসুদ রানাকে। লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম কথা দিয়েছে, হাতের ঝামেলা শেষ হলেই তুলে নেয়া হবে প্রোটেকশন।

'কতক্ষণ লাগবে ঝামেলা শেষ হতে?'

'ঠিক নেই,' উত্তর দিয়েছে হ্যামন্ড। 'ট্র্যাশ-কালেকশন কমপ্লিট হলেই।'

আবার সেই ট্র্যাশ!

টেলিফোন এল। ধরল পল হ্যামন্ড, কার সঙ্গে যেন খুব দ্রুত বাক্যালাপ হলো তার। আলাপটা ট্র্যাশ সম্পর্কিত, বুঝল মাসুদ রানা। একটা নির্দেশ দু'বার উচ্চারণ করল হ্যামন্ড–শেষ ব্যাগটা উইলিয়ামসবার্গ ব্রিজ থেকে ফেলে দিতে হবে। রিসিভার রেখে মাসুদ রানার দিকে ফিরল সে। 'এত কিছু কেন ঘটছে আপনি জানেন।'

'মোটামুটি।'

'আরও কিছু জানা গেলে মন্দ হয় না, কি বলেন? অন্তত চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে গল্প করা অনেক ভাল।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা।

'আসুন তাহলে, গল্প করা যাক।' একটু ভাবল হ্যামন্ড। 'কোত্থেকে শুরু করা যায়?' 'এর বাবা,' পাশ ফিরে লেসলিকে দেখাল, 'আর্থার স্যান্ডলারের সম্পর্কেও তো জানেন নিশ্চই?'

'কিছু কিছু।' লেসলিকে দেখল মাসুদ রানা। কী যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন মেয়েটি।

'শুনুন তাহলে।' আরম্ভ করল পল হ্যামন্ড। একটার পর একটা সিগারেট টেনে চলেছে মাসুদ রানা। আগে একই কাহিনী শুনেছে পিটার হোয়াইটসাইডের মুখে, স্বভাবতই তার বক্তব্য ছিল ব্রিটিশ পক্ষ ঘেঁষা। পল হ্যামন্ডের কাহিনীও তেমনি, মার্কিন পক্ষ ঘেঁষা। শুনতে লাগল রানা।

'...তারপর ১৯৬৪ সালে হত্যা করা হলো স্যান্ডলারকে।'

মাথা দুলিয়ে বাধা দিল ও। 'তাকে নয়, আর কাউকে।'

'ঠিক, তবে আমরা তা জেনেছি অনেক পরে। আর কেউ মারা গেল। কিন্তু যেহেতু পাউন্ড জালিয়াতি থেমে গেল, ব্রিটিশরাও কানের কাছে ভনভনানি বন্ধ করে দিল, অতএব আমরাও ধরে নিলাম যে সে সত্যিই মরেছে। কিন্তু মাত্র কয়েক বছর আগে ফের নতুন করে শুরু হলো একই কাজ। জালিয়াতি। তবে এবার পাউন্ড নয়, ডলার জাল শুরু হলো। একই কায়দায়। নোটের ছাপ মুছে কাগজকে পাল্প, পাল্প থেকে ফের কাগজে রূপান্তরিত করে ছাপা হতে লাগল মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার।'

'ওদিকে, চৌষট্টিতে ব্রিটিশরা যে সঠিক লোককে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে, লন্ডন কিন্তু তা জানত। বিষয়টা ওরা অনেকবার জানিয়েছে। বলেছে, লোকটা তার মেয়ে লেসলিকে হত্যা করার জন্যে হন্যে হয়ে পড়েছে। তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওই কথা স্মরণ রেখে, যে সময় ডলার জাল হতে শুরু করল, আমরাও লাগলাম স্যান্ডলারকে খুঁজে বের করার কাজে।'

'এমন সময় ডলারের ব্যাপারটা প্রকাশ হলো,' বলল লেসলি, 'যখন পিটার হোয়াইটসাইডকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হলো চাকরি থেকে। আমার ওপর থেকে প্রোটেকশন তুলে নিল ব্রিটিশ সরকার।'

'এবং সুযোগটা লুফে নিল ওয়াশিংটন,' বলল রানা।

হেসে উঠল পল হ্যামন্ড। 'ঠিক।'

'আমার লেখাপড়া তখন মাঝপথে, জীবনের বিন্দুমাত্র নিশ্চয়তা নেই, কাজেই বাধ্য হয়েই ওয়াশিংটনের সাহায্যের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাই আমি,' লেসলি বলল। 'প্রতিজ্ঞা করি, যে ভাবেই হোক আর্থার স্যান্ডলারকে খুঁজে বের করবই। নিজ হাতে হত্যা করব তাকে আমি। কারণ, দু'দু'বার তার হাতে মরতে মরতে বেঁচে গেছি আমি। স্যান্ডলারকে মৃত না দেখা পর্যন্ত বিশ্রাম না নেয়ার শপথ নেই আমি সে সময়ে।'

'সে যা হোক,' বলল হ্যামন্ড। 'ব্যাপারটা নিয়ে উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলসের সঙ্গে বহুবার যোগাযোগ করি আমি। আর্থার সম্পর্কে সে কিছু জানে কি না, জানার চেষ্টা করি। আফটার অল সে ছিল স্যান্ডলারের রিক্রুটার। কিন্তু মানুষটা আমাদের কোন সাহায্যই করল না। বলে দিল আমি ওর ব্যাপারে যা জানি, তা হচ্ছে সে নিহত হয়েছে। আমরা বুঝে গেলাম, সে আসলে আমাদের আর সাহায্য করবে না। হলোও তাই।'

'আর্থার ভেবে যাকে হত্যা করা হয়, কবর খুঁড়ে তার মৃতদেহ পরীক্ষা করলে লোকটা আসলে কে ছিল জানা যেত।' মন্তব্যের সুরে বলল মাসুদ রানা।

'সম্ভব ছিল না,' মাথা দোলাল পল হ্যামন্ড। 'নিজের মৃতদেহ দাহ করার ইচ্ছে ছিল স্যান্ডলারের। অতএব তাই করা হয়। মৃতদেহ সনাক্ত করার সবচে' সহজ উপায় হচ্ছে তার ডেন্টাল চার্ট পরীক্ষা করা। বুঝতেই পারছেন।'

'এখন তাহলে কি দাঁড়াল?' বলল মাসুদ রানা।

'নতুন করে কিছু দাঁড়ায়নি। আগের সিদ্ধান্তই বহাল আছে। স্যাণ্ডলার মরেনি, বেঁচে আছে সে। এবং ডলার জাল করার নোংরা কাজ এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। রুমানিয়ান এক ফিলম কোম্পানির ফিলম ক্যানে ভরে আটলান্টিকের ওপারে নিয়মিত পাচার করছে সে কাউন্টারফেইট ডলার। পরে আবার নানান হাতে ঘুরে ফিরে এদেশেই ফিরে আসছে তা, আমাদের অর্থনীতির গোড়ার মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে আলগা করে চলেছে। রোটা ফিলমসের প্রায় প্রত্যেকে কেজিবি অপারেটিভ। জ্যাকবাস তাদের একজন। এবং ওরা আপনাকে মৃত দেখতে চায়।'

ভুল হয়ে গেছে, ভাবছে মাসুদ রানা। শওকত-ইউনুসের তদন্তের বিষয়টাকে আরও গুরুত্ব দেয়া উচিত ছিল ওর। এসব তথ্য তাহলে ও নিজেই খুঁজে বের করতে পারত।

'জ্যাকবাস আর তার দুই সঙ্গী অপেক্ষায় ছিল সঠিক মুহূর্তের,' বলল হ্যামন্ড। 'আপনাকে হত্যা করার চেষ্টাও করেছে ওরা। কিন্তু দুর্ভাগ্য, পারেনি।'

সে রাতের কথা ভাবল মাসুদ রানা, যে রাতে আগুন লাগে রানা এজেন্সিতে। ওকে সশরীরে অফিসে পৌঁছতে দেখে বেশ বিস্মিত হয়েছিল জ্যাকবাস, মনে আছে ওর। চেহারা দেখে মনে হয়েছে যেন সে রানাকে ওই সময়ে আশা করেনি। অথচ সে-ই তাকে টেলিফোনে অফিসে আগুন লাগার খবর দিয়েছিল।

'এ সব তোমার অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে,' বলল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'কিন্তু এটাই সত্যি। জ্যাকবাসই আগুন লাগিয়েছে তোমার অফিসে। ওই সময়ে একমাত্র সে-ই ছিল অফিসে। এবং আগুন যে টাইমিং ফিউজের সাহায্যে লাগানো

হয়, সে তো তুমিও জানো।'

'আগুনটা আসলে লাগায় সে শুধুই আপনাকে বাসা থেকে বের করার জন্যে,' বলল পল হ্যামন্ড। সিগারেট ধরাল সে। 'এর পিছনে আর কোন কারণ ছিল না। বের হলেই,' আঙুল দিয়ে গলায় ছুরি চালানোর ভঙ্গি করল সে।

'তাহলে ড্যানিয়েলস যে ফাইল গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন, সেটা উধাও হওয়ার ব্যাখ্যাটা কি?' অন্যমনস্কের মত প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

চোখাচোখি হলো লেসলি ও হ্যামন্ডের। দু'জনেই হাসল ওরা। হ্যামন্ড বলল, 'ওটা বহু আগে থেকেই আমার হেফাজতে আছে।'

'হোয়াট!'

'হ্যাঁ। যেদিন ড্যানিয়েলস মারা যায়, তার কদিন পর আমিই চুরি করেছি ওটা আপনার অফিস থেকে। আপনি তখন ছিলেন না।'

'কিন্তু...?'

'ভেবেছিলাম ওর মধ্যে বোধহয় আর্থার স্যান্ডলারের বর্তমান পরিচয়, অবস্থান ইত্যাদি পাওয়া যাবে। তাই সরিয়েছিলাম ওটা। কিন্তু তেমন কিছু ছিল না ওতে।'

অপলক হ্যামন্ডকে দেখছে মাসুদ রানা। 'কি ছিল তাহলে?'

'স্রেফ একগাদা সাদা কাগজ আর আপনাকে লেখা একটা চিঠি। তাতেও তেমন কিছু ছিল না। খামে কাগজ ভরে দিয়েছিল যাতে আপনি ওজন দেখে ভাবেন সত্যিই বুঝি দলিল ওগুলো। আসলে ফক্কা।'

'চিঠিটা কোথায়?' কঠোর হয়ে উঠল রানার চাউনি।

'আছে। দেব আপনাকে।' একটু বিরতি। 'ওতে যা আছে এতদিনে তা আপনি জেনে গেছেন।'

'আরেকটু খুলে বলুন,' লেসলি বলল হ্যামন্ডকে। 'ওর বুঝতে সুবিধে হবে।'

'ঠিক আছে। বলছি।' উপচে ওঠা অ্যাশট্রেতে সিগারেট জোর করে গুঁজে দিল ট্রেজারি এজেন্ট। সোজা হয়ে বসল। 'চিঠির মোদ্দা বক্তব্য ছিল, সারাজীবন আমি অসংখ্য পাপ করেছি। তাই আমার ইচ্ছে, মরার আগে একটা ভাল কাজ করে যাওয়া। লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম সত্যি সত্যি আর্থার স্যান্ডলারের মেয়ে। কিন্তু সেটা আইনের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার মত পর্যাপ্ত ডকুমেন্টস নেই। আপনাকে খেটেপিটে সেটা প্রমাণ করার অনুরোধ জানিয়েছিল ড্যানিয়েলস ওই চিঠিতে।'

'প্রমাণ-ই নেই যার, তাকে কি করে সত্যি বলে প্রমাণ করব আমি?'

'ঠিক যে ভাবে এতদিন করে এসেছেন, প্রায় প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন সে সত্য।'

'বুঝলাম না।' নড়েচড়ে বসল মাসুদ রানা।

'সে অনুরোধ করেছিল আপনাকে, তার মৃত্যুর পর যেন ওই খাম খোলেন আপনি, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'খুললে কেবল চিঠিটাই পেতেন আপনি।'

'তারপর?'

'ওতে ছিল, লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম আপনার সাথে যোগাযোগ করলে আপনি

প্রথমেই ওর কাছ থেকে ওর জীবনী শুনবেন। তারপর দেখা করবেন তার পুরানো পার্টনার জেঙ্গারের সাথে। এই দু'জনের সাথে কথা বললেই আপনি আরও কিছু সূত্র হাতে পেয়ে যাবেন, এবং মাথা খাটিয়ে সে-সব সূত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন। ইন ফ্যাক্ট, ড্যানিয়েলসের চিঠিটা না পড়লেও আপনি কিন্তু এতদিন ঠিক তার নির্দেশিত পথেই এগোচ্ছিলেন, মিস্টার মাসুদ রানা। আপনার রেপুটেশন সম্পর্কে খুব ভাল জ্ঞান ছিল ড্যানিয়েলসের। যে কারণে এমন একটা দায়িত্ব সে আপনাকে দিয়ে গিয়েছিল।

'তার বিশ্বাস ছিল জেঙ্গার আর লেসলির দেয়া সূত্র ধরে এগোলে আপনি পিটার হোয়াটসাইড, লেসলির পালক পিতা জর্জ ম্যাকঅ্যাডাম, এদের খোঁজ পাবেন, এদের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবেন, একটু একটু করে সত্য জানতে পারবেন। এতে আরও একটা কাজ হবে বলে আশা ছিল তার, দীর্ঘদিন ধরে চাপা পড়ে থাকা স্যান্ডলার অধ্যায় নড়েচড়ে উঠবে, আলোয় বেরিয়ে আসবে পিটার, জর্জ। তখন সত্যটা প্রতিষ্ঠিত করা সহজ হবে আপনার জন্যে। দেখুন, হয়েছেও তাই। পুরোটা না হলেও সিদ্ধান্তের অনেক কাছে পৌঁছে গেছেন আপনি। আপনার ঢিল জায়গামতই পড়েছে, যে কারণে দেশ ছেড়ে ছুটে আসতে বাধ্য হয়েছে পিটার।

'আর হ্যাঁ, দলিলের কথা বলে খামে কাগজ ভরে দেয়ার জন্যে ড্যানিয়েলস ক্ষমা প্রার্থনা করেছে আপনার কাছে। তার ভয় ছিল, ওইটুকু ছলনার আশ্রয় না নিলে আপনি হয়তো তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতেন। আর···আরেকটা কথা, ড্যানিয়েলসের বিশ্বাস, যদি চোখ-কান খোলা রাখেন, এক সময় স্যান্ডলারকে আপনি নিজেই খুঁজে বের করতে পারবেন। আমাদের আশেপাশেই আছে সে। আই মীন, আপনার আশেপাশে।'

দীর্ঘ নীরবতা। গভীর চিন্তায় ডুবে আছে মাসুদ রানা। হ্যামন্ডের শেষ কথাটা ভাবনার ঘূর্ণিতে ফেলে দিয়েছে ওকে।

'ভদ্রলোক আমার সাথে যোগাযোগ করেছেন, আমাকে খামটা দিয়ে গেছেন, আপনারা জানেন কি ভাবে?' অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল ও।

'আর্থারকে ট্রেস করার ব্যাপারে আমাদের অনুরোধ পাশ কাটিয়ে যাওয়ার পর থেকেই লোকটার ওপর কড়া নজর রাখতে শুরু করি আমরা।'

'তো?'

'আগে থেকেই ড্যানিয়েলসের ফোন ট্যাপ করা হচ্ছিল। সে যখন টেলিফোনে আপনার সাথে "খুব জরুরী" বিষয়ে আলোচনার জন্যে অ্যাপয়েনমেন্ট চাইল, তখনই···।' থেমে গেল পল হ্যামন্ড।

'তখনই কি?' চোখ কোঁচকাল মাসুদ রানা।

'আপনার অফিসে লিসনিং ডিভাইস প্ল্যান্ট করি আমি।'

তাজ্জব হয়ে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল ট্রেজারি এজেন্ট। 'ওটার সাহায্যে আপনাদের দু'জনের সমস্ত আলোচনা শুনি আমি।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'সরি। এর যে প্রয়োজন ছিল আশা করি আপনি তা অস্বীকার করবেন না।'

আবার নীরবতা।

'ড্যানিয়েলসের চিঠিটা তো আপনার কাছেই ছিল,' বলল মাসুদ রানা। 'আপনি নিজেই কেন কাজটা করলেন না?'

'নিজের অস্তিত্ব ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল, তাই। এখনও তা করতে পারি না আমি। আমি আসলে ডীপ কভার এজেন্ট, মিস্টার রানা।'

'তাহলে জ্যাকবাস...'

'ও জানত সত্যিই বুঝি ওই খামে এমন কিছু অকাট্য তথ্য-প্রমাণ ছিল যা আর্থার স্যান্ডলারের পরিচয় ফাঁস করে দেবে। তাই সম্ভবত ওটা আমার মত সে-ও লোপাট করতে চেয়েছিল। কিন্তু যখন ফাইলটা খুঁজে পেল না, তখন ও ধরে নেয় ওটা আপনি খুলেছেন। ভেতরে কি আছে জানা হয়ে গেছে আপনার। অতএব, আপনি যাতে সময় হলেই মুখ খোলার সুযোগ না পান সে জন্যে আপনাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে জ্যাকবাস। একটা ব্যাপার নিশ্চই মনে আছে আপনার, ড্যানিয়েলস আপনার সাথে যোগাযোগ করে যাওয়ার পর আপনার এজেন্সিতে চাকরি নেয় লোকটা?'

আনমনে ইতিবাচক মাথা দোলাল রানা। ঠিকই বলেছে হ্যামন্ড।

'তাহলেই বুঝুন। শুধু আমরাই নয়, কেজিবি-ও নিশ্চই ট্যাপ করেছিল অ্যাটর্নির টেলিফোন। এবং অবশ্যই ওরাও আপনার অফিসে ছারপোকা প্ল্যান্ট করেছিল। সব জেনেশুনেই এসেছিল সে।'

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল মাসুদ রানা। এত বড় এক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র দীর্ঘ ছয় বছর ধরে ওকে ঘিরেই আবর্তিত হয়ে আসছে, অথচ রানা তার বিন্দু-বিসর্গও জানে না! কোন ধারণা পর্যন্ত ছিল না এ সম্পর্কে!

'বলতে চাইছেন লেসলিকে সাহায্য করার কাজে আমি ছাড়া যোগ্য আর কাউকে খুঁজে পাননি উইলিয়াম ড্যানিয়েলস?'

আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত তুলল লোকটা। 'আমি জানি না। এ প্রশ্নের উত্তর সেই ভাল দিতে পারত, মিস্টার রানা।'

হ্যামন্ডের আরেকটা মন্তব্য মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগল ও। চোখ কান খোলা রাখলে এক সময় ও নিজেই সনাক্ত করতে পারবে আর্থার স্যান্ডলারকে? ওর আশেপাশেই আছে সে? বিষয়টা নিয়ে একটু মাথা খাটানো প্রয়োজন। 'আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছেন আপনারা?' প্রশ্ন করল ও। 'কেন আটকে রেখেছেন?'

'আটকে রেখেছি কথাটা ঠিক নয়, মিস্টার রানা। বরং কিছু সময়ের জন্যে সবার চোখের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছি বলতে পারেন। যে-কোন মুহূর্তে একটা ফোন কল আশা করছি আমি। ওটা এলেই স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারবেন আপনি। কেউ বাধা দেবে না। আমি আপনার ক্ষমতাকে ছোট করে দেখছি ভাববেন না। আমি জানি এর চেয়ে অনেকগুণ কঠিন সমস্যাও সমাধান করতে পারেন আপনি। অতীতে বহুবার করেছেন। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ আলাদা কেস। আপনি জানেনই না কি চলছে আপনার চারদিকে। আর, যেহেতু আপনি আমাদের কাছে এ মুহূর্তে মহামূল্যবান, তাই কোনরকম ঝুঁকিতে আমরা যেতে চাই না বলেই এখানে নিয়ে

এসেছি আপনাকে।'

মনে মনে নিজেকে ধুমসে অভিসম্পাত করছে মাসুদ রানা। হ্যামন্ড ঠিকই বলেছে, এত কিছুর কেন্দ্র ও স্বয়ং, অথচ সে-সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না রানার এতদিন। শওকতের সতর্কবাণীকে খুব একটা পাত্তা দেয়নি রানা, এবং সেটা হয়েছে মারাত্মক ভুল। মহা অন্যায় করে ফেলেছে মাসুদ রানা। এ ভাবে হেলাফেলা করা উচিত হয়নি ওর বিষয়টা। সত্যিই তো, যে-কোন মুহূর্তে ওর যা-খুশি তাই ঘটে যেতে পারত।

টেলিফোনের আওয়াজে সচকিত হলো মাসুদ রানা। একবার রিং হতেই রিসিভার তুলল ট্রেজারি এজেন্ট। নীরবে ও প্রান্তের বক্তব্য শুনল সে, তারপর 'গুড,' বলে বিচ্ছিন্ন করে দিল সংযোগ। হাসিমুখে রানার দিকে তাকাল। 'ইচ্ছে করলে এখনই আপনি চলে যেতে পারেন, মিস্টার রানা,' বলল সে। 'ঝামেলা শেষ।'

কিন্তু নড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না ওর মধ্যে। আরেক ধ্যানে ডুবে আছে। অনেকক্ষণ পর চোখ তুলল রানা, হ্যামন্ডের উদ্দেশে বলল, 'স্যান্ডলার ম্যানসনে ঢুকতে চাই আমি। অবশ্যই সবার অলক্ষে। ব্যবস্থা করতে পারেন?'

'পারি। কি করবেন ঢুকে?' নাকের পাশ চুলকাল সে।

'জানি না। হয়তো দেখব, হয়তো কিছু খুঁজব।'

'খুঁজবেন? কি খুঁজবেন?'

'তাও জানি না।'

কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে থাকল দু'জনেই। তারপর মাথা ঝাঁকাল ট্রেজারি এজেন্ট। 'ঠিক আছে। আয়োজন পাকা করে খবর দেব আমি আপনাকে।'

চার

গভীর রাত। লেক্সিংটন সাবওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের কিনারায়, টানেল প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা, লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম ও পল হ্যামন্ড। ওদের চার হাত নিচে দিয়ে বয়ে গেছে রেললাইন। যাত্রীদের তেমন একটা ভিড় নেই স্টেশনে। বাঁ দিকে তাকাল রানা, আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেন টানেলের হাঁ করা মুখের দিকে। ও মাথায় পাশাপাশি দুটো জোরাল হেডলাইট দেখা গেল, ট্রেন আসছে।

ইউনিফর্ম পরা এক ট্রানজিট পেট্রলম্যান পাশ ঘেঁষে যাওয়ার সময় বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ওদের তিনজনকে দেখল এক নজর। এখানে যাত্রীদের দাঁড়িয়ে থাকার কথা নয়। কিন্তু তবু কিছু জিজ্ঞেস করল না লোকটা। চলে গেল ধীর পায়ে।

টানেল থেকে বেরিয়ে এল ট্রেন। ওদের ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সাবওয়ের বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রিত দরজা খুলে গেল ঝটপট। যাত্রী-পোর্টার সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল রীতিমত। চট করে এদিক-ওদিক দেখে নিল হ্যামন্ড, তারপর রানার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল। 'জাম্প!' প্রায় একযোগে ঝুপ করে লাফিয়ে নামল ওরা লাইনের ওপর। হ্যামন্ডকে অনুসরণ করে

সামনে ঝুঁকে ছুটল টানেলের দিকে। গজ পঞ্চাশেক মত ভেতরদিকে এগিয়ে থামল পথ প্রদর্শক, ঘুরে অনুসরণকারীদের দিকে তাকাল।

তার প্রায় ঘাড়ের ওপর রয়েছে মাসুদ রানা। ওর পিছনে লেসলি। বেশ খানিকটা পিছনে পড়ে গেছে মেয়েটি। 'জলদি এসো!' তাড়া লাগাল হ্যামন্ড।

আবার ছুটল ওরা। উত্তরদিকে এগোচ্ছে, এইটি সিক্সথ স্ট্রীটের দিকে। পুরো দুই ব্লক পথ পেরিয়ে এসে আবার থামল হ্যামন্ড। ওদের পিছনে, উল্টোদিকে আরেক জোড়া হেডলাইট দেখা দিয়েছে। ট্রেন আসছে আবার। ডানের দেয়ালে কয়েকজন দাঁড়ানোর মত চৌকো একটা বুদ দেখাল সে। 'ওটার মধ্যে দাঁড়াই চলুন।'

নেমে পড়ল ওরা লাইন ছেড়ে। ঢুকে পড়ল বুদে। ট্র্যাক কর্মীদের জন্যে তৈরি এসব বুদ, কাজ করার সময় গাড়ি এসে পড়লে এর মধ্যে আশ্রয় নেয় তারা। বৃদ্ধ টানেলে বিকট আওয়াজ তুলে ছুটে আসছে সাবওয়ে। বাতাসের তোড়ে চোখমুখ জোর করে টিপে বুজে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। হুশ করে বেরিয়ে গেল দীর্ঘ গাড়িটা, ওটার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে সামনের এইটি সিক্সথ স্ট্রীট স্টেশন। বুদ ছেড়ে আবার পা চালাল ওরা। হেঁটে এগোল এবার।

এইটি নাইনথ স্ট্রীটের সামান্য আগে ডানের এক সাইড করিডরে ঢুকে পড়ল হ্যামন্ড। ওভারকোটের পকেট থেকে একটা ফ্ল্যাশলাইট বের করে সামনে আলো ফেলল। ঢালু হয়ে ধীরে ধীরে উঠে গেছে প্যাসেজটা। ভীষণরকম নোংরা। বিশ্রী গন্ধ বাতাসে। প্রস্রাবের ঝাঁঝে চোখে পানি এসে গেল ওদের সবার।

'সহ্য করে নিন কষ্ট করে,' বলে উঠল হ্যামন্ড। 'আমরা সুয়্যার লাইনের ওপরে আছি এ মুহূর্তে।'

'তাও ভাল,' স্বস্তির সুরে বলল মাসুদ রানা। 'ওর মধ্যে নিয়ে ফেলেননি।'

ঢাল পেরিয়ে উঠে এল ওরা, তারপর আচমকা খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল। সামনেই স্যান্ডলার ম্যানসনের পিছন দিকের উঁচু দেয়াল। অযত্ন অবহেলার ফলে বেড়ে ওঠা ঝোপঝাড়ে প্রায় জঙ্গল হয়ে গেছে জায়গাটা।

দেয়ালের গায়ে বড়সড় একটা গর্ত। তার দু'পাশে নিউ ইয়র্ক সিটি মেট্রোপলিটান ট্রানজিট অথরিটির নীল ইউনিফর্ম পরা দুই লোক দাঁড়িয়ে। হ্যামন্ডের উদ্দেশে নড করল লোক দুটো। গর্তটা দেখল মাসুদ রানা, উবু হয়ে একজন ঢোকার জন্যে যথেষ্ট। ফাঁক দিয়ে আলো আসছে ভেতর থেকে, ব্যাটারিচালিত ল্যান্টার্নের আলো। ভেতরে আরও লোক আছে সম্ভবত। গর্তটা দেখাল ওকে হ্যামন্ড। 'চলুন।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকে দেখল মাসুদ রানা।

'না, আমি এখনও ঢুকিনি ভেতরে। এরা ছাড়া আর কেউ ঢোকেনি এখনও.' ইঙ্গিতে নীল ইউনিফর্ম দেখাল লোকটা। 'আপনি গাইড করবেন, সেই অপেক্ষায় আছি। চলুন, প্লীজ।'

তখনই নড়ল না মাসুদ রানা। ভাল করে দেয়ালের গর্তটা দেখল। কম করেও চার ফুট চওড়া হবে দেয়ালটা। ভেতরে স্যান্ডলার ম্যানসনের প্যানট্রির দেয়াল দেখা যায়, বড় দুটো ল্যান্টার্ন মাটিতে রাখা আছে ওখানে। অ্যাডলফ

জেঙ্গারের কথা ভাবল মাসুদ রানা। বহু বছর আগে, যখন এ শহরের শীর্ষস্থানীয় আইনজীবীদের মধ্যেও সেরা বলে নাম ডাক ছিল তার আর উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলসের, এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েই আচমকা অবসর গ্রহণের কথা ঘোষণা করেছিল লোকটি। ড্যানিয়েলসের শত অনুরোধও তাকে তার সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারেনি।

'মিস্টার রানা!'

'হ্যাঁ, চলুন।'

'আলোটা নিন।' মাটি থেকে একটা হেভি ডিউটি ল্যান্টার্ন ওর হাতে তুলে দিল পল হ্যামন্ড। 'লেসলি, তুমি নাও এটা।'

দুই ইউনিফর্ম ঢুকল আগে, পিছনে ওরা। হ্যামন্ড আগে আগে গিয়ে প্যানট্রির কাছে দাঁড়াল। এখানে আছে আরও দুই ইউনিফর্ম। একটা খোলা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে এ দু'জন। জানালা গলে টপাটপ ম্যানসনের ভেতরে ঢুকে পড়ল সবাই। রানা সাহায্য করল লেসলিকে। এদের দু'জনের ওপর খুব রেগে ছিল ও, যখন জানা গেল ড্যানিয়েলসের রেখে যাওয়া খাম এরাই সরিয়েছে। সেই সঙ্গে আরও কিছু অপকর্ম ঘটেছে এদের দ্বারা।

পরে অবশ্য মেনে নিয়েছে রানা ব্যাপারটা। যা-ই করেছে ওরা, ভেবে দেখেছে মাসুদ রানা, একজন করেছে প্রাণের দায়ে, অপরজন দেশের স্বার্থে। এ নিয়ে রাগ পুষে রাখা অনর্থক। এ জাতীয় অপকর্ম রানাকেও হরদম করতে হয়। ও যদি এ সবে সফল হতে পারে, অন্যের হতে দোষ কোথায়? নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছে মাসুদ রানা। তারপরও অবশ্য কিছুটা খুঁতখুঁতি রয়েই গেছে মনে। হাজার হোক, কে-ই বা বেকুব বনতে চায়? ব্যাপারটা এখনও থেকে থেকে খোঁচাচ্ছে।

ভেতরে পা রাখতেই কেমন এক অনুভূতি হলো মাসুদ রানার। বর্তমান থেকে হঠাৎ যেন কয়েক দশক পিছিয়ে এসেছে ও, এখানকার বাতাসে অতীতের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কেমন পুরানো পুরানো বাতাস যেন, বাইরের মত তাজা নয়। চার দেয়ালে সাঁটা ওয়ালপেপার এক কালে যে খুব দামী ছিল, ঝলমলে ছিল, দেখলেই বোঝা যায়। এখন ফ্যাকাসে, যৌবন হারিয়ে মিইয়ে পড়েছে। হলদেটে হয়ে গেছে রং। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মূল্যবান কাঠের তৈরি প্রচুর ভারি আসবাব, সব ধুলোয় একাকার। মেঝে পর্যন্ত ঝুলানো পুরু ভেলভেটের পর্দা ফেঁসে গেছে কোথাও কোথাও। জমাট ধুলোর স্তরের নিচে হারিয়ে গেছে ওর আসল রং।

লেসলি পাশ থেকে মুঠো করে ধরল রানার কবজি। ঘন ঘন ঢোক গিলছে। কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে চারদিকে। খুব দ্রুত নড়ছে তার চোখের মণি। কবজি ছাড়িয়ে নিয়ে ওর হাত ধরল মাসুদ রানা। আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে মৃদু চাপ দিল।

এককালের মহামূল্য কার্পেটের ছাল-চামড়া বর্তমানে প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই দেখা গেল। তার এক জায়গায় একটা জায়গা অনেকটা পায়ে চলা মেঠো পথের মত লাগছে। নিশ্চয়ই ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলারের আসা-যাওয়ার পথ ছিল এটা। ঘুরে ঘুরে নিচতলাটা দেখতে লাগল ওরা। সব ঘরের অবস্থাই এক। দামী দামী নকশা করা ভিক্টোরিয়ান ডিজাইনের ফার্নিচারে ঠাসা। তার ওপর এক ইঞ্চি পুরু ধুলো

একটা টেবিলের ওপর প্রাচীন একটা ঘড়ি দেখল ওরা। সাড়ে দশটায় বন্ধ হয়ে আছে। কবে হয়েছে, কোন কালে, দিনে না রাতে কে জানে? প্রায় প্রতিটি রুমেই একটা করে বিশাল আয়না বসানো ড্রেসিং টেবিল আছে। চেহারা দেখার উপায় নেই ওর একটাতেও। সর্বত্র প্রাচীন একটা গন্ধ বিরাজ করছে। পরিবেশটাও বাইরের তুলনায় বেশ ঠাণ্ডা।

'কিছু খুঁজবেন বলছিলেন আপনি, মিস্টার মাসুদ রানা।' থেমে দাঁড়াল হ্যামন্ড।

'আগে সবটা দেখা হোক,' অন্যমনস্ক গলায় বলল ও।

'কি খুঁজবেন? নির্দিষ্ট কিছু?'

'বলতে পারছি না। চোখে পড়লে বুঝতে পারব।'

'ও।' হতাশ হলো যেন লোকটা। 'তাহলে চলুন ওপর থেকে ঘুরে আসি।'

'না, আগে নিচতলা। তারপর বেজমেন্ট।'

মাথা দোলাল ট্রেজারি এজেন্ট। ম্যানসনের মূল ফ্লোর হচ্ছে ফার্স্ট ফ্লোর, ব্যাখ্যা করল সে, স্ট্রীট লেভেলের ওপরে। আর এখন যে ফ্লোরে আছে ওরা, গ্রাউণ্ড ফ্লোর, সাইডওয়াক লেভেল থেকে অনেক নিচু। এর নিচে বেজমেন্ট। 'বেজমেন্ট কেন?' যেন হঠাৎ খেয়াল হলো, এমনভাবে প্রশ্ন করল সে।

'আমার ধারণা ওখানেই ভিক্টোরিয়ার মৃত অ্যাভিদের কঙ্কালগুলো পাওয়া যাবে,' গম্ভীর গলায় উত্তর দিল মাসুদ রানা।

'ওসব দিয়ে কি করবে?' প্রশ্ন করল তাজ্জব লেসলি।

'নেড়েচেড়ে দেখব।'

'এ মা!' শিউরে উঠল মেয়েটি।

হ্যামন্ড এমন চোখে তাকাল ওর দিকে, যেন বলতে চায়, এমন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এ ধরনের ঠাট্টা করা ঠিক নয়। একটু পর ওদের থেকে আলাদা হয়ে গেল সে, ওপরের বাকি চার ফ্লোর ঘুরে দেখতে গেছে। লেসলি থেকে গেল রানার সাথে। ঘুরতে ঘুরতে বড় এক লাইব্রেরি রুমে এসে দাঁড়াল ওরা। তিন দেয়াল জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু উঁচু বুক কেস। শূন্য সব। একটা বইও নেই। আরেকবার মেয়েটিকে শিউরে উঠতে দেখে তাকাল মাসুদ রানা। 'ভয় লাগে?'

'ঠিক ভয় না, রানা। কেমন যেন লাগছে, তোমাকে বোঝাতে পারব না।'

'আগে কখনও এসেছ এখানে?'

'পাগল নাকি? কি করে আসব?' একটু থামল সে। 'তবে এ বাড়ির আর্কিটেকচারাল ডিজাইন দেখেছি আমি। কোথায় কি আছে মোটামুটি জানি।'

'গুড। বেজমেন্টের রাস্তা দেখাও তাহলে।'

'এসো।' যার যার লণ্ঠন উঁচু করে ধরে এগোল ওরা।

প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ধুলো মেখে, পিছনে ধোঁয়াটে মেঘ রেখে বেজমেন্টে নামার সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। সরু কাঠের সিঁড়ি। অবস্থা খুব একটা সুবিধেজনক নয়। আল্লার নাম নিয়ে এক পা রাখল ও ধাপে। এমন ভাবে কাৎরে উঠল সিঁড়ি যে চমকে উঠল রানা। ভয় হলো এখনই বুঝি ভেঙে পড়বে। কিন্তু পড়ল না শেষ পর্যন্ত। একজন একজন করে নেমে গেল ওরা প্রচুর সময় ব্যয় করে।

আলো উঁচু করে তাকাল চারদিক। হালকা ধুলোর এক চাদর, আর মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত উঁচু মাকড়সার জালের কারণে বেশি কিছু দেখার উপায় নেই। লণ্ঠনের আলোয় ওদের বড় বড় ছায়া ক্যারিক্যাচার দেখাচ্ছে যেন দেয়ালে দেয়ালে। এগোল ওরা অনিশ্চিত পায়ে, সর্বত্র ছড়ানো-ছিটানো স্যান্ডলার পরিবারের দুই পুরুষের ব্যবহৃত হাজারো জিনিসপত্রের মাঝ দিয়ে। ডান হাতে একটা লম্বা পর্দার স্ট্যান্ড তুলে নিয়েছে লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম, ওটা দিয়ে মাকড়সার জাল ছিঁড়ে ছিঁড়ে পরিষ্কার করছে রাস্তা।

দেয়ালে বড় বড় কয়েকটা পোর্ট্রেট দেখে এগোল মাসুদ রানা। আলো উঁচু করে দেখল ওগুলো। জার্মান মেয়ে-পুরুষের পোর্ট্রেট, অনেক পুরানো। খুব সম্ভব অষ্টাদশ শতাব্দীর। নিশ্চয়ই স্যান্ডলার ওরফে কিন্ডার পরিবারের পূর্ব-পুরুষ-নারী এরা। বিস্মৃত ইতিহাসের পাত্র-পাত্রী। প্রাচীন ইতিহাসের।

রুমের অন্য প্রান্তে কেমন খসখস আওয়াজ উঠল। অন্ধকারে জ্বলে উঠল এক জোড়া লাল চোখ।

'রানা!' আঁতকে উঠল লেসলি।

তার আগেই চরকির মত ঘুরে দাঁড়িয়েছে ও। হাতে বেরিয়ে এসেছে ওয়ালথার। ওর লণ্ঠনের আলোয় মোটামুটি দৃশ্যমান হয়ে উঠল নির্দিষ্ট প্রান্ত। আওয়াজের উৎসটা চোখে পড়ল ওদের। প্রায় বেড়াল সাইজের বিশাল এক ধেড়ে ইঁদুর, একটা বড় স্টীমার ট্রাঙ্কের ওপর বসে কৌতূহলী চোখে ওদের দেখছে। ট্রাঙ্কের গায়ে ইংরেজিতে লেখা ভিলমহেলম ফন ড্রেইসেন স্যান্ডলার। ১৮৬১।

মানুষ দেখেও ধেড়েটা বিন্দুমাত্র ঘাবড়েছে বলে মনে হলো না। গ্যাঁট হয়ে বসে আছে একভাবে। নিজের সাম্রাজ্যে ওদের অনুপ্রবেশ পছন্দ করছে না হয়তো ওটা। 'ওফ!' ফোঁস করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল মেয়েটি। 'কী যে ভয় পেয়েছিলাম!'

মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ করল মাসুদ রানা। খুব একটা গুরুত্ব দিল না ইঁদুরটা, তবে পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ওদের দুজনকে দেখল ভাল করে। নাক চুলকাল। তারপর হেলেদুলে নেমে পড়ল ট্রাঙ্ক থেকে, গায়েব হয়ে গেল। আবার পা চালাল ওরা। সামনের দিকে এখন তেমন নজর দিচ্ছে না লেসলি, থেকে থেকে নিজের পায়ের চারদিকে তাকাচ্ছে। সামনে একটা প্যাসেজওয়ে চোখে পড়তে থেমে দাঁড়াল মাসুদ রানা। 'কি ওটা?' প্যাসেজের ও প্রান্তে আরেকটা রুমও দেখা যাচ্ছে।

'কি জানি!' আনমনে বলল লেসলি। 'ঠিক মনে করতে পারছি না।'

'ফার্নেস রুম নয় তো?'

'না। ফার্নেস রুম আমরা যে সিঁড়ি দিয়ে নেমেছি, তার পিছনে।'

'চলো দেখা যাক।' এগোল মাসুদ রানা। জোর পায়ে ওর পাশে চলে এল লেসলি। প্যাসেজ পেরিয়ে রুমটার খোলা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল ও। 'আমি আগে যাই। তুমি পিছনে থাকো।'

'আচ্ছা,' মাথা দোলাল মেয়েটি।

ঢুকে পড়ল রানা রুমে। পিছন থেকে ওর এক হাত মুঠো করে ধরে রেখেছে লেসলি। গায়ে গায়ে ঘেঁষে এগোচ্ছে। দম ফেলছে কাঁপা কাঁপা। মনে মনে হাসল

মাসুদ রানা। কে বলবে এ মেয়ে কয়েকদিনের ব্যবধানে দু'দুটো খুন করেছে? কিসের ভয় করছে লেসলি? অশরীরী কিছুর? নিজের পূর্ব পুরুষদের প্রেতাত্মার মুখোমুখি হতে হয় কি না, সেই ভয়?

রুমটা বড়সড় এক মুসোলিয়াম–সমাধিক্ষেত্র। বেশ জাঁকাল ছিল এক সময় বুঝতে অসুবিধে হয় না। পিতলের তৈরি বেশ কয়েকটা ফলক আছে সরাসরি ওদের উল্টোদিকের দেয়ালে। কিছু লেখা আছে ওগুলোয় কালো অক্ষরে, এখান থেকে বোঝা যায় না। কোন আসবাব নেই এ ঘরে।

'কি ওগুলো?' চিন্তিত গলায় প্রশ্ন করল লেসলি। 'ওই বেদীটা কিসের?' বলতে বলতে রানাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল কয়েক পা। ভয় ভুলে গেছে।

রানাও এগোল। কাছে গিয়ে বুঝল পিতলের নয়, ফলকগুলো সোনার তৈরি। ওগুলোর সামনে মেঝেতে ছোট একটা বেদী, হাঁটু সমান উঁচু। তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু মোমবাতি। কোনটা সম্পূর্ণ পোড়া, কোনটা আধপোড়া। আর আছে কিছু শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া ফুলের তোড়া। কত বছর আগের ফুল অনুমান করতেও ব্যর্থ হলো রানা। কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের পরিত্যক্ত এক মন্দিরে এসে দাঁড়িয়েছে যেন ওরা। বিগ্রহ নেই, পূজারী নেই, পড়ে আছে শুধু নৈবেদ্য। ওর পাশে কুকুরের একটা ব্রোঞ্জ প্রতিমূর্তিও আছে।

লণ্ঠন উঁচু করে ফলকগুলো দেখল মাসুদ রানা। মুখ এগিয়ে নিয়ে জোরে ফুঁ দিয়ে ধুলো পরিষ্কার করল একটার।

'কুকুরের নাম ফলক,' বলল লেসলি। 'ঠিক ভিক্টোরিয়ার কাজ।'

ওগুলো পড়ল মাসুদ রানা। নামগুলো একই, শুধু সন তারিখ আলাদা। ১৯৩২ সাল থেকে শুরু করে মোট চারটা অ্যান্ডির স্মৃতি ফলক। প্রথমটা ১৯৩২ থেকে ১৯৩৯, দ্বিতীয়টা ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫, তারপরেরটা ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৬। সব শেষেরটা ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৮। এক অ্যান্ডির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আরেক অ্যান্ডি স্থান পেয়েছে তার স্থলে।

বিতৃষ্ণায় নাক কোঁচকাল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'ভীমরতি আর কাকে বলে! উন্মাদ বুড়ি! কাজ আর পায়নি খুঁজে।'

এই হচ্ছে ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলারের আরেক জগৎ, ভাবছে মাসুদ রানা। অন্যগুলোর থেকে এ রুমটা আরও ঠাণ্ডা। কখনও কখনও হাতের আলো নড়ে উঠলেই দেয়ালে ওদের ছায়া দুটোও আড়মোড়া ভেঙে দুলে, কেঁপে উঠছে। কখনও দৈর্ঘ্যে বাড়ছে, কখনও প্রস্থে। কুকুরের মূর্তিটার ছায়াও পড়েছে দেয়ালে। সামনে-পিছনে দুলছে ওটা একটু একটু। যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে ওদের ওপর। ঘাড়ের পিছনে কেমন এক শিরশিরে অনুভূতি হলো মাসুদ রানার। মনে হলো ওর ছায়ার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ওদের দেখছে ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলার।

'কি আজব, তাই না, রানা?'

'হ্যাঁ।'

'এমন পাগলামি আর কেউ কখনও করেছে বলে শুনিনি।'

মাথা দুলিয়ে সমর্থন জানাল ওকে মাসুদ রানা। সরে এল বেদীর সামনে থেকে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। অন্যমনস্ক। কিছু খুঁজছে মনে হলো। যদিও রানা

নিজেও জানে না কি খুঁজছে ও। কি আশা করছে কুকুরের সমাধিক্ষেত্রে।

'কিছু পেলেন?' পিছন থেকে মোটা পুরুষ কণ্ঠের অপ্রত্যাশিত প্রশ্নটা চমকে দিল ওদের। কখন নিঃশব্দে রুমের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে পল হ্যামন্ড, টেরই পায়নি কেউ।

আঁতকে উঠে সবেগে ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটি। মাসুদ রানাও। আপন ভাবনায় এতটাই ডুবে ছিল, ওদের সঙ্গে যে আরও কেউ এসেছে মনেই ছিল না। ঝট করে পিস্তল তুলল ও কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে।

'ডোন্ট শূট! ডোন্ট শূট!!' চেঁচিয়ে সমাধিক্ষেত্র মাথায় তুলল সে। 'আমি, আমি! আমি হ্যামন্ড!' ওদের দেখার সুবিধের জন্যে নিজের লণ্ঠন মুখের সামনে তুলে ধরেছে লোকটা। জ্বলন্ত চোখে তাকে দেখল রানা কয়েক মুহূর্ত, তারপর নামিয়ে নিল অস্ত্র। 'আরেকবার এমন হলে ডোন্ট শূট বলার সময়ও পাবেন না আপনি।'

ফ্যাকাসে চেহারায় শুকনো এক টুকরো হাসি দিল ট্রেজারি এজেন্ট। 'সত্যি, দুঃখিত। এমন হতে পারে চিন্তাই করিনি।'

মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানাও। আরেকটু হলেই ঘটে যেত সর্বনাশটা। ট্রিগারে আঙুল প্রায় চেপে বসেছিল ওর, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে বোকা লোকটা এইমাত্র। গুলিটা নিঃসন্দেহে বুকে খেত ব্যাটা। ওয়ালথার শোল্ডার হোলস্টারে ভরে রাখল মাসুদ রানা। আর কিছু বলার প্রয়োজন মনে করল না। নিজেকে সামলে নিয়ে হ্যামন্ডের দিকে এগিয়ে গেল লেসলি, কথা বলতে লাগল নিচু গলায়।

অনিশ্চিত পায়ে পুরো ঘরটা এক চক্কর দিয়ে এল মাসুদ রানা। নাহ্, আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে এমন আর কিছু পড়ল না চোখে। বেদীটা রুমের ঠিক মাঝখানে। ওটার সামনে দাঁড়িয়ে শেষবারের মত আরেকবার চারদিকে তাকাল ও, তারপর বেরিয়ে যাওয়ার উদ্দেশে পা বাড়াল। কিন্তু দু'পা এগিয়েই জমে গেল মাসুদ রানা। এ রুমে ঢোকার দরজার এক পাশে, আট-দশ হাত তফাতে, মেঝেতে সেঁটে আছে ওর দৃষ্টি। তাতে কিছুটা বিস্ময়, কিছুটা অচেনাকে চেনার চেষ্টা। এক চুল নড়ল না মাসুদ রানা।

রানাকে দরজার দিকে এগোতে দেখে আগে আগে সিঁড়ির উদ্দেশে পা বাড়িয়েছিল লেসলি ও হ্যামন্ড। খানিকটা গিয়ে থেমে দাঁড়াল তারা। ঘুরে তাকাল নিশ্চল মাসুদ রানার দিকে।

'কি, রানা?'

জবাব দিল না ও। দ্রুত পায়ে দরজার মুখ থেকে আড়ালে সরে গেল। অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল লেসলি-হ্যামন্ড, তাড়াতাড়ি ফিরে এল রুমে। ওদের বাঁ দিকে, কয়েক হাত দূরে, মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে মাসুদ রানা। নিবিষ্ট মনে মেঝে পরখ করছে। হাতে ধরা লণ্ঠন ঘন ঘন ডানে-বাঁয়ে করছে ওর।

'কি দেখছ?'

এবারও উত্তর দিল না রানা। শোনেইনি লেসলির প্রশ্ন। ওর সামনে মেঝের একটা অংশ খানিকটা উঁচু। নয় ফুট চার ফুট হবে জায়গাটা, অনুমান করল মাসুদ

রানা। মেঝের অন্যান্য জায়গার চেয়ে সিকি ইঞ্চিখানেক উঁচু এখানটা, এবং কিছুটা অমসৃণও। ভাল করে তাকালেই বোঝা যায়, জায়গাটা সম্ভবত মেরামত করা হয়েছিল কোন এক সময়ে। এবং বেশ তাড়াহুড়ো করে সারা হয়েছে কাজ, ফাইনাল টাচের সময় তেমন যত্ন নেয়া হয়নি।

'ওহ্, গড!' বলে উঠল হ্যামন্ড। 'এখানটা এরকম কেন?'

স্তব্ধ হয়ে বসে আছে মাসুদ রানা। এতক্ষণ জানত না, কিন্তু এখন জানে কি আবিষ্কার করতে চেয়েছিল ও এখানে। কেন ওকে এখানে নিয়ে এসেছে ওর অবচেতন মন।

'এই অংশটা রিফিনিশ করা হয়েছে,' বলল রানা। 'তাও কম করেও বিশ-পঁচিশ বছর আগে, সম্ভবত।'

'তার মানে...তার মানে...' কথা হাতড়াতে লাগল হ্যামন্ড।

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। অন্য দু'জন আগ্রহের সাথে ওকে দেখছে, বুঝতে পেরেও মুখ তুলল না। ওরা বুঝে গেছে কি খোঁজার জন্যে স্যান্ডলার ম্যানসনে আসতে চেয়েছিল মাসুদ রানা। আপন মনে মাথা দোলাতে লাগল পল হ্যামন্ড। লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম পলকহীন চোখে জায়গাটা দেখছে। এরকম একটা জায়গায় কি থাকতে পারে দেখামাত্র বুঝে নিয়েছে সে।

'কবর!' লেসলির চিন্তা শব্দ হয়ে বেরুল হ্যামন্ডের গলা দিয়ে।

'কার?' গুঙিয়ে উঠল প্রায় লেসলি।

'খুব বড় কোন কুকুর ছিল কখনও ভিক্টোরিয়ার?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

হ্যামন্ড-লেসলি একযোগে মাথা নাড়ল। 'না,' বলল লেসলি। 'তার কুকুর কোনটাই লম্বায় তিন ফুটের বেশি ছিল না।'

'জায়গাটা খুঁড়তে হবে।' উঠে দাঁড়িয়ে ধুলো ঝাড়তে লাগল মাসুদ রানা।

'খুব কঠিন কাজ,' বলল হ্যামন্ড।

'তার চেয়েও কঠিন।' সিগারেট ধরাল ও। 'ড্রিল চলবে না। ভীষণ আওয়াজ হবে।'

'তাহলে? এত শক্ত কাজ ড্রিল ছাড়া...!'

'উপায় নেই। আওয়াজ চাপা দেয়া যাবে না ড্রিলের। শুধু বাটালি আর হাতুড়ি দিয়ে কাজ সারতে হবে।'

'লোক লাগবে অনেক।'

'লাগান। ভেতরে কার লাশ দেখতে হবে।'

একটু ভাবল হ্যামন্ড। তারপর মাথা দোলাল। 'ঠিক আছে।'

'তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করুন।' লম্বা করে চুমুক দিল রানা সিগারেটে। 'এই মুহূর্তে হাত লাগালেও আঠারো থেকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় লাগবে কাজ সারতে। কম করেও।'

চোখ কপালে উঠল লেসলির। 'মাই গড! এত?'

'আরও বেশিও লাগতে পারে।' বিস্বাদ লেগে ওঠায় সিগারেট পায়ের তলায় পিষে দিল মাসুদ রানা।

জায়গাটা আবার ভাল করে দেখল ট্রেজারি এজেন্ট। 'তা ঠিক। কংক্রিটের

মেঝে খুঁড়ে কফিন বের করা সহজ কথা নাকি?'

'তাহলে তাড়াতাড়ি লোকের ব্যবস্থা করুন,' বলল লেসলি হ্যামন্ডের উদ্দেশে।

'যাচ্ছি,' বলে বেরিয়ে যাচ্ছিল লোকটা। ডেকে থামাল মাসুদ রানা। গম্ভীর। 'আমার কিছু বলার আছে।'

'নিশ্চই, বলুন!'

'আমার তরফ থেকে দু'জন লোককে এখানে উপস্থিত রাখতে চাই আমি।'

কপাল কুঁচকে উঠল হ্যামন্ডের। জিজ্ঞাসা ফুটল লেসলির চাউনিতেও। 'বুঝলাম না।' রানার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল লোকটা।

বোঝাল মাসুদ রানা। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আপত্তি প্রকাশ করল হ্যামন্ড। কিন্তু ও অটল। 'আপনারা আর্থার স্যান্ডলারকে চান, তাই না?' ভরাট, থমথমে গলায় বলল রানা। 'হাতের মুঠোয় পেতে চান?'

'অবশ্যই চাই।'

'নকল ডলারের উৎস বন্ধ করতে চান?'

'চাই। কিন্তু...'

হাত তুলে হ্যামন্ডকে বাধা দিল লেসলি। 'কাদের এখানে আনতে চাও তুমি, রানা?'

'এলে নিজ চোখেই দেখতে পাবে। এখানে আসার আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছি আমি তাদের ডেকে আনার ব্যাপারে। হয় আমাকে আমার মত করে কাজ করতে দিতে হবে, নয় তোমাদের অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। ডলার পাউণ্ডের সমস্যা তোমাদের, আমার নয়।'

'সুযোগ পেয়ে ব্ল্যাকমেইল করছেন?' গোমড়া মুখে প্রশ্ন করল হ্যামন্ড।

'আপনি যদি তাই বুঝে থাকেন, তাহলে তাই। আমি বুঝি, জটিল স্যান্ডলার সমস্যা সমাধানের একেবারে কাছে এসে পৌঁছে গেছি আমরা। একেবারে কাছে।'

নীরবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে হ্যামন্ড-লেসলি। দু'জনেই চিন্তিত। 'কাদের নিয়ে আসতে চাইছেন, কেন চাইছেন, বললে ক্ষতি কি?' বলল ট্রেজারি এজেন্ট।

'একটা গল্পের কিছুটা শুনেছি আমি লেসলির মুখে, কিছুটা আপনার মুখে, এবং শেষটা আরেকজনের মুখে। গল্পটা একই, অথচ কোথায় যেন একটা শূন্যস্থান রয়ে গেছে। শেষ হয়েও হয়নি, ওই শূন্যটা আমি পূরণ করতে চাই। সেই জন্যেই ওই দু'জনকে আনতে চাইছি।'

বিষম দ্বিধায় পড়ে গেল পল হ্যামন্ড। ঠিক করতে পারছে না কি করবে।

শেষ ঢিলটা ছুঁড়ল মাসুদ রানা। 'যদি সে সুযোগ না দেয়া হয় আমাকে,' হ্যামন্ডকে লক্ষ করে বলল, 'খালি হাতে ওয়াশিংটন ফিরে যেতে হবে আপনাকে, ব্যর্থতার বোঝা কাঁধে নিয়ে। আর তোমার বেলায়,' মেয়েটির দিকে তাকাল রানা। 'যে মানুষটি সম্ভবত আজও খুঁজে ফিরছে তোমাকে হত্যা করার জন্যে, এই সুযোগ হারালে তার নাগাল কোনদিনও আর পাবে না তুমি। তাড়াতাড়ি ভেবে ঠিক করো তোমরা কোনটা চাও।'

একে অন্যের মুখের দিকে তাকাল ওরা দু'জন।

'আমার ওপর আস্থা রাখাই তোমাদের জন্যে ভাল হবে। কারণ সেক্ষেত্রে, ভাগ্য যদি ভাল হয় আর্থার স্যান্ডলারকে গর্ত থেকে বের করে আনতে পারব আমি। জীবিত অবস্থায়, এবং আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে।'

নতুন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল ট্রেজারি এজেন্ট। 'এত নিশ্চিত হচ্ছেন কি করে?'

'তুমি চেনো তাকে?' কঠিন গলায় বলল লেসলি।

'না, চিনি না। তবে অনুমানে চোখের সামনেই তাকে দেখতে পাচ্ছি আমি এ মুহূর্তে।'

আবার নীরবতা।

'তারা কোথায়, যাদের আনতে চাইছেন?'

'বেশি দূরে নয়। একটা টেলিফোন করলেই পৌঁছে যাবে।'

'অল রাইট। ডাকুন তাদের।'

পাঁচ

এইটি সিক্সথ স্ট্রীট সাবওয়ে প্ল্যাটফর্মের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা সকাল সাড়ে সাতটা। আকাশ মেঘলা। থেকে থেকে দমকা ঠাণ্ডা বাতাস হাড়-মজ্জা কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর পর ঘড়ি দেখছে রানা, চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ। চোখ টকটকে লাল। এর মধ্যে দুটো সাবওয়ে ইন করেছে স্টেশনে, চলেও গেছে। কিন্তু ও যে দু'জনের অপেক্ষায় আছে তাদের দেখা নেই।

আধঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছে রানা এই জঘন্য আবহাওয়ার মধ্যে, উন্মুক্ত জায়গায়। টেলিফোন সেরেই এখানে এসে দাঁড়িয়েছে ও। সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলে এতক্ষণে তাদের এসে পড়ার কথা, অথচ···। কোন গণ্ডগোল হয়ে যায়নি তো? ভাবল মাসুদ রানা, বা কোন দুর্ঘটনা? জলদি! মনে মনে বলল ও, জলদি। আবার ঘড়ি দেখল ও। মুখ তুলে ডানে-বাঁয়ে ভাল করে নজর বোলাল। খবর নেই।

উপশহরমুখী একটা এক্সপ্রেস ট্রেন ঝড়ের গতিতে এসে দাঁড়াল স্টেশনে নির্দিষ্ট সময় ছেড়েও গেল মাটি কাঁপিয়ে। ওটার একেবারে শেষ কারে বসা দুই তরুণী অবাক চোখে দেখল মাসুদ রানাকে। লোকটা পাগল নাকি? ভাবল ওরা, এই ঠাণ্ডায় খোলা জায়গায় কেউ দাঁড়িয়ে থাকে ওভাবে? সময়মত ছেড়ে গেল ট্রেন। যতদূর দেখা যায় ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। তারপর আবার রাস্তার দিকে নজর দিল।

সময় কাটানো সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। স্টেশনের শেডের নিচে চলে এল রানা। পায়ে পায়ে একটা পত্রিকা স্টলের সামনে এসে দাঁড়াল। জায়গায় জায়গায় স্তূপ হয়ে আছে বিভিন্ন পত্রিকা। একটা কিনে চোখ বোলাবে কি না ভাবছে, এই সময় একটা পত্রিকার ব্যানার হেডিং চোখে পড়ল। বিশাল এক সোভিয়েত ফিশিং ফ্লীট ম্যাসাচুসেটসের উপকূল চষে বেড়াচ্ছে, বলা হয়েছে ওতে। মুহূর্তে আগ্রহ

হারিয়ে ফেলল মাসুদ রানা। দ্রুত পায়ে ফিরে গেল আগের জায়গায়। 'তাড়াতাড়ি!' বিড়বিড় করে বলে উঠল ও, 'খোদার কসম লাগে, তাড়াতাড়ি!'

ওকে ভাবিয়ে এবং ঘামিয়ে আরও দশ মিনিট কেটে গেল। অবশেষে তাদের দেখা মিলল। গাড়ি বড় রাস্তায় রেখে জোর পায়ে হেঁটে আসছে। বাতাসের কারণে সামনে ঝুঁকে হাঁটছে লোক দুজন।

পিটার হোয়াইটসাইড ও হান্টার রজার্স।

বাতাসের তোড়ে বুক ফর্সা হান্টারের, লম্বা দাড়ি দু'ভাগ হয়ে দুই কাঁধে গিয়ে আসন গেড়ে বসে আছে।

'খুব অবাক হয়েছেন লাগছে?' প্রশ্ন করল হোয়াইটসাইড।

'ঠিক বলেছেন। আপনাদের খুব সময়-সচেতন বলে সুনাম আছে জানতাম,' তিক্ত স্বরে বলে উঠল রানা। 'সেটা যে আসলে ভুল, জেনে অবাক হয়েছি।'

'সরি, কিছু মনে করবেন না। কোথায় স্যান্ডলার?'

'আর মেয়েটা?' প্রশ্ন করল হান্টার।

'আছে। ধারেকাছেই।'

'দয়া করে অহেতুক সময় নষ্ট করবেন না আমাদের, মিস্টার মাসুদ রানা,' বলল হোয়াইটসাইড। এক পা থেকে আরেক পায়ে দেহের ভর চাপাল সে, বাতাসের সরাসরি আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে মুখটা ফেরাল এক পাশে। 'কেন আসতে বলেছেন আমাদের?'

'সে বিষয়ে টেলিফোনেই বলেছি। আমি আপনাকে এক "নতুন" লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম উপহার দিতে যাচ্ছি। তারপর জানাতে যাচ্ছি আপনাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত পাউণ্ড স্টার্লিং জালকারী আর্থার স্যান্ডলারের বর্তমান পরিচয় ও অবস্থানের সন্ধান। বিনিময়ে আপনি আমাকে জানাবেন স্যান্ডলার পর্বের যেটুকু আমি এখনও জানি না, সেটুকু। একটা দাঁড়ি কমাও যেন বাদ না থাকে।'

'আমি রাজি,' ধূর্ত এক টুকরো হাসি ফুটল লোকটার মুখে। 'স্যান্ডলারের বিনিময়ে আমি আরও অনেক কিছুই করতে রাজি আছি, আপনাকে তখনই বলেছি আমি ফোনে।'

হান্টারকে কিছুটা যেন চিন্তিত মনে হলো। একভাবে তাকিয়ে আছে মাসুদ রানার দিকে। চোখাচোখি হতেই মুখ ঘুরিয়ে প্ল্যাটফর্মের এ মাথা ও মাথা দেখতে লাগল সে। পরিবেশটা খুব সম্ভব পছন্দ হচ্ছে না।

'মনে আছে,' হোয়াইটসাইডকে বলল রানা। 'তবু আরেকবার আমাদের যার যার স্মৃতিশক্তি যাচাই করে নিলাম, উভয়েরই স্বার্থে। এ সব ব্যাপারে যে "ভদ্রলোকের চুক্তি" আপনা আপনি বলবৎ হয়ে থাকে, তাও নিশ্চই জানা আছে আপনার?'

'নিশ্চই জানা আছে,' অধৈর্য ভঙ্গিতে নাক টানল লোকটা। 'নইলে কি আর এই অজায়গায় ছুটে আসি এই আবহাওয়ায়? তাও বিদেশে?'

'দ্যাটস গুড, স্যার।'

পনেরো মিনিট পর। টানেলের অন্ধকার রেইল ট্র্যাক ধরে হাঁটছে ওরা তিনজন। মাসুদ রানা পথ দেখাচ্ছে আগন্তুকদের। প্রথমে খানিকটা উত্তরে

এগোল দলটা, তারপর টানেলের সঙ্গে পশ্চিমে বাঁক নিল। ম্যানহাটনের তলা দিয়ে হেঁটে চলল নির্দিষ্ট স্থানের দিকে। বিশ মিনিট পর স্যান্ডলার ম্যানসনের ভাঙা সীমানা দেয়ালের সামনে পৌঁছল ওরা।

দেয়াল গলে প্যানট্রির জানালা, তারপর জানালা টপকে ভেতরে। হোয়াইটসাইডকে বিরক্ত মুখে গায়ের ধুলো ঝাড়তে দেখা গেল। ওদিকে হান্টারের নজর ঘন ঘন স্থান বদল করছে। অস্থির চোখে নিজেদের চারদিকে তাকাচ্ছে লোকটা। উত্তেজনায় টান টান। এটা কোন ফাঁদ কি না, সময় শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই টের পেতে চায় সে। বেজমেন্টের মেঝেতে হাতুড়ি ও বাটালির সংঘর্ষের আওয়াজ বেশ জোরেশোরেই কানে বাজছে।

ডাইনিং রুম পেরিয়ে এল ওরা। সবার অজান্তে ইচ্ছে করেই হোয়াইটসাইডকে সামনে পাঠিয়ে দিয়েছে মাসুদ রানা, তার এবং হান্টারের মাঝখানে অবস্থান নিয়েছে নিজে। পিছন থেকে ওর নির্দেশে হাঁটছে হোয়াইটসাইড। রুমের শেষ মাথায় পৌঁছে থমকে গেল লোকটা। তার দম আটকে যাওয়ার শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেল মাসুদ রানা। জমে গেছে পিটারের চেহারার অভিব্যক্তি। সামনে চেয়ে আছে হাঁ করে।

'বলুন, মিস্টার হোয়াইটসাইড,' বলল রানা। 'হ্যাঁ, কি না?'

তার চার হাতের মধ্যে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম, নির্বিকার। তার পিছনে পল হ্যামন্ড। পরস্পরের দিকে মূর্তির মত তাকিয়ে আছে লেসলি ও হোয়াইটসাইড।

'হ্যাঁ, তাই না?' নরম গলায় আবার প্রশ্ন করল ও।

'হ্যাঁ,' মন্ত্রমুগ্ধের মত মাথা দোলাল লোকটা। চেপে রাখা দম ছাড়ল সশব্দে। 'নিশ্চই! নিশ্চই!' মাথা দোলাল বারকয়েক। 'এই তো সে!'

পলক ফেলল লেসলি। মৃদু হাসির ভঙ্গি করল। 'হ্যালো, পিটার! ব্রুকলিন হাইটস প্রমিনেডে মনে হয় আমাকে চিনতে অসুবিধে হয়েছিল সেদিন, তাই না?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল হোয়াইটসাইড। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যিই চিনতে পারিনি। অবশ্য তোমাকে পালিয়ে যেতে দেখে অনুমান করেছিলাম যে···।' থেমে কি যেন ভাবল সে। 'বেচারী! লণ্ডনে তোমার কবরে যাকে কবর দিয়েছি, দেখতে সে অনেকটাই তোমার মত ছিল।'

'অনেকটাই এর মত,' বলে উঠল মাসুদ রানা। 'তবে সে অন্য আরেকজন। খুব জবর এক ধাঁধার খেলা, কি বলেন?'

ঘুরে তাকাল হোয়াইটসাইড। প্রশ্নটা বুঝতে পারেনি। 'স্যার?'

'আপনাদের "ডাবল" খেলার কথা বলছিলাম। অথবা ডাবল ডাবলস, যা-ই বলেন।'

উত্তর না দিয়ে লেসলিকে দেখল বৃদ্ধ আগ্রহী দৃষ্টিতে। 'তুমি কোথায় ছিলে, কি ভাবে দিন কেটেছে তোমার এতবছর, কিছুই জানতাম না আমি।'

কাঁধ ঝাঁকাল মেয়েটি। 'পথের মাঝে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে গেল আমাকে ব্রিটিশ সরকার,' গলায় কিছুটা কাঠিন্য ফুটল তার। 'আমেরিকানরা চাইল আমাকে সাহায্য করতে, রাজি হয়ে গেলাম বিনা দ্বিধায়।'

চিন্তিত মুখে মাথা দোলাল হোয়াইটসাইড। 'এত সংক্ষেপে না সেরে পুরোটা যদি আরেকটু খুলে...'

বাধা দিল মাসুদ রানা। 'এখনও আসেনি সে সময়।'

'মাফ করবেন?' বিস্মিত হলো হোয়াইটসাইড।

'আমরা এখানে মিলিত হয়েছি তথ্য বিনিময় করতে, এক তরফা বলতে বা শুনতে নয়। দুই তরফকেই বলতে হবে যার যার রোল সম্পর্কে। এবং আমি তা শুনব।'

'আপনি শুনবেন?' চোখ কোঁচকাল পিটার। কণ্ঠে বৈরিতার আভাস। 'জানতে পারি কেন আপনি শুনবেন?'

হাসল মাসুদ রানা। 'এই কারণে যে যতক্ষণ আপনি স্যান্ডলার উপাখ্যানের আপনার জানা সমস্ত তথ্য প্রকাশ না করছেন, ততক্ষণ স্যান্ডলারের অবস্থান জানানো হবে না আপনাকে। আপনি চান না লোকটার খোঁজ?'

'নিশ্চই চাই!' প্রায় হাউমাউ করে উঠল সে। 'একশোবার চাই!'

'তাহলে বলে ফেলুন, পিটার, প্লীজ,' অনুনয় করে লেসলি।

'যে সব এতদিন সযত্নে চেপে রেখেছেন আপনি,' বলল মাসুদ রানা। 'সব বলতে হবে। কিছুই চেপে যাওয়া চলবে না।'

'ওসব এম.আই. সিক্সের ক্লাসিফায়েড তথ্য,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল হোয়াইটসাইড। 'প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই।'

'সময় নেই, মিস্টার পিটার,' বলল মাসুদ রানা।

'কিসের?'

'আপনারা দু'পক্ষই যাকে কয়েক দশক ধরে মুঠোয় পেতে এত আগ্রহী, আর বড়জোর একদিন, এরপর হাতছাড়া হয়ে যাবে সে। চিরদিনের মত পিছলে বেরিয়ে যাবে আর্থার স্যান্ডলার। যদি লোকটাকে পেতে চান, মুখ খুলতে হবে আপনাকে। এবং এখনই। কাজেই আরেকবার ভেবে দেখুন, মুখ খুলবেন কি খুলবেন না। বিনিময়ে কি অর্জন করবেন, সে তো বলেইছি আমি।' একটু থামল ও। 'বোধহয় মুখ খোলাই ভাল হবে আপনার জন্যে। নইলে স্যান্ডলারকে সরে পড়তে সাহায্য করা হবে পরোক্ষে। আপনি তা চাইবেন বলে মনে করি না আমি।'

নার্ভাস লাগছে হ্যামন্ডকে। প্রত্যাশা নিয়ে পিটারকে দেখছে সে।

'বুঝলাম,' বলল পিটার। 'কিন্তু সে জন্যে হোয়াইটহলের অনুমতি নিতে হবে আমাকে। সেটাই নিয়ম।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'আমি বলছি সময় নেই। হয় নিয়ম ভাঙুন, নয়তো...'

'প্লীজ, পিটার,' আকুতি জানাল লেসলি। 'প্লীজ!'

আনমনে তার গলার কাটা দাগটার দিকে চেয়ে থাকল লোকটা। লড়াই করছে নিজের সাথে। মুখ ঘুরিয়ে হান্টারকে দেখল। লোকটা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, চেহারা অভিব্যক্তিহীন। চোখ নামিয়ে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকল পিটার। দীর্ঘ দু'মিনিট পার করে মুখ খুলল সে। 'অল রাইট। চলুন তাহলে কোথাও বসা যাক।'

ডাইনিং রুমেই বসল সবাই, ডাইনিং টেবিলে। একটা ব্যাটারিচালিত লণ্ঠন আর হ্যামন্ডের জোগাড় করা দু'তিনটে কেরোসিন ল্যাম্পের আলোয় বড়সড় রুমটা আলোকিত করা হয়েছে। মুখোমুখি বসা লেসলিকে আরও ভাল করে লক্ষ করল হোয়াইটসাইড। তারপর মাথা দোলাল আপনমনে। 'আওয়াজটা কিসের?' প্রশ্ন করল সে।

'বেজমেন্টে কিছু খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলছে,' বলল রানা। 'পরে দেখতে পাবেন। এখন আসল কাজ শুরু করা যাক। লেসলি, তুমি প্রথম।'

খোলা চুল দুই কানের পিছনে গুঁজল মেয়েটি। 'আমার আসল পরিচয় সম্পর্কে কারও মনে আর কোন দ্বিধা নেই, ঠিক?' সবার মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে এল ওর দৃষ্টি। প্রথমে পিটার, তারপর হ্যামন্ড সম্মতিসূচক মাথা দোলাল। 'গুড।' সবার জানা নিজের জন্ম ইতিহাস সংক্ষেপে এবং দ্রুত বলে গেল মেয়েটি। এরপর ১৯৭৮ সালে ছুটিতে তার ইংল্যান্ড আসার প্রসঙ্গ এল আলোচনায়।

'সেই সময়,' পিটারের চোখে চোখ রেখে বলল লেসলি, 'আমাকে দিয়ে আসা "প্রোটেকশন" প্রত্যাহার করে নিল ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স।'

'আমি খুব দুঃখিত, লেসলি,' বলল লোকটা। 'সিদ্ধান্তটা ওপর মহলের ছিল। আমার সেখানে কিছু...'

'পরে বলার সুযোগ পাবেন আপনি,' কড়া গলায় বাধা দিল মেয়েটি। 'আগে আমাকে বলতে দিন।'

মাথা দোলাল হোয়াইটসাইড।

'আমাকে আর পাহারা দেয়ার প্রয়োজন মনে করল না ওরা। অনেক বছর হলো নিরাপদেই কেটে গেছে আমার। পাউণ্ড জাল হয় না, আর্থার স্যান্ডলারেরও কোন খোঁজ নেই, অতএব...।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে থেমে গেল লেসলি।

নীরবে ওদের দু'জনকে পর্যবেক্ষণ করছে মাসুদ রানা। হান্টারের চোখ রানা ও হ্যামন্ডের ওপর। নিচের আওয়াজটা বেড়ে গেছে আগের থেকে।

'আমি মূল্যহীন হয়ে পড়েছি ভেবে কেটে পড়ল ওরা,' আবার শুরু করল লেসলি। 'এই সময় রবার্ট ল্যাসিটার নামে এক আমেরিকান দেখা করতে এল আমার সাথে।' হ্যামন্ডের স্তিমিত চাউনি জ্যান্ত হয়ে উঠল এই পর্যায়ে। এ ঘরে একমাত্র সে-ই জানে রবার্ট ল্যাসিটার কে। 'বলল, ওয়াশিংটন থেকে এসেছে সে, ইউনাইটেড স্টেটস ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট থেকে। মেরিট নামে এক ভদ্রলোক পাঠিয়েছে তাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে। ইউ. এস. ট্রেজারি ইন্টেলিজেন্সের প্রধান ছিলেন তিনি, ল্যাসিটারের বক্তব্য অনুযায়ী।'

চোখ কুঁচকে উঠল পিটার হোয়াইটসাইডের, হতভম্ব। পল হ্যামন্ড মাথা দোলাল। হান্টারের মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না, আগের মতই রানা ও হ্যামন্ডকে পর্যবেক্ষণ করছে।

'সে রাতে চীপসাইডের এক রেস্টুরেন্টে কফি খেতে গিয়েছিলাম আমি। সেখানেই সে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এবং কথায় কথায় বুঝলাম, আমার সম্পর্কে কোন কিছুই অজানা নেই তার। ল্যাসিটার আমাকে নিরাপত্তার বিনিময়ে তাদের সাহায্য করা, অর্থাৎ স্যান্ডলারকে ট্রেস করার একটা সুযোগ করে দেয়ার

অনুরোধ জানায়।

'কোন উপায় ছিল না। দুইবার আমাকে হত্যা করতে চেয়েছে স্যান্ডলার, সে স্মৃতি কি ভোলা যায়? সে বেঁচে আছে, সুযোগ পেলে আবারও সেই একই চেষ্টা করবে, অতএব নিজেকে রক্ষা করার জন্যে নিরাপদ আশ্রয় চাই আমার। তৃতীয়বার যেন সে নাগাল না পায় আমার গলার। এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম।'

'ঠিক কি ছিল ল্যাসিটারের প্রস্তাব?' জানতে চাইল পিটার।

'আমার জীবনের নিরাপত্তা, জীবনধারণের যাবতীয় খরচাদি বহন করা সহ এক কথায় তারা আমার নতুন গার্জেন হতে আগ্রহ প্রকাশ করল। আমিও পাল্টা প্রস্তাব দিলাম, যদি মার্কিন সরকার আমাকে আর্থার স্যান্ডলারের লাশ দেখাব বলে কথা দেয়, সাহায্য করব আমি। ল্যাসিটার জানাল, আমি যদি তাদের আর্থার স্যান্ডলারকে ট্রেস করার একটা সুযোগ করে দিতে পারি, তাহলে ওয়াশিংটনও আমার ইচ্ছে পূরণ করবে।

'তার প্রস্তাবে রাজি না হয়ে কোন উপায়ও আসলে ছিল না। তার আগেই টের পেয়ে যাই আমি, আমার ব্যাপারে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের আগ্রহ কমে আসতে শুরু করেছে। কেন, সে কথা তারাই ভাল বলতে পারবে,' আরেকবার হোয়াইটসাইডের নত মুখের দিকে তাকাল লেসলি। 'আমার চারদিকে ওদের যে বেষ্টনী ছিল, তা ক্রমেই শিথিল হয়ে পড়তে শুরু করেছে। সেই পরিস্থিতিতে অমুক কি তমুক বড় ছিল না আমার কাছে, বড় ছিল শুধু নিরাপদ এক আশ্রয়।

'এই সময় স্যান্ডলারকে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ মারাত্মক এক ভুল করে বসল। লন্ডনের ফরেন অফিসের এক মেয়ে টাইপিস্ট, বয়সে এবং আকারে-গঠনে অনেকটা আমারই মত দেখতে, তাকে আমি ভেবে বসল তারা। ভেবেছে আমিই বোধহয় তার নাম গ্রহণ করে চাকরি করছি ওখানে। একদিন খুব ভোরে হতভাগ্য মেয়েটির ওপর চড়াও হলো আর্থার স্যান্ডলার, তার প্রিয় অস্ত্র পিয়ানোর তার নিয়ে। জবাই করে রেখে গেল লিন্ডা নামের মেয়েটিকে। মাথা প্রায় আলাদা হয়ে গিয়েছিল বেচারীর দেহ থেকে।

'নিজের এই ভুল সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না স্যান্ডলার বা তার নিয়ন্ত্রকের। অন্তত ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলারের মৃত্যুর পর আমি মাথা তোলার আগ পর্যন্ত।'

বিড়বিড় করে বলে উঠল প্রাক্তন এম. আই-সিক্স কর্মকর্তা, 'এই ঘটনায় বোকা বনে যাই আমরা। জানতাম লিন্ডা দেখতে লেসলির মত, এবং তার হত্যাকাণ্ডের ধরনটাও আমাদের খুবই পরিচিত, তাই বুঝে নিলাম কি ঘটে গেছে। আলোচনা করে তাই লেসলি নামেই লিন্ডাকে কবর দিই আমরা। সে সময় লেসলি কোথায় কোন ধারণাই ছিল না আমাদের। যেদিন আপনার সাথে,' রানার দিকে তাকাল সে, 'লন্ডনে প্রথম কথা হয় আমার, সেদিন পর্যন্ত এর ব্যাপারে পুরোপুরি অন্ধকারে ছিলাম আমি। আমরা চেয়েছি আর্থার যেন বোঝে যে সত্যিকার লেসলিকেই হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে সে। শুধু তাকেই নয়, যতজনকে সম্ভব একই কথা বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করেছি আমরা।'

'আমাকেও,' মৃদু কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ, নিশ্চই! কারণ আপনার উদ্দেশ্য অজানা ছিল আমাদের। তবে আপনার ইনফর্মেশন সোর্স যে ভাল ছিল, তাতেও সন্দেহ ছিল না কোন।' সামান্য বিরতি। 'আমরা যথাসাধ্য সবাইকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছি লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম মারা গেছে। তার প্রমাণও দেখেছেন আপনি আর্ল'স কোর্টের সেই গির্জার পিছনে। যদিও তখন থেকেই আপনাকে অনুসরণ করতে থাকি আমরা। ইচ্ছে ছিল আর কেউ দেখার আগেই "আপনার" লেসলিকে কাছে থেকে এক নজর দেখব।'

'অর্থাৎ "ভুয়া" লেসলিকে!'

'কথাটা বলেছিলাম এই জন্যে, যাতে আপনি লেসলির ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। এ নিয়ে যাকে-তাকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত হন।' লেসলির দিকে ফিরল সে। 'লিন্ডার নিহত হওয়ার রাতে কোথায় ছিলে তুমি, লেসলি?'

'লন্ডনেই। পরদিন মেয়েটিকে কবর দেয়ার সময় আমি যেতে চেয়েছিলাম কবরস্থানে। কিন্তু ল্যাসিটারের জন্যে পারিনি। যা হোক, সেইদিনই মনট্রিয়ল চলে যাই আমি। লিন্ডার জন্যে দুঃখ হয়েছে ঠিকই। আবার স্বস্তিও পেয়েছি এই ভেবে যে এই প্রথম সত্যি সত্যি সবাই জানল অবশেষে মৃত্যু হয়েছে লেসলি ম্যাকঅ্যাডামের। সারাক্ষণ মৃত্যু ভয়ের তাড়া খেয়ে বেড়াতে হবে না আর আমাকে। আর কিছু না হোক অন্তত পড়াশুনাটা শেষ করতে পারব নিশ্চিন্তে।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। দু'হাত বুকে ভাঁজ করে হেলান দিয়ে বসল। লেসলির চোখে চোখ রেখে চেয়ে আছে। বেজমেন্ট থেকে ক্রমাগত হাতুড়ি-বাটালির আওয়াজ আসছে। আর কয় ঘণ্টা লাগবে? ভাবছে ও। কতক্ষণে পর্দাটা সরাতে সক্ষম হবে ও চোখের সামনে থেকে?

'তবু কিছুদিন সতর্ক থাকতে হয়েছে আমাকে,' আগের কথার খেই ধরল মেয়েটি। 'ল্যাসিটারের নির্দেশে। মাস ছ'য়েক পর সব ধরনের বিধিনিষেধ তুলে নেয়া হলো আমার ওপর থেকে। বলা হলো আমি খোলামেলা চলাফেরা করতে পারি।'

দেয়ালে ঝোলানো কয়েক দশকের পুরানো ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলারের একটা পোর্ট্রেটের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। দু'চোখে রাজ্যের ঘৃণা নিয়ে ওকেই দেখছে মহিলা। পাতলা ঠোঁটে ক্রূর হাসি বিস্তার লাভ করছে যেন একটু একটু করে।

'ইউ. এস. ট্রেজারি ইন্টেলিজেন্স ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলারের মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকে। এর মধ্যে জাল ডলার প্রচুর ক্ষতি করে ফেলে মার্কিন অর্থনীতির। তারা ভালভাবেই জানত কোত্থেকে আসছে এ টাকা, কার কাজ এ সব। তো, ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর ল্যাসিটার আমাকে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসার নির্দেশ দিল। দলিলপত্র কিছু নেই জেনেও মাসুদ রানার সাথে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দিল আমাকে।' এই পর্যায়ে এসে মাসুদ রানার সাথে ড্যানিয়েলসের সম্পর্কের বিষয়টা পিটারকে ব্যাখ্যা করল লেসলি।

'দলিল না থাকলেও আমার কাছে স্যাণ্ডলার আর আমার মায়ের বিয়ের সার্টিফিকেট, আমার বার্থ সার্টিফিকেট আছে, এসব দেখিয়ে মাসুদ রানার সাহায্যে নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হতাম আমি। এবং এ নিয়ে মামলা ঠুকে দেয়ার কথা ছিল আমার সময়মত। সে-ক্ষেত্রে এই ম্যানসনসহ স্যান্ডলার এস্টেটের

যাবতীয় কার্যক্রম বন্ধ করে দিত কোর্ট, বাধ্য হত স্যান্ডলার নাক বের করতে।

'ড্যানিয়েলস মৃত্যুর আগে যদি মাসুদ রানাকে এর সঙ্গে না জড়াত, তাহলে তাকে নিয়ে টানাটানির কোন প্রয়োজন পড়ত না। যা হোক, জড়িয়ে যখন ফেলেছেই: আমাকে বলা হলো, যথাসম্ভব রানার কাছাকাছি থাকার।'

'এক মিনিট,' বাধা দিল মাসুদ রানা। 'লিন্ডার মৃত্যুর পর সবাই জানত তুমিই মারা গেছ, তাই তো?'

মাথা দোলাল লেসলি। 'হ্যাঁ।'

'তাহলে ড্যানিয়েলস অন্যরকম কেন জানল? সে কি করে বুঝল তোমার মৃত্যু হয়নি? কি করে জানল তুমি কানাডায় আছ?'

'ভিভিতে আমার ইটালিয়ান প্রেমিকের কথা তোমাকে বলেছি আমি, রবার্টো জিসারেল্লির কথা। মনে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের অ্যাফেয়ারের সময়ে নিজের ক্যামেরায় আমার প্রচুর ছবি তুলেছিল সে। তার প্রায় সবগুলোই স্যান্ডলারের হাত ঘুরে ড্যানিয়েলসের কাছে জমা হয়। আমাকে জিসারেল্লি হত্যা করতে ব্যর্থ হওয়ার পর ওই ছবির সাহায্যে স্যান্ডলারকে দিয়েই সে আমাদের পারিবারিক ডেন্টাল সার্জনের কাছ থেকে আমার ডেন্টাল চার্ট বের করে নেয়। পরে লন্ডনে লিন্ডার মৃত্যুর কয়েক মাস পর তার কবর খোঁড়ে ড্যানিয়েলস। তার সাথে আমার ডেন্টাল চার্ট মিলিয়ে নিশ্চিত হয় যে আমি আসলে মরিনি। বেঁচে আছি।

'তারপর সে কি ভাবে আমার সন্ধান পায়, আমার টেলিফোন নম্বর জোগাড় করে, জানি না আমি। সে যেদিন ফোন করে আমাকে, কসম করে বলেছে, আমার বিষয়ে কারও সামনে মুখ খোলেনি সে। স্যান্ডলারের কাছেও পুরোপুরি গোপন রেখেছে ব্যাপারটা। একমাত্র সে ছাড়া আর কেউ জানে না।'

'জিসারেল্লির ছবি তোলা ইত্যাদি ড্যানিয়েলস বলেছেন তোমাকে?'

'হ্যাঁ। জীবনে ওই একবারই কথা হয় আমার তার সঙ্গে। সেদিনই সব জানায় সে আমাকে। এবং সময়মত তোমার সাথে যোগাযোগ করতে বলে।'

আনমনা হয়ে পড়ল মাসুদ রানা। ড্যানিয়েলসের সেই আকুতি মাখা চাউনি এখনও চোখে ভাসছে। কথাগুলোও বাজছে কানে। 'মরার আগে একটা ভাল···' হোয়াইটসাইডের দিকে ফিরল ও। 'সন্তুষ্ট?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে এবার শোনা যাক আপনার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। আমার সাথে দু'বার মোলাকাত এবং দু'বার বাতচিতের সময় যে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনি সযত্নে চেপে গেছেন, এবার সেটা ঝেড়ে দিন। তথ্যটা পেলেই শূন্যস্থানটা পূরণ করে ফেলতে পারব আমি আশা করি। ধাঁধার অবসান হবে।'

ভুরু কোঁচকাল লোকটা। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'নিশ্চই। সম্মত যখন হয়েছি, তখন বলব অবশ্যই। স্যান্ডলারকে পাওয়া নিয়ে কথা আমার।'

'আগেই বলেছি, তাকে আপনি পাবেন,' দৃঢ় আস্থার সঙ্গে বলল মাসুদ রানা।

হান্টারের দিকে তাকাল হোয়াইটসাইড। তেমনি অভিব্যক্তিহীন, নির্বিকার

লোকটা। মনের মধ্যে কি আছে বোঝার কোন উপায় নেই। টেবিলে উপস্থিত অন্য তিনজনকেও দেখল পিটার। একটা ক্যানারি আইল্যান্ড চুরুট ধরাল সময় নিয়ে। 'ঠিক আছে, শুনুন তাহলে। গল্পটা ভালই লাগবে সবার।'

'এ ধরনের ডাবল-ডাবল খেলা আগেও খেলেছি আমি,' কেশে গলা পরিষ্কার করে বলতে আরম্ভ করল পিটার হোয়াইটসাইড। 'এমনকি ট্রিপল-ট্রিপল খেলাও খেলতে হয়েছে কখনও কখনও। কিন্তু আর্থার স্যান্ডলারের বিষয়টা তার সবগুলোকে হার মানিয়েছে।' হান্টারের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করল সে।

আরেক টুকরো হাসি উপহার দিল সে মাসুদ রানাকে। চেহারা দেখে মনে হয় ব্রিজ চ্যাম্পিয়নশিপ টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত খেলায় চূড়ান্ত চাল দিতে যাচ্ছে লোকটা। ভাল করেই জানে, হাতের কার্ডগুলো ফেললে তার চ্যাম্পিয়নশিপ ঠেকানোর সাধ্য কারও নেই।

'এত যাকে নিয়ে হৈ-চৈ, লাফঝাঁপ, সে কিন্তু মারা গেছে বহু বছর আগে।'

'হোয়াট!'

'কি বললেন?'

'ওহ গড!'

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার জন্যে খানিক সময় দিয়ে আবার শুরু করল লোকটা। 'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন আপনারা। অনেক আগে মৃত্যু হয়েছে আর্থার স্যান্ডলারের, আই মীন, আসল আর্থার স্যান্ডলারের। এখন যাকে গরুখোঁজা করছি আমরা সবাই মিলে, সে নকল আর্থার।'

'তার মানে?' আর সবার মত বোকা-বোকা চেহারা হয়েছে রানারও। 'খুলে বলুন।'

'ধৈর্য ধরুন। বলছি।' পল হ্যামন্ডের দিকে ফিরল হোয়াইটসাইড। '১৯৫৯ সালে এলিজাবেথ চ্যাটসওয়ার্থকে বিয়ে করার কয়েকদিন পর সেই যে গেল আর্থার, সেটাই তার শেষ যাওয়া। এক্সিটার থেকে সোজা মস্কো রওনা হয়েছিল সে অস্ট্রিয়া হয়ে। কিন্তু সে পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ হয়নি দুর্ভাগ্যবশত, পথের মাঝেই নিহত হয় আর্থার স্যান্ডলার। সোজা কথায় হত্যা করা হয় তাকে। আমি বুঝি না, আপনাদের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস, দুঃখিত, এজেন্সি, এতবড় একটা ঘটনা সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কিছুই জানতে পারল না কেন।'

পা দুটো সামনে ছড়িয়ে হেলান দিয়ে বসে আছে হান্টার। হাত দুটো বুকে বাঁধা। মুখ নিচু করে চেয়ে আছে পেটের দিকে। ব্যাটা আস্ত একটা ভাল্লুক, ভাবল মাসুদ রানা। আবার গলা খাঁকারি দিল হোয়াইটসাইড, নাক টানল। সবার মনের অবস্থা চিন্তা করে তৃপ্তি পাচ্ছে যেন লোকটা।

'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে প্রথম পাউণ্ড জাল করতে আরম্ভ করে আর্থার স্যান্ডলার, আপনারা প্রত্যেকেই তা মোটামুটি জানেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে স্রোতের মত সে টাকা ঢুকতে থাকে ব্রিটেনে। কোত্থেকে আসছে এসব ভেবে কূল পাচ্ছিলাম না আমরা। সে যা হোক, ১৯৪৫ সালের শেষদিকে টাকা জাল করার মেশিনপত্র নিয়ে পালাবার সময় এক দুর্ঘটনায় পড়ে স্যান্ডলারের ট্রাক,

এবং আমরা জেনে গেলাম এ ষড়যন্ত্রের পিছনে কে কে আছে। তখনই স্যান্ডলারের পিছু লাগি আমরা, কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও তাকে আটক করতে ব্যর্থ হই। বিপদ অনুধাবন করার বোধহয় বারোটা ইন্দ্রিয় ছিল তার, কিছু সন্দেহ হলেই গা ঢাকা দিত। এমন সমস্ত জায়গায় গিয়ে লুকিয়ে থাকত, নিজে থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত আঙুল চোষা ছাড়া কোন পথ থাকত না আমাদের।

'যেহেতু যুদ্ধের পর পরই আর্থার পুবে গিয়েছিল বলে জানতে পারি, তাই ওদিকেই আরেকটু বেশি করে নজর দিলাম। রাশিয়ানদের রিক্রুট করতে শুরু করলাম আমরা। সাথে পোলিস, হাঙ্গেরিয়ান ও চেকও ছিল কিছু কিছু। এই করতেই কেটে গেল বেশ কয়েক বছর। বেশ কয়েকজনকে রিক্রুট করে মস্কো পাঠানো হলো আর্থার স্যান্ডলারের খোঁজ পাওয়া যাবে এই আশায়। কিন্তু লাভ হলো না, কেউ কোন খবর দিতে পারল না তার। অবশেষে ১৯৫৭ সালে এক হাঙ্গেরিয়ানকে রিক্রুট করা হলো। যুদ্ধের সময় অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিতে নন কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগ দিয়ে লড়েছে সে রুশদের বিরুদ্ধে। নাম ওয়ালটার যেজিক।

'১৯৪৮ সালে "প্রতিরোধ যুদ্ধের" এক পর্যায়ে রুশ বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে যেজিক। প্রথম দুই বছর হাঙ্গেরিতেই আটক রাখা হয় তাকে, তারপর নিয়ে যাওয়া হয় মস্কোয়। সেখানে মস্তিষ্ক ধোলাই করা হয় তার। কিন্তু যে বিশেষজ্ঞ যেজিকের মস্তিষ্ক ধোলাই করে, পরে জানা গেল সে ছিল আসলে বিশেষ অজ্ঞ। কাজ হয়নি কিছুই তার ধোলাইয়ে। কিন্তু যেহেতু মস্কো জানে হয়েছে, তাকে ওরা মুক্তি দিল, দেশে ফিরে আসার অনুমতি দিল। এবং সে হাঙ্গেরিতে আসার সাথে সাথে…'

'তাকেও আপনারা রিক্রুট করলেন,' বাধা দিল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ।'

'তারপর?'

'তারপর তার মুখে শুনলাম অদ্ভুত এক কাহিনী। মস্কোর বাইরে যে কেন্দ্রে তাকে ধোলাইয়ের কাজ চালানো হয়েছে, সেখানে একই সময়ে আরও একজনকে ধোলাই করা হচ্ছিল। কেজিবির এক এজেন্ট সে, ইয়েভগেনি প্রেমাকভ। তাকে তৈরি করা হচ্ছিল আমেরিকার অভ্যন্তরে কর্মরত আরেক কেজিবি এজেন্ট, কোন এক জার্মান-আমেরিকান ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে পাঠানোর জন্যে।' একটু থামল হোয়াইটসাইড। সবাইকে দেখল। 'বুঝতে পেরেছেন তো?'

চোখে বাঁধ ভাঙা বিস্ময় নিয়ে একযোগে মাথা দোলাল সবাই। পেরেছে।

'ওয়েল। স্যান্ডলারের জীবনী মুখস্থ করানো হচ্ছিল তখন প্রেমাকভকে। তার আগে মস্কোর এক বিখ্যাত ক্লিনিকে প্লাস্টিক সার্জারি করা হয় লোকটির। সেখানে হুবহু আর্থার স্যান্ডলারের চেহারা, কণ্ঠস্বর লাভ করে প্রেমাকভ। জীবনী মুখস্থ করানোর সঙ্গে সঙ্গে তাকে শেখানো হয় কে স্যান্ডলারের আত্মীয়, কে বন্ধু, কবে কার সঙ্গে কোথায় পরিচয় হয় তার ইত্যাদি হাজারো খুঁটিনাটি। বুঝুন তাহলে আমাদের কি অবস্থা তখন! একজনের ঠেলায় বাঁচি না, ওদিকে তৈরি হচ্ছে আরেকজন।

'মরিয়া হয়ে স্যান্ডলারকে ধরার জন্যে জাল পাতলাম আমরা। ইচ্ছে ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে হত্যা করা। তাতে কেজিবির এদিকও যেত ওদিকও যেত।

কিন্তু ব্যর্থ হলাম আমরা। ১৯৫৯ সালের ৩১ অক্টোবর আমাদের জাল ছিঁড়ে পালিয়ে গেল স্যান্ডলার। তার রিক্রুটিং এজেন্ট, দেশপ্রেমিক আমেরিকান উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলসের নির্দেশে অবশ্যই। মস্কো থেকে সতর্ক সঙ্কেত পেয়ে আমাদের তৎপরতার কথা জানতে পারে ড্যানিয়েলস, এবং সরে পড়ার নির্দেশ দেয় স্যান্ডলারকে। তারপর, অস্ট্রিয়ায় পৌঁছানোমাত্র তাকে হত্যা করে রাশিয়ানরা। তার স্থান দখল করে ইয়েভগেনি প্রেমাকভ।

'সে দেশেই কবর দেয়া হয় স্যান্ডলারকে,' নাক টানল হোয়াইটসাইড, চুরুট ধরাল আবার। ধোঁয়ার অভাবে বুকটা খাই-খাই করে উঠতে মাসুদ রানাও একটা সিগারেট ধরাল। 'কিন্তু মরেও শান্তি হলো না বেচারীর।' সুগন্ধি ধোঁয়া ছাড়ল পিটার।

'যেমন?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'এক ডবলকে জায়গা দিতে গিয়ে দুনিয়া ছাড়তে হলো আর্থার স্যান্ডলারকে, আবার মাটির নিচে গিয়েও আরেক ডবল জুটে গেল তার। মানে, জুটিয়ে দিল আর কি রুশরা।'

'সে কি রকম?'

'রুশরা তার জন্যে এক স্পেশাল কফিন তৈরি করল। দোতলা কফিন। নিচের ডেকে রাখা হলো আর্থারকে, ওপরের ডেকে তাদের স্থানীয় দূতাবাসের এক কর্মীকে। আপার ডেক ভরার স্বার্থে লোকটাকে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে হত্যা করেছিল ওরা। এক বাক্সে দু'জনকে কবর দেয়া,' থেমে আপনমনে মাথা দোলাল হোয়াইটসাইড। 'কী বুদ্ধি লাল ভায়াদের! নিখোঁজ একজন মানুষকে কে খুঁজতে যাবে আরেকজনের কফিনের মধ্যে? কেনই বা যাবে?'

স্থির হয়ে বসে আছে মাসুদ রানা। চোখে পলক পড়ছে না। ওদিকে চোখ কপালে স্থায়ী হয়ে আসন নিয়েছে ট্রেজারি এজেন্টের। লেসলির মুখ দেখে মন বোঝার উপায় নেই। হয়তো সেই আর্থার স্যান্ডলারের কথা ভাবছে, যে তার সত্যিকার জন্মদাতা ছিল, ছিল এলিজাবেথ চ্যাটসওয়ার্থের প্রেমিক-স্বামী। যাকে সে চোখের দেখাও দেখতে পায়নি কোনদিন। অথবা হয়তো এই আর্থার স্যান্ডলারের কথা ভাবছে, যে তার পিতার নকল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে দু'-দু'বার হত্যা করতে চেয়েছে তাকে।

'যা হোক,' আবার শুরু করল হোয়াইটসাইড। 'পরে আমরা একদিন রাতের আঁধারে খুঁড়লাম আর্থারের কবর। তার মৃতদেহ বের করে অন্য দেহটা সেখানেই সমাধিস্থ করলাম। এবং আর্থারের দেহ নিয়ে এলাম লন্ডনে, নতুন করে কবর দেয়ার জন্যে। ড্যানিয়েলস যেমন লিন্ডার ডেন্টাল চার্ট মেলাতে গিয়ে বুঝতে পেরেছে যে মেয়েটি লেসলি নয়, আমরাও ঠিক সেভাবে আর্থার স্যান্ডলার সম্পর্কে নিশ্চিত হলাম। এবং তারপর একটা বহুল কর্মময় ইতিহাসকে মাটিচাপা দিয়ে রাখলাম চিরদিনের জন্যে।'

'লন্ডনে কোথায় কবর দেয়া হয়েছে আর্থারকে?' জানতে চাইল হ্যামন্ড।

'আর্ল'স কোর্টে,' রানার দিকে তাকিয়ে বলল পিটার। 'আপনি দেখেছেন সে কবর। লিন্ডার কবরের ঠিক পাশেরটা। বেনামী, অবশ্যই।'

কি যেন ভাবল মাসুদ রানা। 'গির্জার ভেতরে যে লোকটা নজর রাখছিল আমার ওপর, প্রার্থনা করার ছলে, সে কে ছিল?'

'সাজ্ঘাতিক চোখ আপনার,' মুচকি হাসি ফুটল তার মুখে। 'সেই লোকই হচ্ছে যেজিক। ওয়াল্টার যেজিক।'

'কিন্তু লন্ডনে যাকে কবর দিয়েছেন আপনারা অস্ট্রিয়া থেকে বয়ে নিয়ে, সে-ই যে আসল স্যান্ডলার, তার কি প্রমাণ?' বলল হ্যামন্ড।

'নিউ ইয়র্কে স্যান্ডলারের যে দাঁতের ডাক্তার ছিল, তার সাথে আলাপ করলেই প্রমাণ পেয়ে যাবেন। বেশ বয়স হয়ে গেছে তার, কিন্তু প্র্যাকটিস ছাড়েনি এখনও। সে যা হোক, গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট এখনও উল্লেখ করিনি আমি। সেটা হলো, আর্থার স্যান্ডলারকে দিয়েই যখন কাজ চলছিল, তখন প্রেমাকভকে কেন তার রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে পাঠানো হলো? কি প্রয়োজন ছিল তার?

'কারণ একটাই। অবিশ্বাস। আর্থার প্রথমে ছিল জার্মান, পরে হয়েছে আমেরিকান। সে যে কখনও রাশিয়ার প্রতি আনুগত্য ছেড়ে আর কোনদিকে ঝুঁকবে না, তার কোন নিশ্চয়তা ছিল না বলেই ওই পথ বেছে নেয় মস্কো। ওরা নিজেদের মাস্টার এনগ্রেভারের সাহায্যে নিজেদের ইচ্ছেমত কাজ করবে বলেই এই প্ল্যান বাস্তবায়নে হাত দেয়।

'আমেরিকার মাটিতে বসে প্রথম যখন আবার পাউণ্ড তৈরির কারখানা চালু করে স্যান্ডলার, সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন সরকারকে অনুরোধ করি আমরা তাকে আমাদের হাতে তুলে দিতে। কিন্তু দিল না ওয়াশিংটন। আমরা বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও। কি বলেন, মিস্টার হ্যামন্ড? ঠিক কি না?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল ট্রেজারি এজেন্ট।

'অতএব বাধ্য হয়ে এ সমস্যা সমাধানের ভার আমরা নিজেদের কাঁধে তুলে নিলাম। কিন্তু সমস্যা হয়ে গেল অন্যদিকে। নিউ ইয়র্কে আর্থারের পরিচালক, তার রিক্রুটিং সার্জেন্ট, কি ভাবে যেন টের পেয়ে গেল আমাদের এ তৎপরতার কথা। সতর্ক করে দিল সে প্রেমাকভকে, গা ঢাকা দিতে বলল। এবং তার জায়গায় দ্বিতীয় ডবল খাড়া করে ফেলল সে প্রায় রাতারাতি। এসব অবশ্য তখন জানতাম না আমরা। কাজেই ভুল করে প্রেমাকভের ডবলকে গান ডাউন করলাম আমরা ১৯৬৪ সালের ১৩ নভেম্বর।'

'অর্থাৎ তাকে হত্যা করলেন,' বলল হ্যামন্ড মন্তব্যের সুরে।

লোকটার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল হোয়াইটসাইড। 'আমরা যখন যার যার পিস্তলের ম্যাগাজিন তার বুকে খালি করে ফিরে গিয়ে গাড়িতে উঠি, তখন প্রাণ ছিল না লোকটার,' অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলল সে। তারপর লেসলির দিকে ফিরল।

'এরপর দেখা দিল নতুন আরেক সমস্যা। তোমাদের পরিবারকে ঘিরে তোমার বাবা নিজের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়গুলো আজীবন গোপন রেখেছিল, জানায়নি কাউকেই। এমনকি ড্যানিয়েলসকে পর্যন্ত না। অতএব কারও পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না যে আর্থার স্যান্ডলার এক্সিটারে তোমার মার প্রেমে পড়েছে, এমনকি বিয়ে পর্যন্ত করে ফেলেছে এলিজাবেথকে। তার হত্যাকাণ্ডের

কয়েক বছর পর স্যান্ডলার এস্টেটে তোমার মার লেখা একের পর এক চিঠি আসতে আরম্ভ করে, আর্থার স্যান্ডলারের নামে। তখনই নিজের বিপদ টের পেয়ে যায় ছদ্মবেশী স্যান্ডলার। বুঝে ফেলে দ্রুত এর একটা বিহিত করা না গেলে ফেঁসে যাবে সে। তার সাধের এস্টেট চলে যাবে তোমার মার দখলে।

'অতএব প্রথম সুযোগেই ইউরোপ এসে হাজির হয় সে। হত্যা করে তোমার মাকে। ঘটনাটা দেখে ফেলে এক ছোট্ট মেয়ে। তার মেয়ে নয়, যার পরিচয়ের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে সে, সেই আসল স্যান্ডলারের মেয়ে। তাকেও হত্যা করতে চেয়েছিল সে, কিন্তু ব্যর্থ হয় অল্পের জন্যে। বাধ্য হয় পালিয়ে যেতে। কিন্তু মেয়েটিকে শেষ করার আশা হয়তো এখনও রাখে সে। কে জানে!'

চুপ করে আছে প্রত্যেকে। যার যার চিন্তায় ডুবে আছে। বেজমেন্টের আওয়াজ আগের থেকে আরও জোরাল শোনাচ্ছে এখন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল পিটার হোয়াইটসাইড। 'রাশিয়ানদের পরিকল্পনা ছিল এক কথায় অতুলনীয়। আমাদের সেরা এনগ্রেভারকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজেদের সেরা এনগ্রেভারকে প্রতিষ্ঠিত করে ওরা। আমাদের একজনের ভেতর ঢুকিয়ে দেয় ওদের একজনকে। আফসোস! তার চেয়েও বড় আফসোস, আমেরিকার মাটিতে বসে বছরের পর বছর তাদের রিক্রুটিং সার্জেন্টের অভিনয় করে গেছে যে মানুষটি, সে যে আসলে রুশ রিক্রুটিং সার্জেন্ট ছিল, সিআইএ ঘুণাক্ষরেও তা টের পায়নি। আজও পর্যন্ত জানে না ওরা সে খবর।'

মাথা আপনাআপনি নত হয়ে এল পল হ্যামন্ডের। লজ্জা রাখার জায়গা পাচ্ছে না বোধহয়। লাল চেহারা আরও লাল দেখাচ্ছে।

'কেমন লাগল গল্পটা, মিস্টার রানা?'

'আমি অন্য একটা কথা ভাবছি।'

'কি?'

'যে মানুষ ডবল স্থাপন করে বাঁচিয়ে দিল প্রেমাকভকে, সে কেন লেসলির বেঁচে থাকার কথা গোপন করে গেল সবার কাছে? এমনকি লেসলি যার প্রাণের শত্রু, সেই প্রেমাকভের কাছে পর্যন্ত?'

ঠোঁট মুড়ে ভাবল হোয়াইটসাইড কয়েক মুহূর্ত। মাথা দোলাল। 'সত্যি! ভেবে দেখার মত বিষয় বটে। কি হতে পারে এর কারণ, ভালবাসা? অথবা করুণা?'

উত্তর দিল না মাসুদ রানা। ভাবছে।

'আমার ডিপার্টমেন্ট আপনার ''কনফার্মেশন ম্যাটেরিয়াল'' দেখতে চাইতে পারে, মিস্টার পিটার,' অনেকক্ষণ পর মিনমিনে কণ্ঠে বলল হ্যামন্ড।

'আমি প্রস্তুত।'

ছয়

মাসুদ রানার প্রশ্নটা মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করল খানিক লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। আগেও বহুবার ভেবেছে সে এ নিয়ে, কিন্তু জবাব খুঁজে পায়নি। সত্যিই তো, কেন

এমন কাজ করল মানুষটা? কেন নিজহাতে গড়া স্যান্ডলাররূপী প্রেমাকভকে এক্সপোজ করার আয়োজন করে রেখে গেল সে মরার আগে? তার মৃত্যুর পর নিশ্চই প্রেমাকভের ওপরই বর্তেছিল কেজিবির নিউ ইয়র্ক রিক্রুটিং সার্জেন্টের দায়িত্ব, সেই নেটওয়ার্ককেও ধ্বংসের মুখে দাঁড় করিয়ে রেখে গেল ড্যানিয়েলস, কেন? প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে? তার ওপর কোন অবিচার করেছিল মস্কো কখনও? এ প্রশ্নের উত্তর কি পাওয়া যাবে কোনদিন? কে জানে!

'যাক,' বলে উঠল ট্রেজারি এজেন্ট। 'স্যান্ডলার সমস্যা মিটল তাহলে।'

'মোটেই না,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল লেসলি। 'তার প্রেতাত্মা প্রেমাকভ রয়ে গেছে এখনও। স্যান্ডলার নয়, গত দুই দশকেরও বেশি সময় প্রেমাকভই পালন করে গেছে তার দায়িত্ব, দু'বার তার হাতেই মরতে মরতে বেঁচে গেছি আমি।'

'সে তো বটেই, সে তো বটেই,' মেয়েটি রেগে গেছে বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বলল সে। 'আমি সে ভাবে মীন করিনি আসলে।'

হোয়াইটসাইড মুখ খুলল। 'তাহলে আমরা এখন সবাই জানি, আমরা কাকে খুঁজব। কে তৈরি করছে নকল ডলার, কে হত্যা করতে চায় লেসলিকে, আই মীন চেয়েছিল। তার বদলে হত্যা করেছে নিরপরাধ একটি মেয়ে লিন্ডাকে, এবং এলিজাবেথকে। আর্থার স্যান্ডলার নয়, সে হচ্ছে তার পরিচয়ধারী আরেক স্পাই, ইয়েভগেনি প্রেমাকভ।'

'শিওর,' মাথা ঝাঁকাল হ্যামন্ড।

সবাইকে একযোগে ওর দিকে ঘুরে তাকাতে দেখে মুখ খুলতে যাচ্ছিল মাসুদ রানা, এই সময় নিচের মেঝে খোঁড়ার আওয়াজ থেমে গেল। অস্বাভাবিক নীরবতা নেমে এল স্যান্ডলার ম্যানসনে। হ্যামন্ডের কর্মীদের একজন সেলারের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল গ্রাউন্ড ফ্লোরে। ধুলোবালিতে চেহারা দর্শনযোগ্যতা হারিয়েছে তার, প্রচণ্ড ক্লান্তিতে লোকটার সোজা হয়ে দাঁড়াতেও কষ্ট হচ্ছে। যদিও তা চেপে রাখার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন সে।

'একটা কাঠের বাক্স পেয়েছি আমরা, স্যার,' বলল লোকটা। 'কফিনের মত লাগছে। নয় ফুট বাই তিন ফুট।'

সবাই আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। একটা নোংরা রুমাল বের করে মুখ মুছল সে, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল।

'আর?' বলল হ্যামন্ড।

'ওটা বের করতে আরও এক ঘণ্টা সময় লাগবে।'

'অল রাইট। চালিয়ে যাও।'

লোকটা চলে যেতে রানার দিকে ফিরল হোয়াইটসাইড। 'ব্যাপারটা কি?'

সংক্ষেপে বলল মাসুদ রানা।

'আই সী।' নাক টানল লোকটা।

আবার নীরবতা নেমে এল ডাইনিংরুমে। ওদিকে বেজমেন্টে আবার নতুন করে শুরু হলো খোঁড়াখুঁড়ি। লেসলির দিকে তাকাল মাসুদ রানা, ওর কথা ভাবল। ভাবল নিজের কথা। হোয়াইটসাইড, হ্যামন্ড, হান্টারসহ অন্য সবার কথা ভাবল, স্নায়ুযুদ্ধের কথা ভাবল। কী অদ্ভুত যোগাযোগ! স্নায়ুযুদ্ধ নামের অদৃশ্য এক দানব

ওদের এবং আরও অনেকের জীবনকে এভাবে বেঁধে ফেলবে এক সুতোয়, কে জানত? কে ভেবেছে ওদের সবাইকে একদিন পোড়ো স্যান্ডলার ম্যানসনের ডাইনিংরুমে বসে ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে? মানুষ ভাবে সে-ই নিজের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে বুঝি, অথচ···।

বেজমেন্টের বিরতিহীন কংক্রিটের সাথে ইস্পাতের সংঘর্ষের আওয়াজ শুনতে শুনতে বিষয়টা নিয়ে আরও গভীরভাবে ভাবল মাসুদ রানা। স্নায়ুযুদ্ধ এবং তার পরিণতি—কোরিয়া, ম্যাকারথিজম, বার্লিন ওয়াল, হাঙ্গেরি, চেকোস্লোভাকিয়া, রুডলফ অ্যাবেল। কিউবা, ইউ-টু ফ্লাইট আর ভিয়েতনাম। তার সাথে যোগ হয়েছে মাসুদ রানা ও লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম অধ্যায়। নিজেরা নিজেদের জড়িত করেনি ওরা এর সাথে। জড়িত হয়ে গেছে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায়। স্রেফ দুই পরাশক্তির ইজমের কারণে।

উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা। 'অন্য ফ্লোরগুলোয় চোখ বোলাতে যাচ্ছি আমি।'

'আমিও যাব,' বলল লেসলি। আসন ছেড়ে পিছু নিল সে রানার। হোয়াইটসাইডের দিকে তাকাল হান্টার। চোখে নীরব অনুমতি প্রার্থনা। 'তুমিও যেতে চাও?' বলল পিটার। 'যাও তাহলে।'

দোতলা সফর শেষ করে তিনতলায় উঠে এল রানা-লেসলি। আসবাব আর জিনিসপত্রে ঠাসা প্রতিটি রুম। ঘুরে ঘুরে দেখার ফাঁকে দেয়াল আর হলওয়ে প্যানেলগুলোর ওপর তীক্ষ্ণ নজর বোলাল মাসুদ রানা। যদি কোন কিছু চোখে পড়ে, যদি কিছু আবিষ্কার করা যায়, সেই আশায়। প্রতিটি রুমেই দেয়াল ঘড়ি আছে একটা করে, কোনটিই এ শতকের নয়। অসম্ভব দামী একেক চীনা মাটির সেট, চেয়ে দেখার মত জিনিস, তারও কোনটা এ শতকের বলে মনে হয় না দেখে। ওপরের ফ্লোরে ভারি পায়ের আওয়াজ শুনে উঠে এল রানা ও লেসলি। হান্টার। দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে লোকটা।

যা দেখে, তার সামনেই দু'এক মিনিট ব্যয় করছে সে থেমে দাঁড়িয়ে। পিছনে পায়ের আওয়াজ শুনে ঘুরে তাকাল। ওদের দেখে দাঁত দেখাল বন-জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে। 'একেবারে নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত,' প্রথমে অনির্দিষ্ট লক্ষ্যের উদ্দেশে, তারপর মাসুদ রানার দিকে তাকিয়ে বলল লোকটা। 'প্রতিটি ইঞ্চি সার্চ করতে হবে এ বাড়ির।'

ওরা কোন মন্তব্য করল না। তবে মতামত আশা করছিল সে ওদের, বোঝা গেল হান্টারকে হতাশা প্রকাশের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাতে দেখে। ঘুরে ম্যানসনের শেষ ফ্লোর, পাঁচতলার দিকে চলল সে। চারতলা ঘুরে দেখে রানা আর লেসলিও উঠে এল ওপরে। প্রশস্ত সিঁড়ির শেষ ল্যান্ডিঙে দুই কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল লোকটাকে। নজর আকাশে। তার সামনেই কাঠের সিঁড়ি, সরু তবে অস্বাভাবিক দীর্ঘ। সোজা চিলেকোঠায় গিয়ে ঠেকেছে প্রায় খাড়া সিঁড়িটা।

'ওপরটা একবার দেখা দরকার,' রানার দিকে তাকিয়ে বলল হান্টার 'যাবেন?'

জিজ্ঞাসু চোখে লেসলির দিকে তাকাল মাসুদ রানা। নেতিবাচক মাথা দোলাল সে। 'এখন থাক। পরে যাব।' হান্টারকে কিছু বলার প্রয়োজন মনে করল না রানা

'ঠিক আছে। আমি একাই যাচ্ছি।' প্রথম ধাপে গোদা ডান পা তুলে দিল হান্টার। তীব্র প্রতিবাদ জানাল পুরানো কাঠের সিঁড়ি। পাত্তা না দিয়ে দেহের সমস্ত ভার চাপাল সে ওটার ওপর। তারপর অন্য পা তুলল পরের ধাপে। তারপর তৃতীয় ধাপে। ত্রিশ ধাপের সিঁড়ি, গুণে দেখল মাসুদ রানা। অস্বাভাবিক।

লিভিংরুমে যাওয়ার জন্যে পা চালাল ওরা। হান্টার ততক্ষণে দশ-বারো ধাপ উঠে গেছে। একটু পর পল হ্যামন্ডও এসে যোগ দিল ওদের সাথে। চোখ তুলে হান্টারকে দেখল সে, তারপর রানাকে কিছু বলার জন্যে মুখ খুলল, এই সময় শব্দটা কানে এল মাসুদ রনার। কেমন এক কড়কড় শব্দ, গোড়া কাটা গাছ মাটিতে পড়ার আগে যেমন আওয়াজ করে তেমনি। পরক্ষণেই বেড়ে গেল আওয়াজটা। প্রথমে বুঝতে পারল না রানা কোনদিক থেকে আসছে ওটা, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হান্টারের দিকে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে ঘটতে শুরু করল ব্যাপারটা।

প্রতিটি সংযোগ খুলে গেছে কাঠের সিঁড়িটার, ধাপগুলো খসে পড়তে আরম্ভ করেছে, সেই সাথে চার মণ ওজনের হান্টারও সবেগে রওনা হয়েছে নিচের দিকে। কার্ডবোর্ডের তৈরি সিঁড়ি ছিল যেন ওটা, শূন্যে পাক খেতে খেতে নেমে আসছে ধাপগুলো। সতেরো-আঠারো ধাপ পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল হান্টার। ধাপগুলোকে জায়গায় ধরে রাখার অসংখ্য কাঠের খিল বাতাসে উড়ছে দেখতে পেল মাসুদ রানা। তার মানে সিঁড়িটা ছিল ফাঁদ।

কেবল সিঁড়িই নয়, তার সাথে ওপরের কাঠের সাপোর্টিং, বেশ কিছু ভারি বরগা ইত্যাদিও খসে পড়তে শুরু করেছে দেখা গেল। এক মুহূর্ত মাত্র, ওজনদার দেহ নিয়ে ধড়াস করে আছড়ে পড়ল হান্টার, সংঘর্ষের প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে থর থর করে কেঁপে উঠল পুরো বাড়ি, শব্দটা হলো অসম্ভব জোরাল, ওটা যে কংক্রীটের সাথে হাড়-মাংসের, বিশ্বাস করা কঠিন। ভাবাই যায় না।

প্রথমে পড়ল হান্টার, তার ওপর এক এক করে বীম, ধাপ, সিঁড়ির অবশিষ্ট অংশ এবং ধুলোবালি ইত্যাদি। প্রায় জ্যান্ত কবর হয়ে যাওয়ার জোগাড় হলো তার। বিশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে ঘটনার আকস্মিকতায় জমে গিয়ে দেখল ওরা পুরো দৃশ্যটা। ঘটতে যত সময় লাগল, আসলে তার চাইতে অনেক বেশি লেগেছে বলে মনে হলো সবার। অনেকটা শ্লো-মোশন ছায়াছবির মত।

হান্টারেরও একই অনুভূতি হলো। পুরোটা ঘটতে সময় লাগল মাত্র তিন সেকেন্ড, কি তারও কিছু কম। অথচ মনে হলো যেন কয়েক মিনিট। এবং সিঁড়ি ভেঙে পড়ার আগমুহূর্তে সে-ও বুঝতে পারে যে ওটা আসলেই ফাঁদ ছিল, তার মতই অনুসন্ধানী বহিরাগতের জন্যে সযত্নে পেতে রাখা। অবশ্য পরমুহূর্তের অনুভূতিটা অন্য রকম হলো তার। সারা দেহে অসহ্য তীব্র বেদনা পাগল করে ফেলল তাকে। খসে পড়া কাঠ-বীমের আঘাত দুই পায়ের ব্যথার তুলনায় যেন কিছুই নয়।

দুই পায়েরই গোড়ালি আর থাই বোন চুরমার হয়ে গেছে হান্টারের। অকল্পনীয় যন্ত্রণায় চোখ ভেসে যাচ্ছে তার পানিতে। আহত বাঘের মত চেঁচাচ্ছে সে ঘরদোর ফাটিয়ে। দেহের নিচে দুই পা অসম্ভব এক ভঙ্গিতে দুমড়ে মুচড়ে আছে। দেখতে দেখতে মেঝেতে রক্তের পুকুর তৈরি হয়ে গেল হান্টারকে ঘিরে।

তার চিৎকার আর গোঙানিতে ভারি হয়ে উঠল ঘরের পরিবেশ। অনবরত চেঁচিয়ে চলেছে মানুষটা। ভাঙাচোরা এক পুতুলের মত লাগছে তাকে। ছুটে এল মাসুদ রানা। পিছন পিছন হ্যামন্ড ও লেসলি।

ব্যস্ত হাতে ওপরের জঞ্জাল সরাতে আরম্ভ করল রানা, হ্যামন্ডও হাত লাগাল সাথে। এই সময় হাঁপাতে হাঁপাতে নিচ থেকে উঠে এল হোয়াইটসাইড। সামনের দৃশ্য দেখে চোখ কপালে উঠল তার। 'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?'

জবাব না দিয়ে যে যার কাজ করে যেতে লাগল ওরা। রানা-হ্যামন্ডের তুলে আনা কাঠ ইত্যাদি একটু দূরে নিয়ে রেখে আসছে লেসলি।

'ও মাই গড!' সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা ওটা হান্টার বুঝতে পেরে আঁতকে উঠল হোয়াইটসাইড। এত রক্ত দেখে চক্কর দিয়ে উঠল মাথার মধ্যে। 'কেমন করে ঘটল···?'

'সিঁড়ি ধসে,' ইঙ্গিতে তাকে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করল লেসলি।

পাশে রাখা একটা লণ্ঠন নিয়ে তাড়াতাড়ি হান্টারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল বৃদ্ধ। তার ফ্যাকাসে চেহারা আর নাকেমুখে অসংখ্য রক্তাক্ত কাটাকুটির দাগ দেখে থ মেরে গেল। কি করবে বুঝতে পারছে না।

'একে এখনই হাসপাতালে নেয়া দরকার,' লোকটার পা দুটোর ওপর সংক্ষিপ্ত নজর বুলিয়ে ঘোষণা করল মাসুদ রানা। 'এক্ষুণি।'

'পা ভেঙে গেছে নাকি?' ব্যগ্র গলায় জানতে চাইল হোয়াইটসাইড।

'গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে।'

হান্টারের মুখ দেখে শিউরে উঠল লেসলি, ভয়ঙ্কর চেহারা হয়েছে লোকটার। তার ফাঁদে পড়া আহত পশুর মত গোঙানি শুনে গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেল ওর। এত রক্ত থাকতে পারে মানুষের দেহে, ছোট বেলায় একবার দেখেছে লেসলি, বাথরুমে জবাই হওয়া তার মায়ের রক্ত। আর দেখল আজ। কলজে হিম হয়ে এল ওর। লোকটার দুই পা আর কোনদিন স্বাভাবিক কাজ করবে বলে মনে হলো না।

'কিন্তু এই অবস্থায় একে নিচে নামানো যায় কি করে?' রানার দিকে তাকাল পল হ্যামন্ড। 'ঝাঁকি লাগলে···'

'স্ট্রেচার তৈরি করতে হবে।' উঠে গেল মাসুদ রানা। ভেতরের দিকের কয়েকটা জানালার পর্দা ছিঁড়ে নামিয়ে আনল। খসে পড়া প্যানেলিঙের কাঠ থেকে দুটো সরু, লম্বা দেখে খণ্ড বেছে নিয়ে লেগে পড়ল কাজে। 'আপনি নিচে যান,' হ্যামন্ডকে বলল ও। 'কাউকে বাইরে পাঠিয়ে দিন। টেলিফোন করে অ্যাম্বুলেন্স আনান তাড়াতাড়ি।'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি,' পড়িমরি করে ছুটল ট্রেজারি এজেন্ট।

হান্টারের গোঙানির আওয়াজ অনেক কমে এসেছে। চেঁচানোর শক্তি নেই। যন্ত্রণায় ছটফট করছে সে। সারামুখ রক্ত, ঘাম আর ধুলোবালি মেখে যাচ্ছেতাই হয়েছে দেখতে। তার পাশে অসহায়ের মত হাঁটু মুড়ে বসে আছে হোয়াইটসাইড।

ওপর থেকে কি যেন একটা পড়ল রানার মাথার ওপর। হালকা। হাত তুলে ধরল ওটা রানা, নিয়ে এল চোখের সামনে। কাগজ! চোখ কোঁচকাল রানা, চার কিনারা সুন্দর করে ছাঁটা ছোট এক খণ্ড কাগজ। সাধারণ কাগজ নয়, ধরামাত্র টের

পেল ও, অসাধারণ। কোত্থেকে এল? হতভম্ব হয়ে ওপরদিকে তাকাল মাসুদ রানা। সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুস্থির হয়ে গেল। আরও কয়েকটা কাগজের টুকরো ভেসে ভেসে, পাক খেয়ে খেয়ে নেমে আসছে ঝরা পাতার মত। চিলেকোঠা থেকে।

'কি ওটা, রানা?' জানতে চাইল লেসলি।

উত্তর দিল না ও, হাঁ করে চেয়ে থাকল ওপরদিকে। টুকরোগুলো মেঝেতে পড়ল। ওগুলোও সাদা। দামী, টেক্সচারড কাগজ। বিভিন্ন মুদ্রামানের ডলার বিল আকারের, ছাপানোর জন্যে প্রস্তুত। চিলেকোঠার ফ্লোরবোর্ড ধসে পড়া অংশ গলে বেরিয়ে এসেছে ওগুলো।

খানিক বিরতি দিয়ে আবার আরম্ভ হলো। বৃষ্টির মত ঝরে পড়তে লাগল হাজার হাজার কাগজের টকুরো। এগুলোর বেশির ভাগের একদিক ছাপা, অন্য পিঠ ধপধপে সাদা, তুলে ফেলা হয়েছে বেমালুম। একটু একটু করে পতনের বেগ এবং কাগজের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। ওরা সবাই, এমন কি হান্টার পর্যন্ত ব্যথা ভুলে হাঁ করে চেয়ে আছে সেদিকে। সবার চোখ চিলেকোঠার দিকে আঠা দিয়ে সেঁটে রেখেছে কেউ যেন। শ্বাস নিতেও ভুলে গেছে ওরা।

'হোয়াট ইন হেভেন...!' বাক্যটা শেষ করতে পারল না হোয়াইটসাইড।

দু'দিক ছাপা দশ, বিশ, পঞ্চাশ ও একশো ডলারের বিল পড়ছে তো পড়ছেই। এর যেন কোন শেষ নেই। ঝকঝকে পরিষ্কার ছাপা, কড়কড়ে নোট। সদ্য বাজারে ছাড়া ট্রেজারি নোট যেন। পুরো ল্যান্ডিং, সিঁড়ি, লিভিংরূমের একাংশ ছেয়ে গেছে ডলারে ডলারে। এরমধ্যে নিচের কাজ সেরে উপরে ফিরে এল হ্যামন্ড। সিঁড়িগোড়ায় বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে পড়ল সে সামনের অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে। বুকের ভেতর হাতুড়ির ঘা পড়ছে তার।

একটা নোট তুলে চোখের সামনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল হ্যামন্ড। হ্যাঁ, এই সেই জাল ডলার, যার নমুনা তাকে দেয়া হয়েছিল ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট থেকে। এতদিনে, ভাবল সে, এতদিনে তাহলে উৎসের সন্ধান পাওয়া গেল। বোঝা গেল কোত্থেকে বাজারে বের হয় এসব। আবার চোখ তুলল হ্যামন্ড, এখনও ঝরছে ডলার, ধীরগতি তুষারপাতের মত।

'জলদি করুন,' রানার কথায় ধ্যান ভাঙল ওদের। 'তাড়াতাড়ি নিচে নামানো দরকার একে। আমাকে সাহায্য করুন।'

এক ঘণ্টা নয়, প্রায় তিন ঘণ্টা লেগে গেল বাক্সটা গর্ত থেকে বের করতেই। এমনভাবে ঢালাই করা হয়েছিল ওটার চারপাশ এবং ওপরটা, জোর খাটিয়ে বের করতে গেলে ক্ষতি হতে পারত বাক্সের, গায়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ মার্কিং থাকলে ঘষা লেগে নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি ছিল। তাই বিশেষ করে ওটার চারপাশ কংক্রীটের বাঁধনমুক্ত করতে দু'ঘণ্টা সময় বাড়তি নষ্ট হলো।

এরমধ্যে হান্টারের অসম্ভব ভারি দেহটা বহু কসরত করে নিচে নামিয়ে এনেছে রানা আরও কয়েকজনের সাহায্যে। সবাই যে পথে ম্যানসনে ঢুকেছে, সেই পথেই বের করা হলো তাকে। ওই পথে স্ট্রেচারে করে এক আহতকে বয়ে নিয়ে এইটি এইটথ স্ট্রীটে পৌঁছানো, তাও হান্টারের মত চারমণী একজনকে, কী

ভয়ানক দুঃসাধ্য সাধন, হাড়ে হাড়ে টের পেল ওরা।

নিজেদের পে-বুকের এক ডাক্তারকে তার চিকিৎসার ভার দিয়েছে পল হ্যামন্ড। যে এ জাতীয় এমার্জেন্সির জন্যে সদাপ্রস্তুত এবং ভাঙা হাড়গোড় জোড়া লাগাতে সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অদ্বিতীয়। হ্যামন্ডের ফোন পেয়েই প্রস্তুত হয়ে গেছে সে। ধরাধরি করে অপেক্ষমাণ অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হলো হান্টারকে। প্রচুর রক্ত হারিয়ে একেবারে নির্জীব হয়ে গেছে তখন লোকটা। দেখতে লাগছে বিশাল এক পঙ্গু ভালুকের মত।

ডান হাতে চোখ ঢেকে চিত হয়ে পড়ে আছে স্ট্রেচারে। প্রাণপণ চেষ্টা করছে গোঙানি ঠেকাতে, কিন্তু পারছে না। ভেতর থেকে আপনাআপনি উঠে আসছে ওটা। এখনও কি করে লোকটা সজ্ঞান আছে ভেবে অবাক লাগছে পল হ্যামন্ডের। ও আদৌ মানুষ কি না, তাই ভাবছে সে এখন।

'আপনারা কে যাবেন এর সাথে, জলদি উঠুন!' তাড়া লাগাল অ্যাম্বুলেন্সের সাথে আসা ডাক্তারের সহকারী।

মাসুদ রানার দিকে তাকাল পিটার হোয়াইটসাইড, তারপর হ্যামন্ডের দিকে।

'কিছু বলবেন?' প্রশ্ন করল রানা।

ঘুরে ম্যানসনের দিকে তাকাল লোকটা। 'ওর সঙ্গে আমারই যাওয়া উচিত, কিন্তু এদিকে থাকাটাও কম জরুরী ছিল না।'

'এদিকের অগ্রগতির খবর আমি ফোনে জানাব আপনাকে,' আশ্বস্ত করল তাকে রানা। 'কিচ্ছু ভাববেন না। আমাদের ওপর আস্থা রাখতে পারেন আপনি।'

'না, ঠিক তা নয়। ভাবছি, হান্টারের অপারেশন হয়ে গেলেই আমি চলে আসব। শত হলেও...'

'অপারেশন শেষ হতে সময় লাগবে প্রচুর,' বলল ও। 'ততক্ষণ আমরা এখানে থাকব বলে মনে হয় না। তবে যাই করি, আপনাকে জানাব আমি। অহেতুক দুশ্চিন্তা করবেন না।'

তবু দ্বিধা কাটতে চায় না হোয়াইটসাইডের। অবশ্য হান্টারের আরেকটা আর্ত গোঙানি কানে যেতেই ব্যস্ত হয়ে উঠল সে, উঠে পড়ল গাড়ির পিছনে। 'ঠিক আছে,' একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল। 'আমি আপনার ফোনের অপেক্ষায় থাকব।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। অ্যাম্বুলেন্সের বিলীয়মান ব্যাক লাইটের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল হ্যামন্ড, 'ব্যাটা আপনাকে বিশ্বাস করেনি! ও কথা বলার কি প্রয়োজন ছিল তাকে শুধু শুধু?'

'কোন কথা?'

'ওই যে বললেন, হান্টারের অপারেশন শেষ হওয়া পর্যন্ত এখানে থাকব না আমরা?'

'ও,' হাসল মাসুদ রানা। তারপর মাথা দোলাল। 'শুধু শুধু বলিনি, সত্যিই বলেছি। আমার অন্তত তাই ধারণা।'

'কি রকম?'

'আগে কফিনটা খোলা হোক। তারপর নিশ্চিত হয়ে বলা যাবে। চলুন, ফেরা যাক। ওদিকে কতদূর হলো দেখতে হবে।'

ফিরে এল ওরা স্যাডলার ম্যানসনে। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে আগেই। তখনও বাক্সটা তোলা সম্ভব হয়নি। অধীর প্রতীক্ষায় থাকল সবাই। ঘড়ির কাঁটা যত এগোয়, ওদের উত্তেজনাও ততই বাড়ে। ওপরের ডলারের গুদামের কথা খেয়াল নেই কারও তেমন, কফিনটাই এখন সবার প্রধান চিন্তা। এমনকি হ্যামন্ডেরও ডাইনিং রুমে বসে আছে সে টেবিলে মাথা রেখে। একটু ঘুমের জন্যে চোখ, সর্বাঙ্গ ক্রমাগত নীরবে চিৎকার করছে তার, অথচ চোখ বুজলেই পালিয়ে যায় ঘুম।

মাসুদ রানা আর লেসলিও বসে আছে তার মুখোমুখি, টেবিলের ওপাশে কখন নিচ থেকে ডাক আসে সেই আশায়। অবশেষে এল ডাক। দ্রুত বেজমেন্টে নেমে এল ওরা। উত্তেজনায় ভেতরে ভেতরে ছিলার মত টান হয়ে আছে মাসুদ রানা, কিন্তু ভাবটা লুকিয়ে রেখেছে সযত্নে। কেমন এক অদ্ভুত অনুভূতির সাড়া পাচ্ছে ও নিজের ভেতর। এমন এক অনুভূতি, অন্যকে বোঝানো দূরে থাক, ও নিজেই বুঝে উঠতে পারছে না। তবে রানার মন বলছে, ও বোধহয় জানে কি আছে ওই কফিনের ভেতর।

সমাধিক্ষেত্রে এসে দাঁড়াল রানা, লেসলি ও হ্যামন্ড। কথা নেই কারও মুখে। হাজার হোক, মৃতকে নিয়ে এমন টানাটানি খুব একটা প্রীতিকর কাজ নয়। গর্তটার দু'পাশে স্তূপ হয়ে আছে কংক্রিটের ছোট-বড় খণ্ড, সুরকি, বালি ইত্যাদি।

ওগুলো দেখল হ্যামন্ড। লেসলির দিকে তাকাল। 'চিন্তা কোরো না। প্রাইভেট প্রপার্টির যথাযথ সম্মান দিতে জানি আমরা। কাজটা শেষ হলে এ জায়গা নতুন করে মেরামত করে দেয়া হবে!'

উত্তরে কেবল কাঁধ ঝাঁকাল লেসলি। কিছু বলল না।

'অবশ্য,' চতুর একটুকরো হাসি দিল ট্রেজারি এজেন্ট, মাসুদ রানার দিকে তাকাল এক পলক। 'কফিনের ভেতর ইন্টারেস্টিং কিছু যদি থাকে, সেটা হয়তো তখন গর্তে থাকবে না। তবে বাক্সটা থাকবে, তাতে সন্দেহ নেই।'

'হু কেয়ারস?' মৃদু কণ্ঠে বলল মেয়েটি।

ওক কাঠের ভারি বাক্সটা তোলা হলো ওপরে। বহু বছর কংক্রিটের সংস্পর্শে থেকে রং ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওটার। খননকারীদের একজন খুঁজেপেতে সরু মাথাওয়ালা একটা লোহার রড নিয়ে এল বেজমেন্টের স্টোর থেকে। ওটা লিভারের মত ব্যবহার করে কফিনের ঢাকনার পেরেকগুলো আলগা করা হলো।

ওটার মাথার দিকে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। বুকের ভেতর ক্রমাগত হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে ওর। হাতের তালু ঘেমে উঠছে ঘন ঘন, গলা শুকিয়ে আসছে। হাতের আলোটা উঁচু করে ধরে আছে রানা। কফিনের পায়ের কাছে রয়েছে লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। বাক্সটার চাইতে মাসুদ রানাকেই বেশি দেখছে সে। মনে হলো উত্তেজনায় মৃদু মৃদু কাঁপছে মাসুদ রানা।

পেরেক আলগা করার কাজ শেষ হতে ঢাকনার দুই মাথা ধরল দু'জন খননকারী, ওপর দিকে টান দিল জোরে। ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলল ওক কাঠ, যেন শান্তি ভঙ্গ করার কারণে বিরক্তি প্রকাশ করছে। প্রথম দফা ব্যর্থ হলো লোক দুটো।

'আরও জোরে,' রুদ্ধশ্বাসে বলল হ্যামন্ড।

হ্যাঁচকা টান না মেরে হাতের চাপ একটু একটু করে বাড়াল তারা ঢাকনায়

ওপর। কয়েক মুহূর্ত অনড় থাকল ওটা, তারপর আচমকা উঠে এল। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রী একটা দুর্গন্ধ ভক্ করে ধাক্কা মারল সবার নাকে। দ্রুত এক পা পিছিয়ে গেল লেসলি। হাত দিয়ে নাকের সামনে বাতাসে ঝাপটা মারল সে কয়েকবার, আবার এগিয়ে এল।

ঘরের প্রতিটি চোখ লেপটে আছে কফিনের ভেতর। শূন্য দুই অক্ষিকোটরের ওপর। দৃষ্টিহীন চাউনিতে ওদের সবাইকে দেখছে ভীতিকর কালো গর্ত দুটো। স্তম্ভিত চোখে সবাই চেয়ে আছে স্যুটেড-বুটেড কঙ্কালটার দিকে। যার-ই হোক, মৃত্যু যখন তাকে আচমকা আলিঙ্গন করে, ওই পোশাকেই ছিল সে তখন। কমপ্লিট থ্রী পীস সুট, টাই, জুতো-মোজা, হাতঘড়ি ইত্যাদিসহ কবর দেয়া হয়েছে মানুষটিকে।

বুক-পেট নেই, বহু আগেই পচে-গলে মিশে গেছে কফিনের পাটাতনের সাথে, কিন্তু কোটের বাঁ পকেটের পাশে খুব কাছাকাছি চারটে ছিদ্র জানান দিচ্ছে কিভাবে মৃত্যু হয়েছে হতভাগ্য লোকটির। সারা কোটে লেগে আছে অনেক পুরানো রক্তের শুকিয়ে কালচে হয়ে যাওয়া দাগ। খননকারীরা হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সেদিকে। এমন দৃশ্য দেখতে হবে কল্পনাই করেনি তারা।

চোয়াল ঝুলে পড়েছে হ্যামন্ডের। হাঁ করে সামনের অভাবনীয় আবিষ্কার দেখছে সে। মনে হলো কে যেন অনেক ওপর থেকে আছড়ে ফেলেছে তাকে মাটিতে। লেসলিকে বেশ অসুস্থ দেখাচ্ছে, হাঁটুর জোর হারিয়ে ফেলেছে যেন। কাঁপছে থর থর করে। একমাত্র মাসুদ রানা স্থির। কারণ এ ধরনের কিছুই আশা করছিল ও। পুরোপুরি অবিচলিত সে। দীর্ঘ সময় কঙ্কালটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর ঘুরিয়ে নিল মুখ।

পালিয়ে যাবে না বাক্সের কঙ্কাল, সে ক্ষমতা নেই তার। পরিচয়টা তার একটু পরে জানলেও অসুবিধে নেই। নিস্তব্ধ চারদিক। কথা নেই কারও মুখে।

পেটের ভেতর ওলট পালট শুরু হয়ে গেছে সবার। কফিনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা দুর্গন্ধে ঘর ভরে গেছে, সামাল দেয়া কষ্টকর হয়ে পড়েছে ভীষণ। আবার কফিনের ভেতরে তাকাল মাসুদ রানা। পরস্পরের সাথে লেগে থাকা কঙ্কালের দুই সারি সুগঠিত দাঁত হাসছে সারাক্ষণ। ভৌতিক হাসি।

মৃতের খসে-ফেঁসে যাওয়া সুটটার দিকে তাকাল রানা। যথেষ্ট দামী কাপড়। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে ঝুঁকে এল ও সামনে, হাতের আলোটা এগিয়ে দিল হ্যামন্ডের দিকে। দুর্গন্ধ অসহ্য, কিন্তু ব্যাপারটা প্রাণপণে ভুলে থাকার চেষ্টা করল মাসুদ রানা। হাত বাড়াল কঙ্কালটার দিকে। তাড়াতাড়ি এক পা এগিয়ে এল ট্রেজারি এজেন্ট, অবাক চোখে দেখছে রানাকে। 'কি করছেন আপনি?'

উত্তর দিল না রানা। আরও খানিকটা ঝুঁকতে হলো ওকে কঙ্কালের শার্টের কলারের নাগাল পেতে। দু'আঙুলের ডগা দিয়ে মাংস পচে শুকিয়ে শক্ত হয়ে যাওয়া নোংরা কলারটা আলতো করে ধরল ও, নেকবোনে যাতে হাত লেগে না যায় সে বিষয়ে সতর্ক। কলারটা ওপরদিকে টান দিল মাসুদ রানা, খুবই আস্তে করে, যাতে মৃতের অসম্মান না হয়। মৃদু শব্দ করে আরেক দিকে ঘুরে গেল কঙ্কালের মাথা। মুখ ফিরিয়ে শুলো যেন। অক্ষিকোটর দেখা যাচ্ছে না এখন ওটার, তবে জমাট হাসি চোখে পড়ছে।

'করছেন কি, মিস্টার রানা?' আবার জানতে চাইল হ্যামন্ড।

'পরিচয় খুঁজছি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ও।

'পরিচয়? কার পরিচয়?'

'মৃতের। এবং সম্ভবত আর্থার স্যান্ডলারের।'

হতভম্ব দেখাল হ্যামন্ডকে। 'বলছেন কি আপনি?'

'এখনও বুঝতে পারছেন না?'

'না,' দ্রুত মাথা দোলাল লোকটা। 'সত্যিই পারছি না।'

'আর্থার স্যান্ডলারের দ্বিতীয় পরিচয় খুঁজছি আমি। যার ভেতর নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে আপনাদের স্যান্ডলার বা প্রেমাকভ, যাই বলুন।'

লেসলির মুখের রং ফ্যাকাসে, চেহারায় বিতৃষ্ণা নিয়ে রানার কার্যকলাপ দেখছে সে। গলা দিয়ে নাড়িভুঁড়ি সব পাক খেয়ে উঠে আসতে চাইছে তার। ওদিকে পুরোদস্তুর বেকুবের মত চেহারা হয়েছে ট্রেজারি এজেন্টের। মাসুদ রানার ব্যাখ্যা পুরোপুরি মাথায় ঢোকেনি এখনও তার। শার্টের কলার ছেড়ে এবার কোটের কলারের দিকে হাত বাড়াল রানা। ভেতরের দিকে সাঁটা লেবেলটা দেখল এক পলক, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। চোখ বুজে আনমনে খুলির পিছনদিক চুলকাল খানিক। চিন্তায় কুঁচকে আছে কপাল।

'১৯৫৯ সালের অক্টোবরের শেষদিকে, অথবা নভেম্বরের প্রথম দুই একদিনের ভেতর অস্ট্রিয়ায় আসল আর্থার স্যান্ডলার খুন হয় বলে হোয়াইটসাইডের মুখে শুনেছি আমরা কয়েক ঘণ্টা আগে, তাই না?' বলল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ,' বলল হ্যামন্ড। লেসলি নীরবে মাথা দোলাল।

'তারপর তার ডবল, কেজিবির ইয়েভগেনি প্রেমাকভ আর্থার স্যান্ডলার হয়ে প্রবেশ করে এদেশে, কেমন?'

'হ্যাঁ,' দু'চোখে গভীর আগ্রহ নিয়ে ওকে দেখছে হ্যামন্ড।

'এবং ১৯৬৪ সালে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স তাকে "পুট ডাউন" করার নির্দেশ দিয়েছে, এ খবর জানতে পেরে ড্যানিয়েলসের সাহায্যে নিজের আরেক ডবল খাড়া করে পালিয়ে যায় প্রেমাকভ। আর ব্রিটিশরা ভুল করে ইয়েভগেনির পরিবর্তে অজ্ঞাত পরিচয় সেই লোকটিকে হত্যা করে।'

মন্ত্রমুগ্ধের মত মাথা দোলাল লেসলি ও পল।

'স্যান্ডলাররূপী প্রেমাকভ তখন বুঝে যায়, নিজের চেহারা, অর্থাৎ স্যান্ডলারের চেহারা আর কি, বাইরে দেখানোর কোন উপায় নেই তার। কারণ দুনিয়া জানে সে মরে গেছে। কাজেই তার আরেক পরিচয়–চেহারা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেজন্যে আগেই অবশ্য ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল সে, এবং অবশ্যই ড্যানিয়েলসের পরামর্শ অনুযায়ী। কার ভেতরে নিজেকে ঢোকাতে হবে সে পরামর্শ ড্যানিয়েলসই দিয়েছে তাকে। তার সাহায্য ছাড়া প্রেমাকভের সাধ্য ছিল না সফল হয়।

'তারপর আবার সেই পুরানো কাহিনী। প্লাস্টিক সার্জারি ইত্যাদি ইত্যাদি এবং ইত্যাদি। সময়মত যার ভেতরে ঢুকতে হবে প্রেমাকভকে, তাকে হত্যা করা হলো, ফলে পুরোপুরি নিরাপদ হয়ে গেল প্রেমাকভ, নির্ভয়ে নাক জাগাল সে।

আরেকজনের মধ্যে ''মৃত'' একজনকে খুঁজতে আসবে কে?'

সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। 'একটা ছোট বিমানের আয়োজন করুন, মিস্টার হ্যামন্ড। খুব দ্রুত।'

'কেন!' চোখ কুঁচকে উঠল ট্রেজারি এজেন্টের।

'এই মুহূর্তে একটা বিমান প্রয়োজন আমাদের, যত তাড়াতাড়ি ম্যানেজ করতে পারবেন তত ভাল হবে। নইলে হয়তো প্রেমাকভকে চিরতরে হারাবেন আপনারা। তার আমেরিকা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সব আয়োজন চূড়ান্ত।'

'সরি। বুঝলাম না।'

'বুঝলেন না? গত দু'দিন ধরে নিউ ইয়র্কের সমস্ত পত্রিকায় লীড নিউজ হিসেবে ছাপা হচ্ছে খবরটা, ব্যানার হেডিঙে।'

একভাবে ওকে দেখছে লেসলি। 'খুলে বলো, রানা। কি বোঝাতে চাইছ তুমি?'

হাসির ভঙ্গি করল রানা। থুতনি তাক করে কফিনের ভেতরটা দেখাল। 'ভেতরে আলো ফেলো। দেখো। এনগ্রেভার বন্ধুটির বর্তমান পরিচয় এনগ্রেভ করা আছে এর কোটের কলারে।'

দুর্গন্ধের কথা ভুলে আলো নিয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল পল হ্যামন্ড। চোখ কুঁচকে পড়ল লেবেলটা। প্রথমবার কিছুই বুঝল না সে। দ্বিতীয়বারও না। তবে তৃতীয়বার বুঝল। সঙ্গে সঙ্গে যেন হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক খেলো মানুষটা, পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত হাঁ করে তাকিয়ে থাকল লেবেলটার দিকে। লেসলিও তাকাল। ওতে লেখা:

ডানহিল টেইলর্স
নিউ ইয়র্ক
১৯৬৪
ক্রেতা: এ. জেঙ্গার

সাত

কয়েক মুহূর্ত পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল পল হ্যামন্ড। ডাঙায় তোলা মাছের মত বারবার মুখ খুলছে আর বন্ধ করছে। কিছু বলতে চায়, অথচ কথা বের হচ্ছে না গলা দিয়ে। ওদিকে অবর্ণনীয় চেহারা হয়েছে লেসলি ম্যাকঅ্যাডামের।

অনেক সংগ্রাম করে নিজেকে সামাল দিতে সক্ষম হলো হ্যামন্ড। বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল সে প্রায়, 'জেঙ্গার! অ্যাডলফ জেঙ্গার!'

'কঙ্কালের সুটটা তো সেরকমই বলে।' মাসুদ রানা নির্বিকার। 'যুক্তিও বলে একই কথা। কাজেই আর সন্দেহের অবকাশ কই?'

'পত্রিকার কথা কি যেন বললে তখন, রানা?' চিন্তায় কুঁচকে আছে লেসলির কপাল। 'ব্যানার হেডিং…!'

থুতনি চুলকাল ও। 'রুশ ফিশিং ফ্লীট।'

এক চুল এক চুল করে কপালে উঠতে আরম্ভ করল ওদের চোখ। 'ওহ্, গড!' ফিসফিস করে বলল মেয়েটি, 'ও মাই গড!'

'একজন ব্যতিক্রমী মানুষ!' জেঙ্গার সম্পর্কে ড্যানিয়েলসের মন্তব্যটা আওড়াল মাসুদ রানা। গলায় রাগ, বিদ্রূপ বা তিক্ততা, কোন কিছুর আভাস নেই ওর। 'সত্যিই ব্যতিক্রমী।'

এক ঘণ্টা পর। লা গুয়ারডিয়া এয়ারপোর্ট। বৃষ্টিভেজা মেরিন এয়ার টার্মিন্যালের খুদে ল্যান্ডিং ফিল্ডের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে ওরা তিনজন। এমনিতেই প্রচণ্ড শীত, তার সাথে বৃষ্টি যোগ হওয়ায় মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। থেকে থেকে আচমকা পানিতে পড়া কুকুরের মত গা ঝাড়া দিচ্ছে ওরা, কাঁপছে হি হি করে।

সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। ওভারকোটের কলার তুলে ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়াল। তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। ঘুমের অভাবে চোখ জ্বলছে ভীষণ। হাই তুলছে ঘন ঘন। তিনজনেরই এক অবস্থা। গত দুই দিন দুই রাত বিছানায় পিঠ ছোঁয়ানোর সুযোগ ঘটেনি কারও, তারওপর রয়েছে সার্বক্ষণিক উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা। সবচেয়ে করুণ অবস্থা হয়েছে লেসলির। বিস্বাদ লেগে ওঠায় সিগারেট ফেলে দিল রানা। পানিতে পড়ে ফাঁৎ করে নিভে গেল ওটা।

প্লেনটার দিকে তাকাল রানা। ইউএস ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের খুদে একটা প্লেন। ফুয়েলিং সেরে ট্যাক্সিইং করে এদিকেই আসছে। ওদের মাত্র ত্রিশ গজ দূরে থামল এসে বিমানটা, খুদে কেবিন ডোর খুলে বেরিয়ে এল এক যুবক। নিচু গলায় হ্যামন্ডের সাথে মিনিটখানেক কথা বলল সে। কথা শেষ হতে রানার দিকে ফিরল ট্রেজারি এজেন্ট। 'চলুন, যাওয়া যাক। প্লেন রেডি।'

নীরবে মাথা দোলাল ও। পা বাড়াল দ্রুত, প্লেনের উষ্ণ পেটে ঢুকতে পারলে বাঁচে যেন। ওর পরামর্শ অনুযায়ী সাথে একটা লং রেঞ্জ রাইফেল নিয়েছে কেবল হ্যামন্ড। ওটার কেস খুলল মাসুদ রানা। ভেতরে ফোমের ওপর সযত্নে সাজিয়ে রাখা রাইফেলটার বিভিন্ন পার্টস, টেলিস্কোপিক সাইট ইত্যাদি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। চমৎকার জিনিস। সন্তুষ্ট মনে সব বাক্সে ভরে রাখল রানা, ডালা নামিয়ে তুলে দিল ল্যাচ। তিন মিনিট পর আকাশে উঠল ওদের প্লেন।

রানার পাশের আসনে বসেছে লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। পল হ্যামন্ড বসেছে আইলের ওপাশে। বাইরে আলোয় আলোয় ঝলমল করছে নিউ ইয়র্ক, কিন্তু ভেতরে বসে তা টের পাওয়ার উপায় নেই। জানালার ভারি পর্দা টেনে দেয়া আছে, সিলিঙে জ্বলছে অল্প ওয়াটের আলো। মেঘ ফুঁড়ে ছুটে চলেছে খুদে বিমান। যার যার আসনে বসে আছে ওরা তিনজন, কথা নেই কারও মুখে। গভীর চিন্তায় মগ্ন প্রত্যেকে।

অ্যাডলফ জেঙ্গারের কথা ভাবছে মাসুদ রানা। বিপদ টের পেয়ে ১৯৬৪ সালে যখন আর্থার স্যান্ডলাররূপী ইয়েভগেনি প্রেমাকভের আরেক 'ডবল' খাড়া করা হয়, সবাই বলছে, সে সময় আমেরিকা থেকে পালিয়ে যায় প্রেমাকভ। অস্ট্রিয়ায় চলে যায়। এরপর একদিন; কবে, কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না,

অ্যাডলফ জেঙ্গার হয়ে স্যান্ডলার ম্যানসন থেকে বেরিয়ে এল সে। প্রকাশ্যে ঘোষণা করল নিজের স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণের কথা।

অর্থাৎ নিজেকে জেঙ্গার বানিয়ে অত্যন্ত গোপনে আবার আমেরিকায় প্রবেশ করে প্রেমাকভ। তারপর ড্যানিয়েলসকে দিয়ে জেঙ্গারকে স্যান্ডলার ম্যানসনে ডাকিয়ে এনে হত্যা করে তাকে। দ্বিতীয় দফা প্লাস্টিক সার্জারি কোথায় হয় প্রেমাকভের, অস্ট্রিয়ায়, মস্কোয়? নাকি আসলে স্যান্ডলার ম্যানসনেই? আসল জেঙ্গারের কথা ভাবল রানা। বেচারী! চোখের সামনে আরেক জেঙ্গারকে দেখে মৃত্যুর আগে নিশ্চয়ই অপরিসীম বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় মানুষটা।

'বাস্টার্ড! বাস্টার্ড! বাস্টার্ড!' বিড় বিড় করতে লাগল মাসুদ রানা। প্রচণ্ড আক্রোশে দু'হাত মুঠো পাকিয়ে গেল ওর আপনাআপনি।

'রানা!' ডেকে উঠল লেসলি।

সচকিত হলো ও। 'বলো।'

'তুমি কি বলছ বিড় বিড় করে?'

'না, কিছু না।' পর্দা সরিয়ে বাইরে উঁকি দিল ও। অনেক নিচে হলুদ কয়েকটা আলো দেখা গেল, টিপটিপ করছে। উত্তরপুব উপকূলরেখা অতিক্রম করছে এখন ওদের প্লেন। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার ডুবে গেল রানা ভাবনায়। মৃদু বাম্প করল প্লেন, ঝাঁকিটা ওকে সাহায্য করল নিজেকে ফিরে পেতে।

পুবদিকে তাকাল মাসুদ রানা। উজ্জ্বল লাগছে কিছুটা আকাশ। কেমন এক ঝলমলে আভা, নীলচে-ধূসর আলোর বিচ্ছুরণ। সূর্যাস্তের আগমনী ঘোষণা করছে প্রকৃতি। পর্দা ফেলে দিল মাসুদ রানা, মুখ ঘুরিয়ে বিমানের ভেতরটা দেখতে লাগল। পরিসর খুব ছোট। আইলের দু'দিকে দুই সারিতে মোট আটটা আসন। প্রতিটি প্রশস্ত এবং আরামদায়ক।

মাত্র তিন-চার গজ সামনে খোলা ককপিট এবং পাইলটকে দেখা যাচ্ছে। পাইলটের মাথার পিছনে ছোট্ট টাক চিকচিক করছে কেবিনের মৃদু আলোয়। ধূমপান করছে সে, প্লেন অটোপাইলটের ওপর ছেড়ে দিয়ে। গোঁ-গোঁ শব্দ তুলে ছুটছে ওটা নানটুকেটের দিকে। ডিঙি নৌকার মত ডানে-বাঁয়ে বিরতিহীন দোল খাচ্ছে। সেই সঙ্গে বাম্প করছে কিছুক্ষণ পর পর।

হ্যামন্ডের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। ঘুম দূরের কথা, ঝিমুনির রেশ পর্যন্ত নেই তার মধ্যে। চোখ মেলে সোজা সামনে তাকিয়ে বসে আছে, পিঠ খাড়া। তবে মানুষটা যে ক্লান্ত, সে ছাপ চেহারায় স্পষ্ট। এতই ক্লান্ত যে ঘুম আসছে না, এতই শ্রান্ত যে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। বয়সটাই মূল বাধা হ্যামন্ডের। কত হবে লোকটার বয়স? অনুমান করল মাসুদ রানা, ষাট? পঁয়ষট্টি? কতই বা ছোটাছুটি করতে পারে মানুষ এ বয়সে? ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, একবার এদিক ছোটা, আরেকবার ওদিক। তারওপর আছে টেনশনের বোঝা। সহ্যেরও তো সীমা আছে!

মুখ ঘোরাল ও। লেসলির দিকে তাকাল। চোখ মুদে বসে আছে মেয়েটি মড়ার মত। চোখমুখ শুকনো লাগছে। ওর জন্যে দুঃখ হয় রানার, আতঙ্ক আর নকলের তাড়া খেতে খেতেই জীবনের অর্ধেকটা ফুরিয়ে গেল বেচারীর। কী এক জীবন! এমন এক পরিচয়ের নিগড়ে বাঁধা পড়ে আছে যা ওর নিজের নয়। নিজের

পরিচয়ের স্বীকৃতি চাইবে, তাও পারেনি, সর্বক্ষণ মৃত্যুভয় তাড়িয়ে নিয়ে ফিরেছে লেসলিকে।

অর্ধেক জীবন লাফ-ঝাঁপ করে, আর ছায়ায় ছায়ায় মুখ লুকিয়েই ফুরিয়ে গেল। না পেরেছে স্যান্ডলার পদবী ব্যবহার করতে, না ম্যাকঅ্যাডাম। পরেরটা জিসারেল্লি ঘটনার পর পারতপক্ষে ব্যবহার করেনি লেসলি। করতে পারেনি। লন্ডনে শেষবার সফরের সময় যখন নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত দিন কাটাচ্ছে লেসলি, সেই সময় যদি মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট সাহায্যের হাত না বাড়াত, সম্ভবত অনেক আগেই শেষ হয়ে যেত লেসলি উপাখ্যান। এ ঝামেলায় পড়তে হত না মাসুদ রানাকেও।

'তোমার আত্মা উৎসর্গ করো,' লেসলিকে বলেছিল ল্যাসিটার, রানা শুনেছে ওর মুখে। 'আমাদের সাহায্য করো আর্থার স্যাণ্ডলারকে হত্যা করতে, বিনিময়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা ফিরিয়ে দেব আমরা তোমাকে'। নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে প্রস্তাবটা যাচাই করে দেখেছে মাসুদ রানা। প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ঠিকই করেছে মেয়েটি, রানা নিজে ওর জায়গায় হলে তাই করত। প্রাণের চেয়ে বড়, মূল্যবান আর কি আছে? ওটা যখন যেতে বসে, বাঁচার জন্যে কী না করে মানুষ?

ড্যানিয়েলসের রোগগ্রস্ত মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল ওর। গত কয়েকদিনে লোকটি সম্পর্কে পুরানো পত্রিকা ঘেঁটে যতটুকু জেনেছে রানা, তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় প্রচণ্ড দেশপ্রেমিক ছিল মানুষটা। অথচ হোয়াইটসাইডের বিতর্কিত মন্তব্য আর প্রশ্নগুলো সব ওলটপালট করে দিল। পুরো ব্যাপারটা পর্যালোচনা করে দেখেছে রানা সম্ভাব্য সবদিক থেকে। এবং ড্যানিয়েলসের যে আরও একটা পরিচয়ও ছিল, তা দিনের আলোর মত স্পষ্ট বুঝে গেছে। কোন সন্দেহ নেই এখন ওর।

আত্মনিবেদিত এক মার্কসবাদী ছিল উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলস। এক-জন্ম আমেরিকান। কবে কখন কোথায় জীবনের কোন পর্যায়ে তাকে রিক্রুট করে কেজিবি, কে জানে। হয়তো কলেজ জীবনে। যখন চোখের সামনে দুনিয়ার সবকিছুই ছিল রঙিন। ওপরে ওপরে অভিনয় করে গেছে চরম ডানপন্থীর, আর তলে তলে…

পাইলটের মৃদু কাশির শব্দে ধ্যান ভাঙল মাসুদ রানার। কেবিনের আলো জ্বেলে দিল সে। পালা করে দেখল ওদের। 'প্রস্তুত হয়ে নিন সবাই,' বলল লোকটা। 'আর বিশ মিনিটের মধ্যে অবতরণ করতে যাচ্ছি আমরা।'

লম্বা করে হাই তুলল মাসুদ রানা। দু'হাত মাথার ওপর তুলে আড়মোড়া ভাঙল। পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল। সূর্য ওঠেনি এখনও, তবে বেশি দেরিও নেই। ভোরের প্রথম আলোয় হাসছে নিচের সমগ্র উপকূল। বৃষ্টি পড়ছে টিপ টিপ করে, তবে মেঘ নেই তেমন। আশা করা যায় কেটে যাবে যেটুকু আছে। হয়তো উন্নতি ঘটবে আজ আবহাওয়ার। দিনের শুরুটা সেরকম আভাসই দিচ্ছে।

সেফটি বেল্ট বেঁধে রানার দিকে ফিরল লেসলি। মুখে নার্ভাস হাসি। 'হোয়াইটসাইডকে আমার মুখোমুখি করেছিলে কি শুধুই কাহিনীর বাকি অংশ শোনার জন্যে, না আমার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্যেও?'

'দুটোর জন্যেই।'

'কিন্তু সে তো প্রথম থেকেই আমাকে ভুয়া প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছিল।'

'তাতে কি?'

'ধরো যদি ওখানেও সে একই কথা…' রানাকে মাথা দোলাতে দেখে থেমে গেল লেসলি।

'আগেই তার সে পথ বন্ধ করে দিয়েছিলাম আমি।'

'কি ভাবে?' বিস্মিত হলো লেসলি।

'স্যান্ডলার ম্যানসনের ডাইনিংরুমে ঢোকার আগে কায়দা করে সামনে ঠেলে দেই তাকে আমি, যাতে তোমরা দু'জন আচমকা মুখোমুখি পড়ে যাও।'

'তাতে কি?'

মৃদু হাসি ফুটল রানার মুখে। 'একই সাথে তোমাদের দু'জনের চোখের ভাষা যাতে পড়তে পারি আমি। মুখ যতই বলুক, চোখ কখনও মিথ্যে বলে না লেসলি। চোখের স্বীকারোক্তি বুঝতে চেয়েছিলাম আমি কেবল।'

'এবং?'

'এবং হোয়াইটসাইডের তোমাকে দেখার মুহূর্তেই আমি বুঝে ফেলি তুমি নকল নও। অবশ্য সে অস্বীকার করলেও কিছু আসত-যেত না তখন।'

'কেন? আসত-যেত না?'

'কারণ তার আগে থেকেই আমি প্রায় নিশ্চিত জানতাম যে তুমি, হোয়াইটসাইড এবং হান্টার, তোমরা তিনজনেই আসল।'

খানিক ভাবল লেসলি। 'কি করে নিশ্চিত জানলে?'

'ইনট্যুইশন,' কাঁধ ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'সহজাত অনুভূতি।'

'ব্যস? আর কিছু নয়?'

হাসল ও। 'আমি যাতে বেঘোরে না মরি, সে ব্যাপারে তোমাকে যথেষ্ট সচেতন দেখেছি আমি। অথচ ঘটার কথা ছিল উল্টো। আমি তোমার সম্পর্কে প্রায় সবকিছুই জেনে গিয়েছিলাম। ভুয়া হলে তোমার জন্যে বিপজ্জনক হয়ে ওঠার কথা ছিল আমার। সেটাই ছিল স্বাভাবিক। অতএব, আমাকে মেরে ফেলাই ছিল তোমার জন্যে সঠিক কাজ। অথচ তুমি করেছ উল্টোটা।'

একটা হালকা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হেলান দিল লেসলি। মৃদু ঝাঁকির সাথে নানটুকেট এয়ারপোর্টের টারম্যাক স্পর্শ করল ওদের প্লেন। পুব আকাশে সবে উঁকি দিতে আরম্ভ করেছে তখন সূর্য।

পল হ্যামন্ডের নির্দেশ অনুযায়ী এয়ারপোর্ট টার্মিন্যালের বাইরে ওদের অপেক্ষায় ছিল নানটুকেট পুলিসের ছাপহীন একটা কার। পার্কিং লটের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। পিছনের দরজা খুলে ফুটবোর্ড ম্যাটের নিচে হাত চালিয়ে ওটার চাবি বের করে আনল ট্রেজারি এজেন্ট, থাবা দিয়ে ওটা কেড়ে নিল মাসুদ রানা। উঠে বসল ড্রাইভিং সীটে। হ্যামন্ড বসল তার পাশে। রাইফেল কো নিয়ে লেসলি উঠল পিছনে।

এক মিনিটের মধ্যে রওনা হয়ে গেল ওরা।

আট

প্রায় নিঃশব্দে অ্যাডলফ জেঙ্গার ওরফে ইয়েভগেনি প্রেমাকভের বন্ধ সীমানা গেটের সামনে এসে থেমে দাঁড়াল স্টেট পুলিসের গাড়িটা। সবে সূর্য উঠেছে তখন। কাঁচা সোনা রঙের রোদে চিকচিক করছে নানটুকেট সাউন্ড। বাতাস আছে। সাউন্ডের নীল পানি অনবরত দোল খাচ্ছে। পাখিদের কিচিরমিচির খুব মিষ্টি লাগছে কানে। ছোটাছুটির বিরাম নেই তাদের।

এয়ারপোর্ট থেকে দশ মিনিটের গাড়ি পথ ছয় মিনিটে পেরিয়ে এসেছে মাসুদ রানা অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে। প্রেমাকভকে হারানোর ভয় তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে ওকে। গাড়িতে উঠেই রেডিওটা অন করে দিয়েছিল পল হ্যামন্ড, কেপ কড স্টেশনের ভোরের খবর শুনতে শুনতে এসেছে ওরা। খবরের প্রায় পুরোটা জুড়ে ছিল উত্তর আটলান্টিকে সোভিয়েত ও পোলিস ফিশিং ফ্লীটের অবৈধ উপস্থিতি, মাছ আহরণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

নানটুকেটের দক্ষিণে, মার্কিন উপকূলের ওপাশের আটলান্টিক ছেয়ে ফেলেছে দেখতে মাছ ধরার ট্রলারের মত, অথচ অত্যাধুনিক রাডার ডিভাইস, অ্যান্টেনা ইত্যাদি সজ্জিত শতাধিক ছোট-বড় জাহাজ। বিষয়টাকে গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণ করছে মার্কিন কোস্ট গার্ড বাহিনী। এ কাজে নিজেদের প্রতিটি জলযান নিয়োগ করেছে ওয়াশিংটন, কারণ এ ধরনের আজব তৎপরতা আগে কখনও দেখা যায়নি রুশদের মধ্যে। পোল্যান্ড তো পরের কথা। এর পিছনে আর কোন কারণ আছে কি না সেটাই এখন মার্কিন সরকারের আসল মাথা ব্যথা।

স্টার্ট বন্ধ করে হ্যান্ড ব্রেক টানল মাসুদ রানা, দ্রুত বেরিয়ে এল গাড়ি ছেড়ে। হ্যামন্ড ও লেসলিও নেমে পড়ল। সাথে সাথে দু'গালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার চড় খেলো ওরা। দম ছাড়লেই মুখের সামনে ধোঁয়ার মেঘ সৃষ্টি হচ্ছে, নিতে গেলে ধারাল ছুরির খোঁচা লাগে কলজেতে। গভীর আগ্রহে বাড়িটার দিকে তাকাল পল হ্যামন্ড। সামনের দরজা বন্ধ। স্বাভাবিক। এত সকালে হয়তো বিছানা ছাড়ার অভ্যেস নেই প্রেমাকভের। জানালার পর্দাও নামানো।

'কি মনে হয়,' চোখ কুঁচকে মাসুদ রানার দিকে তাকাল ট্রেজারি এজেন্ট, 'হারামজাদা আমাদের আশা করছে?'

'হয়তো,' চিন্তিত স্বরে বলল ও। পিছনের সীটে রাখা লং রেঞ্জ রাইফেলের দীর্ঘ কালো কেসটার দিকে তাকাল। আপাতত ওটার প্রয়োজন নেই। আগে এগিয়ে দেখা যাক পরিস্থিতি। কিন্তু পা বাড়াতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে থমকে গেল মাসুদ রানা। ভাল করে বাড়ির সামনের রাস্তা এবং আশপাশটা দেখে নিল।

'কি দেখছ?' প্রশ্ন করল লেসলি।

'পায়ের ছাপ।'

'মানে?'

'আশেপাশে ওর বন্ধুরা আমাদের জন্যে অ্যামবুশ পেতে বসে আছে কি না

আবিষ্কারের চেষ্টা করে দেখলাম আর কি।' বলল বটে, কিন্তু মনে মনে সম্ভাবনাটা উদয় হওয়ার প্রায় সাথে সাথেই বাতিল করে দিয়েছে মাসুদ রানা। তেমনটি ঘটার চান্স নেই। এখন জান নিয়ে পালানোর সময় লোকটার। তাই করবে সে। অথচ কে বলতে পারে করেই ফেলেছে কি না! সীমানা গেট খুলে ভেতরে পা রাখল মাসুদ রানা, ডান হাত হোলস্টারে। চোখ সেঁটে আছে জেঙ্গারের বন্ধ দরজা-জানালায়।

পিছন থেকে ওর কাঁধে আলতো করে একটা হাত রাখল হ্যামন্ড। অন্য হাতে পিলে চমকানো সাইজের এক পুলিস অটোমেটিক শোভা পাচ্ছে। 'প্লীজ, মিস্টার রানা,' অনুনয়ের সুরে বলল সে। 'শেষ কাজটা অন্তত আমাকে করতে দিন। আমি সামনে নক করি, আপনারা দু'জন পিছনটা পাহারা দিন দয়া করে।'

'ঠিক আছে,' তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল মাসুদ রানা। এত বছর পর একটা কাজের কাজ করার সময় এসেছে, সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইছে না লোকটা। 'গো অ্যাহেড।'

'ধন্যবাদ,' পা বাড়াল হ্যামন্ড সামনের দরজা লক্ষ্য করে।

ওদিকে রানা ও লেসলি দ্রুত, নিঃশব্দ পায়ে লন পেরিয়ে পৌঁছে গেল বাড়ির দুই পাশে, তারপর পিছনদিকে। রানার হাতে ওয়াল প্রস্তুত, লেসলিও বের করে ফেলেছে একটা নাকবোঁচা খুদে পিস্তল। পিছনে দুটো জানালা, দুটোরই পর্দা ফেলা। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল ওরা সাগরের দিকে পিঠ দিয়ে। আকাশের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। মেঘের আড়ালে সূর্য উধাও হয়ে গেছে হঠাৎ করে। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে আকাশ। আগের চেহারায় ফিরে যাবে, নাকি মুখের সামনে বর্তমানের পর্দা বহাল রাখবে বুঝে উঠতে পারছে না যেন।

নীরবে এক মিনিট কেটে গেল। তারপর আরেক মিনিট। কোন সাড়া শব্দ আসছে না সামনে থেকে। নক করার শব্দ শুনতে পায়নি ওরা। চোখ কুঁচকে মাসুদ রানাকে দেখল মেয়েটি, চোখে প্রশ্ন, করছে কি হ্যামন্ড? বসে আছে কেন হাত গুটিয়ে? কাঁধ ঝাঁকাল ও জবাবে, চোখ নামিয়ে ডোর নবের দিকে তাকাল। ওটা নড়ে ওঠে কি না লক্ষ রাখছে। আরও ত্রিশ সেকেন্ড পেরিয়ে গেল।

কানের কাছে আচমকা বাজ পড়ল বিকট শব্দে। শক্ ওয়েভের প্রচণ্ড ধাক্কায় শূন্যে উঠে গেল প্রায় রানা ও লেসলি, হুড়মুড় করে পড়ে গেল চিত হয়ে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে ওরা ঘটনার আকস্মিকতায়, বিস্ফোরণের ভয়াবহ আওয়াজে কানের পর্দা মনে হলো দেবে গেছে ভেতরদিকে। পিছনের দুই জানালার কাঁচ টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল অনেকখানি জায়গা জুড়ে। আপাদমস্তক ভীষণরকম এক ঝাঁকি খেলো বাড়িটা।

সামলে নিয়েই তড়াক করে উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা, কাপড়-চোপড়ে লেগে থাকা কাঁচের অসংখ্য টুকরো ঝরে পড়ল মাটিতে। তীরবেগে ছুটল ও সামনের দিকে। বুঝে ফেলেছে বিস্ফোরণটা সামনের দরজাতেই ঘটেছে। এক মুহূর্ত পর উঠল লেসলি, সে-ও ছুটল পড়িমরি করে। সামনে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল মাসুদ রানা, সামনের ভারি ওক কাঠের দরজা ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে গেছে দিগ্বিদিক।

উড়ে গিয়ে প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরের সীমানা দেয়ালের কাছাকাছি আছড়ে

পড়েছে ট্রেজারি এজেন্ট, অথবা তার অবশিষ্ট দেহাবশেষ। সবটা দেখার আগেই বুঝে ফেলল রানা কি ঘটে গেছে। ওদের সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে বোমার ফাঁদটা পেতে রেখে আরও আগেই পালিয়ে গেছে জেঙ্গার। বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা হ্যামন্ড, নক না করে ডোর নব ঘুরিয়ে অবস্থানকারীর অজান্তে ভেতরে ঢুকতে চেয়েছিল।

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মাসুদ রানা। বুবিট্র্যাপ পাতা ছিল নবে। অনুসরণকারীদের উষ্ণ শুভাগমন জানাবার জন্যে পেতে রেখে গেছে ধূর্ত চূড়ামণি জেঙ্গার ওরফে প্রেমাকভ। তার বিদায় বার্তা ছিল ওটা। চিরবিদায়কে স্মরণীয় করে রাখার শেষ চমক। লোকটা বুঝতে পেরেছিল সময় শেষ, যে কোন মুহূর্তে হাজির হবে তার মৃত্যুদূত, অতএব তৈরি হয়েই ছিল সে।

হ্যামন্ডের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে আছে লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম; কাঁদছে ঝর ঝর করে। ঘন ঘন মাথা দোলাচ্ছে। যেন বলতে চায়, না, এ হতে পারে না। হতে পারে না। তাড়াতাড়ি সেদিকে এগোল মাসুদ রানা। হ্যামন্ডের দিকে তাকাল। বুকের কাছে পুরু ওভারকোটসহ যাবতীয় পরিধেয় ছিঁড়ে-ফেটে একাকার। পুড়ে কালো হয়ে গেছে। বুক-পেটের চামড়া ঝলসে রোস্ট হয়ে গেছে হতভাগ্য ট্রেজারি এজেন্টের। কোথাও কোথাও একেবারেই নেই চামড়া, যেন ছুরি দিয়ে চেঁছে তুলে ফেলা হয়েছে।

হাড়গোড় একটাও সম্ভবত আস্ত নেই তার দেহের কোথাও। হাত-পা অদ্ভুত ভঙ্গিতে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে রক্ত আর ধুলোবালি মেখে একাকার দেহটা। অনেক আগেই মৃত্যু হয়েছে পল হ্যামন্ডের, সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। সম্ভবত বিস্ফোরণের কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই। লোকটা কি জেনে যেতে পেরেছে কিসের আঘাতে মৃত্যু হলো তার? মাথা ঝাঁকিয়ে আবোল তাবোল ভাবনাগুলো দূর করে দিল মাসুদ রানা।

'আমার জন্যেই!' অস্ফুটে বিলাপ করতে লাগল লেসলি, চোখের পানিতে সারামুখ মাখামাখি। 'আমার জন্যেই মরল মানুষটা। আমারই জন্যে···।'

সময় নষ্ট না করে ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা। আগুন ধরে গেছে বাড়িটায়, ক্রমেই তা ছড়িয়ে পড়ছে। ভেতরের এটা-ওটা পুড়ছে চড়চড় শব্দে। ধোঁয়ায় ভরে গেছে ঘর। তবে বাতাসের বেগ বেড়ে যাওয়ায় স্থির থাকতে পারছে না, বেরিয়ে যাচ্ছে দরজা-জানালা দিয়ে। জানে গিয়ে লাভ নেই, তবু নিজেকে সামলাতে পারল না রানা। এক ছুটে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতরে। কতক্ষণ আগে পালিয়েছে হারামজাদা প্রেমাকভ? কবে? আজ, কাল, নাকি পরশু?

হলওয়ে পেরিয়ে লিভিংরুমে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা, ব্যগ্র চোখে এদিক ওদিক তাকাল। চারদিকের সবকিছু পুড়ছে, গায়ে আগুনের আঁচ লাগছে। চোখের সামনে প্রেমাকভের আসন, বড় কুশন চেয়ারটা জ্বলছে দাউ দাউ করে। কাছের পিকচার উইণ্ডো উড়ে গেছে ফ্রেমসহ। শুধু পর্দাটা আছে, পুড়ছে।

নিজের অজান্তেই চেঁচিয়ে উঠল মাসুদ রানা। 'প্রেমাকভ! হারামজাদা, খুনী, বেরিয়ে এসো! সাহস থাকে তো বেরিয়ে এসো আড়াল ছেড়ে! কোথায় তুমি, বাস্টার্ড?'

সাড়া দিল না প্রেমাকভ। শূন্য বাড়ি উপহাস করল যেন ওকে। পরাজিত সেনাপতির মত দাঁড়িয়ে থাকল মাসুদ রানা। সব শেষ হয়ে গেল। এত দৌড়ঝাঁপ, ছোটাছুটি বিফলে গেল সব। সামনের জ্বলন্ত চেয়ারটার দিকে তাকাল ও, তারপর পিকচার উইন্ডো দিয়ে সাগরের দিকে। ঢেউ দেখতে লাগল নানটুকেট সাউন্ডের। হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেয়ে সচকিত হলো মাসুদ রানা। সাউন্ডের বুকে, অনেক দূরে কি যেন ঝিকিয়ে উঠল মুহূর্তের জন্যে। অজান্তেই জানালার দিকে দু'পা এগোল ও। আরও ভাল করে দেখতে চায় ওটা কি।

আগুনের তাপে চোখমুখ কুঁচকে উঠল, কিন্তু পাত্তা দিল না ও ব্যাপারটাকে, তাকিয়েই থাকল। কয়েক সেকেন্ড পর আবার দেখা গেল ওটা। ছোটখাট একটা লাফ দিল রানার কলজে। বুঝে গেছে ও জিনিসটা কি। ঘুরে দাঁড়িয়েই পিছনের দরজা লক্ষ্য করে ছুটল মাসুদ রানা, মুহূর্তে বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়। হ্যাঁ, ঠিক যা ভেবেছিল! ঘাটে একটা ক্র্যাফট বাঁধা কেবল, অন্যটা নেই। নিয়ে পালিয়ে গেছে প্রেমাকভ। ওটাই দু'বার ঝিকিয়ে উঠে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে মাসুদ রানার।

চলে যাচ্ছে আর্থার থেকে জেঙ্গারে রূপান্তরিত ইয়েভগেনি প্রেমাকভ, নিজ দেশে। শত্রু রাষ্ট্রে সুদীর্ঘ কয়েক দশকের মিশন সাফল্যের সাথে সেরে ফিরে চলেছে মাস্টার স্পাই। উল্টোদিকে ছুটল রানা। ঘুরে চলে এল বাড়ির সামনে। এখনও হ্যামন্ডের মৃতদেহের পাশে বসে আছে লেসলি। ওর পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল সে। রানার চেহারা দেখেই বুঝল কিছু একটা ঘটেছে। চোখের পানি মুছতে মুছতে উঠে পড়ল সে দ্রুত। 'কি হয়েছে?'

'জলদি রাইফেলটা নিয়ে এসো!'

'কি?'

'রাইফেল রাইফেল! জলদি, জেঙ্গার পালিয়ে যাচ্ছে!'

'কই! কোথায়?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে দুই লাফে গাড়ির কাছে পৌঁছে গেল মেয়েটি।

'ওটা নিয়ে পিছনদিকে এসো,' হাত তুলে সাগর ইঙ্গিত করল রানা। 'জেটিতে। আমি যাচ্ছি ওখানে।'

'রানা, দাঁড়াও! আমিও...।' থেমে গেল লেসলি। ওর কথা শুনতে পায়নি মাসুদ রানা, এক লাফে বাড়ির আড়ালে চলে গেল। পিছনের রাস্তায় উঠেই ঝড়ের বেগে সৈকতের উদ্দেশে ছুটল রানা। সাগর সম্পর্কে জেঙ্গারের সেদিনের মন্তব্যটা কানে বাজছে মাসুদ রানার: 'সময় হয়ে এসেছে। আর বেশি দেরি নেই। একদিন হঠাৎ করেই হারিয়ে যাব আমি, চলে যাব দীর্ঘ সাগর যাত্রায়, ডুব দিয়ে। আর কোনদিন ফিরব না'।

ডুব দিয়ে? ভাবল ও, তার মানে?

ছুটতে ছুটতে রাশিয়ান আর পোলিস মাছ ধরার নৌবহরের উদ্দেশে অভিসম্পাত দিতে লাগল মাসুদ রানা। মার্কিন আন্তর্জাতিক জলসীমার বাইরে এসে জড়ো হয়ে মার্কিন উপকূল রক্ষীদের ধাপা দিচ্ছে আসলে ওরা। কিছু একটা ঘটবে বলে যখন সবাই হাঁ করে ওদিকে তাকিয়ে আছে, সেই ফাঁকে অন্যদিকে আরেক খেলা খেলছে আসলে মস্কো। মাস্টার স্পাইকে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে

সাবমেরিন পাঠিয়েছে সে। নিশ্চই তাই! দীর্ঘ সাগর যাত্রা…ডুব দিয়ে…। সাবমেরিন ছাড়া আর কার দ্বারা সম্ভব তা?

কেউ কিছু টের পাবে না, ভাবতে ভাবতে তিক্ততায় ছেয়ে গেল ওর অন্তর, সবার অলক্ষে আসবে সাবমেরিন, নির্দিষ্ট জায়গা থেকে জেঙ্গারকে তুলে নিয়ে আবার সবার অজান্তেই ফিরে যাবে ডুব দিয়ে। ফিশিং ফ্লীটটা আসলে ডাইভার্শন।

দেখতে মনে হয় কাছেই, আসলে কম করেও সিকি মাইল পেরোতে হলো মাসুদ রানাকে জেটিতে পৌঁছতে। লেসলি তখন অনেক পিছনে। জেটিতে উঠে হাঁপাল ও খানিক, তাকিয়ে থাকল ক্যানভাস দিয়ে ঢাকা বোটটার দিকে। সুস্থির হয়ে এগিয়ে গেল রানা, এক টানে আচ্ছাদনটা তুলে ফেলল। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল বোটে। আরেকবার দূরে তাকাল ও, খুদে একটা গুবরে পোকার মত লাগছে জেঙ্গারের বোটটাকে। অনেক দূরে চলে গেছে লোকটা, প্রায় নাগালের বাইরে। মনটা হতাশায় ভেঙে পড়তে চাইলেও নিজেকে সাহস জোগাল মাসুদ রানা। একবার চেষ্টা করে দেখো, নিজেকে বোঝাল ও, শেষ একটা চেষ্টা। দেখো ফল কি দাঁড়ায়।

বোটের এঞ্জিনরুমে এসে ঢুকল রানা। ড্যাশবোর্ডটা কাঠের প্যানেল দিয়ে ঢাকা দেয়া আছে। প্যানেলটা লক করা। পিছনের বাল্কহেডে খুদে এক ফায়ার এক্সটিংগুইশারের পাশে একটা ফায়ার অ্যাক্স ঝুলতে দেখে হাত বাড়াল রানা। তিন-চারটা জোরাল কোপ খেয়ে ভেঙে গেল প্যানেল, ভাঙা টুকরোগুলো দ্রুত সরিয়ে মুক্ত করল বোর্ড। প্রথমেই ফুয়েল গজে চোখ বোলাল–প্রায় সিকি ট্যাঙ্ক ডিজেল আছে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মাসুদ রানা, এসে পড়েছে লেসলি। ইগনিশন সুইচের দিকে হাত বাড়াল। শেষ মুহূর্তে কি ভেবে থমকে গেল ও। এটাতেও কোন বোমা পেতে রেখে যায়নি তো জেঙ্গার? স্টার্ট দিলেই বুমম্? ইগনিশনের তারগুলো লক্ষ করল রানা সতর্ক চোখে, আরও সন্তুষ্ট হওয়ার জন্যে সংখ্যা মিলিয়ে দেখল, না বাড়তি কোন তার নেই। অর্থাৎ বোমা যদি থেকেও থাকে এটায়, ইগনিশনের সাথে তার সংযোগ নেই কোন।

খুব দ্রুত এঞ্জিন রুমটা চেক করে দেখল মাসুদ রানা। বিশেষ করে ড্যাশবোর্ডের তলার ফাঁক ফোকরগুলো পরখ করল দু'তিনবার। এই শেষ মুহূর্তে বোমার ঘায়ে মরার কোন ইচ্ছে নেই ওর। আরও দুই মিনিট মহামূল্যবান সময় নষ্ট করল রানা নিচের এঞ্জিন ও বোমা লুকিয়ে রাখার অন্যান্য সব সম্ভাব্য জায়গায় চোখ বোলাতে গিয়ে। অবশেষে নিঃসন্দেহ হলো। না, নেই কোন বোমা

আল্লার নাম স্মরণ করে ইগনিশন সুইচে চাপ দিল মাসুদ রানা, গুরুগম্ভীর গর্জন ছেড়ে স্টার্ট নিল ক্রিস ক্র্যাফট। জেটির সঙ্গে ওটাকে বেঁধে রাখা দড়িদড়া লেসলি আগেই খুলে ফেলেছে ওর নির্দেশে। গিয়ার দিয়ে বোটটা খানিক পিছিয়ে আনল মাসুদ রানা। নাক ঘুরিয়ে খোলা সাগরমুখো করল, তারপর থ্রটল সামনে ঠেলে দিল যতদূর যায়। হুঙ্কার ছেড়ে লাফ দিল বোট, নাক উঁচু করে ঢেউয়ের মাথায় চাঁটি মেরে ছুটল নাচতে নাচতে। ততক্ষণে আরও ছোট হয়ে গেছে জেঙ্গারের বোট।

দিগন্তে পৌঁছে গেছে ওটা, বিন্দুর আকার পেয়েছে। কম করেও তিন মাইল এগিয়ে আছে ব্যাটা, অনুমান করল মাসুদ রানা। কম্পাসের দিকে তাকাল, বুঝতে চেষ্টা করছে কোনদিকে যাওয়ার ইচ্ছে জেঙ্গারের। আরেকবার তাকাল ফুয়েল গজের দিকে। কতদূর যাওয়া যাবে এই তেলে? কোন জায়গায় সারমেরিনের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছে লোকটা? আরেকটু জোরে ছুটতে পারে না এই হতচ্ছাড়া বোট? থ্রটল ধরে আরেকবার টানাটানি করল মাসুদ রানা, কিন্তু কাজ হলো না, একচুলও বাড়ল না বোটের গতি।

যত গভীরের দিকে এগোচ্ছে ওরা, ততই বাড়ছে সাউন্ডের ঢেউ। বোটের খোলে ঢেউয়ের অনবরত থপাস্ থপাস্ শব্দ উঠছে। এলোমেলো ঢেউ, সামনে পিছনে যেমন দুলছে বোট, তেমনি দুলছে ডানে-বাঁয়ে। থেকে থেকে বো-র আঘাতে ছিটকে ওপরে উঠে আসছে লোনা পানি, ভিজিয়ে দিচ্ছে সামনের ডেক।

জেঙ্গারের খোলসে গা ঢাকা দেয়া মানুষটির কথা ভাবল মাসুদ রানা। আজ তাকে ফিরিয়ে নেয়ার যে আয়োজন, নিশ্চয়ই তা কয়েক বছর আগে থেকেই নির্ধারণ করে রাখা হয়েছিল। স্ট্যান্ডবাই, ইমার্জেন্সি এস্কেপ প্ল্যান। খুব অল্প সময়ের নোটিশে যাতে কাজে নামতে এবং সফল হতে পারে, সে জন্যে সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছিল সংশ্লিষ্ট সকল জাহাজ ও ক্রুদের। একজন মাত্র এজেন্টের জন্যে এতবড় আয়োজন, এ থেকে বোঝা যায় মস্কোর কাছে লোকটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। কত মূল্যবান।

মিনিটের পর মিনিট পেরিয়ে যাচ্ছে, লাফাতে লাফাতে তুমুল গতিতে ছুটছে ক্রিস ক্র্যাফট, কিন্তু মাঝের ব্যবধান একটুও কমেছে বলে মনে হয় না, আগের মতই বিন্দু হয়ে আছে সামনের ক্র্যাফট। তার মানে ওটাও পূর্ণ গতিতে এগোচ্ছে। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। তাড়া কম নয় প্রেমাকভের। ফুয়েল গজের ওপর চোখ গেল মাসুদ রানার, এর মধ্যে 'E'-এর দিকে নেমে গেছে ওটা বেশ খানিকটা। অথচ গায়ে হাওয়া লাগানো ছাড়া কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। হুইলের দায়িত্ব লেসলির হাতে দিয়ে পিছিয়ে এল রানা।

জানে না দৌড়ের ফলাফল কি হবে, তবু তৈরি থাকতে চায় ও। রাইফেল কেস খুলে কাজে লেগে গেল রানা। দীর্ঘ ব্যারেলের হাই-পাওয়ারড স্নাইপিং রাইফেলটার বিযুক্ত অংশগুলো ধীরেসুস্থে যত্নের সাথে জুড়ল। সবশেষে ব্যারেলের সাথে স্পেশাল ব্রাউনিং টেলিস্কোপিক সাইট আঁটল রানা শক্ত করে। রাইফেল কাঁধে ঠেকিয়ে সাইটে চোখ রাখল ও, তাকাল সামনের বোটটার দিকে। এক লাফে সামনে চলে এল ওটা। কিন্তু বোটের বিরতিহীন লাফালাফির কারণে কিছু দেখা গেল না ভালমত। দুটোই নাচছে সমানে। এটা ঢেউয়ের মাথায় চড়ে তো ওটা নামে, ওটা চড়ে তো এটা নামে। রাইফেল নামাল মাসুদ রানা। বিষয়টা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।

সুযোগ পাবে না ধরেই রেখেছে মাসুদ রানা। কিন্তু বাই চান্স যদি পেয়েই যায়, এই ঢেউয়ের কারণে তা ফসকে যাওয়ার সম্ভাবনাও আছে ষোলো আনা। প্রেমাকভের কাছেও নিশ্চই অস্ত্র আছে, ভাবতে লাগল রানা, সেটা কি হতে পারে? এমনি কোন লং রেঞ্জ রাইফেল? ধরে নিতে হবে তাই। ওর মত একজন

প্রফেশনালকে সমঝে না চললে পরিণতি কি হতে পারে জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করে গেছে পল হ্যামন্ড।

আরেকবার গজের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। মজুত প্রায় অর্ধেক শেষ এরইমধ্যে। আর কতদূর যাওয়া যাবে বাকি ফুয়েলে? পিছন দিকে তাকাল ও, অনেক পিছনে ফেলে এসেছে ওরা নানটুকেট। কেন যেন ছাঁৎ করে উঠল বুকটা। কেউ সতর্ক করল ওকে ভেতর থেকে। 'রানা! সামনে বিপদ! এখনও সময় আছে, বোট ঘোরাও, ফিরে চলো! আর এগিয়ো না, ফিরে চলো, ফিরে চলো!'

ঘুরে তাকাল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। ফোলা চোখে রাইফেলটা ইঙ্গিত করল। 'রেডি?'

'হ্যাঁ।' মাথা দোলাল রানা। ঝুঁকে কালো কেসটার ভেতর থেকে ছয় গুলির ম্যাগাজিন বের করল একটা। বুলেটগুলো ছুঁচলো মাথার, দীর্ঘ। দুটো ম্যাগাজিন। বারোটা বুলেট, মাসুদ রানার শেষ এবং একমাত্র ভরসা।

বোল্ট টানল মাসুদ রানা, ম্যাগাজিন চেম্বারে পুরে আরেকবার সাইটের সাহায্যে সামনে নজর বোলাল। একই অবস্থা। লাফালাফির কারণে কিছুই ভালমত দেখার উপায় নেই। সাইটের অ্যাডজাস্টমেন্ট পরখ করল আবার রানা, তারপর ড্যাশবোর্ডের ওপর শুইয়ে রাখল রাইফেল। সামনে তাকাল ও, প্রেমাকভের বোটের দিকে। চোখ কোঁচকাল। উৎসাহ বোধ করছে। 'মাঝখানের দূরত্ব কমছে,' বলল ও।

'কি বললে?'

'দুই বোটের ব্যবধান কমে আসতে শুরু করেছে।'

'অসম্ভব!' বলেই ঝট করে সামনে তাকাল লেসলি। অনেকক্ষণ ধরে দিগন্তের বিন্দুটা দেখল। ঠিকই তো! ভাবল ও, আসলেই তাই। যে জন্যেই হোক, নিজের বোটের গতি কমিয়ে দিয়েছে প্রেমাকভ। ধীরগতিতে হলেও ক্রমেই কমে আসছে মাঝখানের দূরত্ব।

'আমাকে দাও হুইল,' এগিয়ে এসে বোটের দায়িত্ব নিল মাসুদ রানা। কম্পাসের দিকে তাকাল। সামনের বোটের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে নিজেদেরটার নাক ঘোরাল সামান্য, স্থান বদল করল কম্পাসের কাঁটা। কোর্স বদলাচ্ছে প্রেমাকভ, ভাবল ও, কেন? এরমধ্যে আগের থেকে দেখতে বেশ খানিকটা বড় হয়েছে সামনের বোট।

'কোর্স অলটার করছে হারামজাদা,' বিড়বিড় করে বলল লেসলি।

'তাইতো দেখছি।' দুই তিন সেকেন্ড অপেক্ষা করল ও পরিস্থিতি বোঝার জন্যে। 'বোট ঘোরাচ্ছে মনে হয়,' অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল রানা। উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'হ্যাঁ, তাই! কিন্তু কেন? ওখানে কেন বোট...।'

পিছনে তাকাল লেসলি। ধূসর কাগজে আবছা সবুজ একটা ফোঁটার মত লাগছে নানটুকেটকে, দেখা যায় কি যায় না। আন্তর্জাতিক জলসীমায় চলে এসেছে ওরা অনেক আগেই। ঢেউয়ের আকার বেশ বড় এখানে, তের মতিগতিও উল্টোপাল্টা। ফুয়েল গজের কাঁটা 'E' ছুঁয়েছে, প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তেলের মজুত।

'লোকটা পাগল হয়ে গেল নাকি?' প্রেমাকভ দেখতে দেখতে আরও বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে দেখে বলল মেয়েটি। 'গতি কমাচ্ছে কেন?'

'নিশ্চই কোন কারণ আছে,' ওটার চারদিকে সতর্ক নজর বোলাবার ফাঁকে বলল মাসুদ রানা। দৃষ্টি অস্থির হয়ে উঠেছে, খুব দ্রুত স্থান বদল করছে। প্রতি মুহূর্তে কিছু একটা ঘটার আশঙ্কা করছে যেন ও।

হঠাৎ করেই এঁকেবেঁকে চলতে আরম্ভ করল সামনের বোটটা। কিন্তু মাসুদ রানা কোর্স বদল করল না। উপায় নেই। যে-কোন মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যাবে এঞ্জিন, কারণ তেল আর সামান্যই আছে। এ সময় ও ধরনের কিছু করতে যাওয়া একেবারেই অর্থহীন। আগের মতই সোজা এগোতে থাকল ও। তাতে বরং লাভই হলো। ঘনঘন ডানে-বাঁয়ে করতে গিয়ে আরও পিছিয়ে পড়ল সামনের বোট, মাঝের ব্যবধান দ্রুত আরও কমে এল।

একটু পর পিছনে তাকাল প্রেমাকভ পলকের জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুলটা ধরতে পারল সে, তাড়াতাড়ি হুইল সোজা করে নিয়ে নাক বরাবর ছুটল কিছুক্ষণ। তারপর বাঁক নিতে আরম্ভ করল অনেকখানি জায়গা জুড়ে। হুইল হাউসের মাথায় বসানো রাডার স্কোপ চালু আছে তার, বোটের সাথে তাল রেখে ওটাও ঘুরছে একটু একটু।

আরও কয়েক মিনিট কেটে গেল। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছে মাসুদ রানা, এই বুঝি গেল থেমে বোট। গেল বুঝি এঞ্জিন বন্ধ হয়ে। চারদিকে পানি আর ওরা ছাড়া আর কিছুই নেই। কেবল পানি আর পানি। এখনও বাঁক নিচ্ছে প্রেমাকভ। বলতে গেলে একই জায়গায় ঘুরছে লোকটা। দেখে মনে হয় কিছু খুঁজছে হয়তো, অথবা কোন কিছুর দেখা পাওয়ার আশায় আছে। একই সঙ্গে পিছনের বোটটা যাতে আর কাছে না আসতে পারে, সেদিকেও সমান নজর রয়েছে তার। এরই মধ্যে তার আধ মাইলের মধ্যে পৌঁছে গেছে ধাওয়াকারী, আর এগোতে দিতে চায় না সে ওদের।

হঠাৎ করে শুরু হলো বৃষ্টি।

আচমকা বাঁ দিকে ঘুরে গেল প্রেমাকভের বোটের নাক, তীক্ষ্ণ এক বাঁক নিল সে। মনে হলো যেন প্রার্থিত বস্তুটির দেখা পেয়েছে লোকটা। হ্যাঁ, সত্যিই পেয়েছে। প্রেমাকভ যা দেখেছে, কয়েক মুহূর্ত পর ওরাও তা দেখতে পেল।

সামনের বোট যেদিকে নাক ঘোরাল, সেদিকে, বড়জোর এক মাইল দূরে, পানি ফুঁড়ে মাথা তুলল একটা সরু, কালো রঙের দণ্ড। নীলচে-রূপালী পানি দু'ভাগ করে এগিয়ে আসতে থাকল ওটা। রাইফেলের সাইটে চোখ রেখে জিনিসটা দেখল মাসুদ রানা। দেখতেই থাকল স্তম্ভিত বিস্ময়ের সাথে। পৌঁছে গেছে প্রেমাকভের এস্কেপ ভেসেল।

দণ্ডটা আর কিছু নয়, একটা লোহার পাইপ, দৈর্ঘ্য বাড়ছে ওটার একটু একটু করে। সোজা প্রেমাকভের বোটের দিকে চলেছে। বৃষ্টির বেগ বেড়ে গেছে এর মধ্যে, তবু ওর মধ্যে দিয়ে লেসলিও দেখল পাইপটা। 'ওটা কি?' লাফিয়ে উঠল সে। উত্তরটাও সাথে সাথেই পেয়ে গেল নিজে থেকে, কাউকে বলে দিতে হলো না।

বেখেয়ালে গতি সামান্য কমিয়ে দিয়েছিল মাসুদ রানা, সংবিৎ ফিরতে প্রটেল

ধরে সজোরে সামনে ঠেলে দিল আবার। নাক উঁচু করে ঝাঁপ দিল ক্রিস ক্র্যাফট। এখন বাঁচতে হলে সামনেই যেতে হবে। এটার তেল শেষ। প্রাণে বাঁচলে এবং নানটুকেট ফিরে যাওয়ার আশা পূরণ করতে হলে যে কোন মূল্যে প্রেমাকভের বোট দখল করতে হবে এখন ওদের। সঙ্গে তার পাওনা চুকিয়ে দেয়ার বিষয়টা তো রয়েইছে। অবশ্য যদি সে সুযোগ হয় আর কি!

'আমরা বোধহয় ব্যর্থ হলাম, রানা,' তীব্র হতাশা মাখা গলায় বলল লেসলি। 'পারলাম না প্রতিশোধ নিতে।'

উত্তর না দিয়ে গজের দিকে তাকাল ও। E ছাড়িয়ে আরও অনেক নেমে গেছে কাঁটা। ট্যাঙ্কে আর এক মিনিট চলার মত ফুয়েলও আছে কিনা সন্দেহ। পাইপটার দিকে তাকাল। আরও খানিকটা জেগে উঠেছে ওটা, অনেক বেশি পানি কাটছে এখন।

'হোলি জেসাস!' আঁতকে উঠল মেয়েটি। 'রানা, দেখো!'

পাইপটা এরমধ্যে ফুটখানেক মাথা জাগিয়েছে ওপরে, আরও কয়েকটা যোগ হলো তার সাথে, লোহা আর ইস্পাতের পাইপ। কাছে চলে আসায় এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সব খালি চোখেই। পেরিস্কোপ। তারপর টনকে টন নীল পানি পিঠের ওপর দিয়ে দু'দিকে গড়িয়ে দিয়ে মাথা তুলল দৈত্যাকার এক সোভিয়েত সাবমেরিন। ভীতিকর এক জলদানবের মত লাগল ওটাকে। গায়ের রং ধূসর, তারওপর হালকা ধূসরের কোদালে মেঘের মত আঁকিবুঁকি।

আক্ষরিক অর্থেই চোখ কপালে উঠল মাসুদ রানার। চেহারা দেখেই বোঝা যায় পারমাণবিক শক্তি চালিত অন্যতম বৃহৎ সোভিয়েত সাবমেরিনগুলোর একটা ওই জলদানব। আর যা-ই হোক, এতটা আশঙ্কা ভুলেও করেনি মাসুদ রানা। একজন মাত্র স্পাইকে দেশে ফিরিয়ে নিতে মস্কো এই মাল পাঠিয়েছে, দেখেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ওর।

মাঝ পেট পর্যন্ত ভাসিয়ে দিল ওটা পানির ওপর। রাজকীয় ভঙ্গিমায় ধীরে ধীরে পাশ ফিরল ওদের দিকে। প্রেমাকভের সুবিধের জন্যে। ওটার ভেতরের কয়েকটা হলুদ ডেক লাইট চোখে পড়ল রানার। এখনও সমান তালে ওটার দিকে এগোচ্ছে দুই ক্রিস ক্র্যাফট। দুটোর মাঝের ব্যবধান আধ মাইলের কিছু বেশিই হবে এ মুহূর্তে। সাবমেরিন অনেক কাছে পৌঁছে গেছে প্রেমাকভ। ওটার পাশে তার বোটটাকে লাগছে পাহাড়ের পাদদেশে নেংটি ইঁদুরের মত।

ডুবোজাহাজের উত্থান পর্ব সম্পন্ন হতেই ওপরের হ্যাচওয়ে খুলে গেল। কয়েকজন নাবিক টপাটপ বেরিয়ে এল বাইরে। একটা লম্বা দড়ির মই ছুঁড়ে দিল নিচে। মাত্র শ'খানেক গজ অতিক্রম করতে বাকি তখন প্রেমাকভের। বোটের নিচু সিলিঙের কারণে ঝুঁকে ওপরে তাকাল মাসুদ রানা। রাশিয়ার চিরপরিচিত লাল হাতুড়ি আর কাস্তের প্রতীকটা দেখা গেল পরিষ্কার।

স্নায়ুযুদ্ধের এই চরম উত্তেজনাকর সময়ে স্বয়ং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলীয় সীমানার এত কাছে, খোলা মেলা সাগরে দাঁড়িয়ে আছে এক সোভিয়েত নিউক্লিয়ার সাবমেরিন, দিনে দুপুরে, অবিশ্বাস্য! ওটাকে ধাওয়া করা দূরে থাক, 'হেই!' করারও কেউ নেই। শত্রু দেশে তিন দশক ধরে একাধিক হত্যাসহ আরও।

অসংখ্য জঘন্য নোংরা কাজের হোতাকে নিরাপদে নিজভূমে ফিরিয়ে নিতে এসেছে ওটা, কী সাড়ম্বরে জাহির করছে নিজেকে।

জায়গামত পৌঁছে গেল প্রেমাকভ। হুইল হাউস থেকে বেরিয়ে পিছনে তাকাল এক পলক। বোটের দুলুনীর সাথে দেহের ভারসাম্য বজায় রাখার কসরত করতে করতে কাছে গিয়ে দু'হাতে ধরল দড়ির মই। তারপর সাবধানে এক পা এক পা করে উঠে যেতে লাগল। বাঁধন ছেঁড়া তরীর মত ভাসছে তার ক্রিস ক্র্যাফট, একটু একটু করে সরে যাচ্ছে স্রোতের টানে। খুব ধীরে ধীরে হলেও তার স্থান পরিবর্তনের ব্যাপারটা চোখে পড়ল মাসুদ রানার।

মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠে থামল প্রেমাকভ। আবার পিছনে তাকাল। রানার মনে হলো মুহূর্তের জন্যে দাঁত দেখা গেল লোকটার। হাসছে? বিজয়ের আনন্দে? নাকি ওদের দুর্দশার কথা ভেবে? ও কি জানে এই বোটের ফুয়েলের অবস্থা? নিশ্চই জানে! একটু গভীরভাবে মাথা খাটালেই বোঝা যায় এই আয়োজনটাও তার নিজের করা। সাবমেরিনে চড়তে কতখানি পথ পাড়ি দিতে হবে, তাতে কতটা ফুয়েল প্রয়োজন, সব হিসেব করেই তার সম্ভাব্য ধাওয়াকারীর জন্যে এ ব্যবস্থাটা করেছে সে।

যাতে ঠিক সময়মত তেল ফুরিয়ে অকেজো হয়ে পড়ে বোট, নানটুকেট ফিরে যাওয়ার কোন উপায় না থাকে তাদের। ভাবনাটা শেষ হওয়ার সুযোগ পেল না মাসুদ রানার, তার আগেই খক করে কেশে উঠল এঞ্জিন। হেঁচকি তুলল পরপর কয়েকটা অদৃশ্য দেয়ালে বাধা পেল যেন ওটা, দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে ঝাঁকি খেতে খেতে আরও খানিকটা এগোল। তারপর হঠাৎ করে স্তব্ধ হয়ে গেল, ট্যাঙ্কের শেষ ফোঁটাটিও নিঃশেষ হয়ে গেছে।

প্রাণের স্পন্দন হারিয়ে অসহায়ের মত দোল খেতে লাগল বোটটা। ফুয়েলের মিটারে একটা লাল আলো জ্বলছে। গজের কাঁটা E ছাড়িয়ে অনেক নিচে নেমে গেছে। আর নামার উপায় নেই। ঠেকে গেছে। ওদিকে তরতরিয়ে দড়ির মই বেয়ে উঠে যাচ্ছে প্রেমাকভ। ওপরের ডেকে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখছে তাকে তিন-চার নাবিক। বাতাসে মইয়ের নিচের দিক দোল খাচ্ছে ডানে-বাঁয়ে।

ওভারকোট সামলে ওই মই বেয়ে ওঠা একেবারে সহজ নয়। কিন্তু প্রেমাকভের কোন অসুবিধে হচ্ছে বলে মনে হয় না। হাঁ করে তাকে দেখছে লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। চলে যাচ্ছে তার দুঃখিনী মায়ের হত্যাকারী, লেসলির প্রাণের শত্রু, যার ভয়ে জীবনের বেশির ভাগ সময় পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে তাকে—ইয়েভগেনি প্রেমাকভ ওরফে আর্থার এডওয়ার্ড স্যান্ডলার ওরফে অ্যাডলফ জেঙ্গার।

সাবমেরিনের মাত্র আধ মাইল দূরে এখন ওরা।

নয়

উঁচু এক ঢেউয়ের ধাক্কায় জোরে দুলে উঠল বোট। ড্যাশবোর্ড আঁকড়ে ধরে

পতনের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করল রানা ও লেসলি। স্রোতের ধাক্কায় একটু একটু করে ঘুরে যেতে শুরু করেছে ওটা।

'চলে গেল!' তীব্র হতাশার সাথে বলল লেসলি। অসহায় রাগে ড্যাশবোর্ডের ওপর ধুম করে এক কিল মারল। 'ঠেকানো গেল না?' নিজেকে প্রশ্ন করল যেন।

কিছু বলল না মাসুদ রানা। থাবা দিয়ে রাইফেলটা তুলে নিয়ে পা বাড়াল বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে। ওর আস্তিন টেনে ধরল মেয়েটি। 'রানা, কি করছ? এখন গুলি করা মারাত্মক ভুল হবে। আমাদের···আমাদের ডুবিয়ে দেবে তাহলে ওরা।'

জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিল ও। মাথা দোলাল। 'না, সে সম্ভাবনা কম। ওরা এসেছে শুধুই প্রেমাকভকে তুলে নিয়ে যেতে। ওদের কারও ওপর গুলি ছোঁড়ার নির্দেশ মস্কো দিয়েছে বলে মনে হয় না।'

'কিন্তু আশেপাশে বাধা দেয়ার কেউ নেই, ওরা জানে। যদি···'

'এখন ওসব ভাবার সময় নেই। মস্কোর নির্দেশ যদি থাকে, তাহলে অন্য কথা। নইলে একটা আঙুলও তুলবে না ওরা, আমি জানি। অবশ্য নির্দেশ ছাড়াও বিশেষ পরিস্থিতিতে ওরা তা করতে পারে, একমাত্র যদি সরাসরি কেউ হামলা চালায় ওদের ওপর, তাহলেই।'

বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। স্টারবোর্ড সাইডের নিচু রেলিং ঘেঁষে বসে পড়ল, নিজেকে যথাসম্ভব স্থির রাখার জন্যে পিঠ ঠেকাল পিছনের বাল্কহেডে। রাইফেলের নলের ভর চাপাল রেলিঙে। আগের মতই দুলছে বোট, তার ওপর বৃষ্টি। সাইটে চোখ রেখে এইম করা এ অবস্থায় প্রায় দুঃসাধ্য এক কাজ, তার ওপর নিশানাও অনেক দূরে রয়েছে। যতবড় ওস্তাদ শূটারই হোক না কেন, তেমন একটা ভরসা করা যায় না সফল হওয়ার ব্যাপারে।

ওর পাশে এসে বসল লেসলি। 'এই রাইফেলের রেঞ্জ কেমন?'

'ওই হারামজাদাকে পেড়ে ফেলার জন্যে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু ঢেউ বৃষ্টি আর বাতাস মিলে···' থেমে সাইটে চোখ রাখল ও। সাবমেরিনের ক্রুরা ভুলেও একবার তাকাচ্ছে না এদিকে, যেন দ্বিতীয় বোটটিকে দেখেইনি ওরা এখনও। দু'জন ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে দিল প্রেমাকভকে সাহায্য করার জন্যে। 'এ মুহূর্তে পাঁচশো গজ পর্যন্ত নিশ্চয়তা দেয়া যায় টার্গেট হিট করার ব্যাপারে। তার বাইরে হলে বাতাস আর ভাগ্যের সহায়তাও প্রয়োজন হবে।'

দৈত্যাকার জলযানটার দিকে তাকিয়ে দূরত্ব অনুমানের চেষ্টা করল লেসলি। 'নিশ্চই পাঁচশো গজের অনেক বাইরে রয়েছে সাবটা?'

'অবশ্যই। আট থেকে নয়শো গজ দূরে আছি আমরা ওটা থেকে।'

'রানা!'

মেয়েটির গলায় অস্বাভাবিক কিছু একটার আভাস পেয়ে ঘুরে তাকাল ও। 'বলো।'

'রাইফেলটা আমাকে দেবে?'

বুঝল রানা ওর মনের কথা। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে রাজি হয়ে গেল। 'নিশ্চই। এ ধরনের অস্ত্র চালিয়েছ কখনও?'

'সাধারণ রাইফেল চালিয়েছি। হরিণ শিকার করেছি কয়েকবার।'

'গুড, ওতেই চলবে। এটা বরং আরও সহজ টার্গেট মার্কিঙের ক্ষেত্রে।' টেলিস্কোপিক সাইটে চোখ রাখল মাসুদ রানা, নব ঘুরিয়ে হেয়ার ক্রসে প্রেমাকভের মাথাটা স্পষ্ট ফুটিয়ে তুলল। 'নাও। সাবধানে।'

থাবা দিয়ে অস্ত্রটা নিল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। চোখেমুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ ফুটল তার। দ্রুত বোল্ট টেনে তৈরি হলো, পিছনে হেলান দিয়ে বসল রানার মত, তারপর চোখ রাখল সাইটের ক্রসে।

'গুলি করবে বোট যখন ঢেউয়ের মাথায় উঠে স্থির হবে, তখন,' বলল ও। 'ওর মাথার এক ফুট ওপরে এইম করবে।'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল লেসলি। দৃষ্টি এবং মন দুটোই তার এ মুহূর্তে প্রেমাকভের ওপর কেন্দ্রীভূত। এক নাবিকের হাত ধরল প্রেমাকভ, আরেক ধাপ উঠল, আরেক নাবিকের বাড়ানো হাত প্রত্যাখ্যান করল মাথা নেড়ে। প্রথমজনের হাত ছেড়ে ডেকের রেলিং আঁকড়ে ধরল, হেঁচড়ে তুলে ফেলল নিজেকে।

হাঁটুতে ভর দিয়ে ডেকে বসে পড়ল প্রেমাকভ। মনে হলো জিরিয়ে নিচ্ছে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে হয়তো। কত বয়স হবে লোকটার? ভাবল রানা, ষাট-পঁয়ষট্টি? সত্তর? নাকি আরও বেশি? দুলে উঠল ওদের ক্রিস ক্র্যাফট, ঢেউয়ের মাথায় চড়তে শুরু করেছে। মেয়েটির কাঁধ শক্ত হয়ে উঠতে দেখল রানা। মাথা কাত করে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সাবমেরিনের দিকে। এখনও উঠছে বোট।

'উত্তেজিত হয়ো না,' বলল মাসুদ রানা। 'ব্যক্তিগত আক্রোশ ভুলে শান্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে এখন।'

'ভীষণ দুলছে বোট,' বিড়বিড় করে বলল লেসলি।

'ভুলে যাও। সঠিক সময়ের অপেক্ষায় থাকো। তোমাকে সফল হতেই হবে।'

উত্থান শেষ হলো বোটের। প্রায় স্থির ওটা এখন, পতন শুরু হবে যে কোন মুহূর্তে। ট্রিগার পেঁচিয়ে ধরা আঙুলের নখ সাদা হয়ে গেছে লেসলির, মৃদু একটা চাপ, কাজ সম্পন্ন করল হেয়ার স্প্রিং, দীর্ঘ ব্যারেল থেকে বেরিয়ে গেল প্রথম গুলিটা। ফল হবেই, আশা না করলেও ভেতরে ভেতরে শক্ত হয়ে গেল মাসুদ রানা। সাবমেরিনের ডেকের দিকে তাকিয়ে থাকল।

কোন প্রতিক্রিয়া নেই সেখানে। উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছে প্রেমাকভ। মিস করেছে লেসলি প্রথম গুলিটা। বৃষ্টির ধূসর পর্দা ভেদ করে বেরিয়ে গেছে ওটা ব্যারেল সামান্য নিচু করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার ট্রিগার টানল ও। ফলাফল শূন্য। তৃতীয়বার গুলি করল লেসলি। কোন প্রতিক্রিয়া হলো না সাবমেরিনের ডেকে দাঁড়িয়ে পড়েছে প্রেমাকভ।

দুই হাতে কাপড়ে লেগে থাকা ময়লা পানি ঝাড়ছে জোরে জোরে। একেবারে নিশ্চিন্ত সে, নিরুদ্বিগ্ন। কারণ এতক্ষণে বুঝে ফেলেছে সে যে ওর ফাঁদে আটকে গেছে মাসুদ রানা ও লেসলি। আর এগোতে পারছে না। নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত এখন ওরা। ব্যারেল এক চুল পরিমাণ উঁচু করে চতুর্থ গুলিটা ছুঁড়ল লেসলি বিড়বিড় করে কি যেন বলছে।

এইবার কিছু একটা ঘটল, সাবমেরিনের ওপরে দাঁড়ানো দলটা ঝট করে ঘুরে তাকাল ওদের বোটের দিকে, মনে হলো থতমত খেয়ে গেছে সবাই। হয়তো

সাবমেরিনের দেহে আঘাত করেছে শেষ গুলিটা, শব্দ শুনতে পেয়েছে ওরা। বাতাস সামান্য দিক বদল করল হঠাৎ করে। সাবমেরিনের দিক থেকে এদিকে আসছে এখন।

হৈ-চৈর আওয়াজ কানে এল ওদের। ডুবো জাহাজের ডেকে উপস্থিত সবাই কথা বলছে একযোগে। উত্তেজিত। রেলিঙে পেট বাধিয়ে উঁচু হয়ে নিচে কি যেন দেখছে। ঠিক, ভাবল মাসুদ রানা, শেষ বুলেটটা ওটার দেহে লেগেছে। খুশি হয়ে উঠল লেসলি, দেরি না করে আবার গুলি করল। এবং ব্যর্থ হলো। প্রথম ম্যাগাজিনের আর মাত্র একটা বুলেট বাকি আছে। সাবমেরিনের পেটের ভেতর কোথাও উজ্জ্বল হলুদ একটা আলো আচমকা বিস্ফোরিত হলো এই সময়। মুহূর্তের জন্যে জ্বলে উঠেই নিভে গেল।

ক্র্যাম্বল করার নির্দেশ। ঘুরে দাঁড়াল ক্রুরা তৎক্ষণাৎ, পা বাড়াল খোলা হ্যাচওয়ের উদ্দেশে। কিন্তু প্রেমাকভ নড়ল না। একভাবে তাকিয়ে আছে এদিকে, যেন বুঝতে চায় কে করছে গুলি। আবারও গুলি আসতে পারে, সে পরোয়া নেই।

'জলদি জলদি!' ছিলার মত টানটান হয়ে আছে মাসুদ রানা। জানে ও, আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় পাওয়া যাবে। তারপর ওটার পেটের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাবে প্রেমাকভ, শেষ হয়ে যাবে সব আশা-ভরসা।

সাবমেরিন থেকে একটা সাইরেনের আওয়াজ ভেসে এল। ডাইভ সিগন্যাল, ডুব দিতে যাচ্ছে ওটা।

যথেষ্ট সতর্কতার সাথে শেষ গুলিটা ছুঁড়ল লেসলি। এটাও মিস। তীব্র ক্ষোভ আর বেদনায় মুখটা কালো হয়ে গেল লেসলির। চোখে অপরাধীর দৃষ্টি। রাইফেল নামিয়ে ফেলল সে। সাইরেনের টানা আওয়াজ এখনও আসছে। ক্রুরা সবাই অদৃশ্য হয়ে গেছে, কিন্তু ওই লোকটির মধ্যে কোনরকম ব্যস্ততার লক্ষণ নেই। দাঁড়িয়েই আছে। জেনে গেছে, গুলি ফুরিয়ে গেছে শত্রুর। আর তাকে গুলি করতে পারছে না ওরা। লেসলিকে রাইফেল নামাতে দেখে হাসল সে দাঁত বের করে।

মাসুদ রানা দেখছে তাকে। দাঁড়িয়ে আছে কেজিবির মাস্টার স্পাই, সম্পূর্ণ শান্ত, স্থির। ভেতরের হলুদ আলোটা আবার ঝলসে উঠল, ভেতরে ঢুকে পড়তে বলছে ওটা প্রেমাকভকে। সাইরেন এখনও বেজে চলেছে। তবু পাত্তা দিল না লোকটা। নড়লই না। হঠাৎ দু'হাত মাথার ওপর তুলল সে, নাড়তে লাগল ওদের লক্ষ্য করে। মনে হলো যেন 'V' দেখাচ্ছে। নিজের বিজয় ঘোষণা করছে।

থাবা দিয়ে লেসলির হাত থেকে রাইফেলটা নিল মাসুদ রানা। ব্যবহৃত ম্যাগাজিনটা বের করে ছুঁড়ে ফেলল সাগরে। দ্বিতীয়টা চেম্বারে ঢুকিয়েই বোল্ট টানল দ্রুত। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল লেসলি। যেন বোঝাতে যায়, লাভ নেই। খেয়াল করল না রানা। রাইফেল তুলল, কাঁধে ঠেকিয়ে রাখল সাইটে।

ওর এই তৎপরতা চোখে পড়েনি প্রেমাকভের, তার আগেই হাত নামিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সে। বীরদর্পে এগিয়ে চলেছে হ্যাচের দিকে। একবার ভেতরে ঢুকতে পারলেই হলো, সেখানে তার জন্যে অপেক্ষা করছে নিয়ন আলো ও বিশুদ্ধ বাতাসের আরেক জগৎ। সম্পূর্ণ নিরাপদ। রাজকীয় ভঙ্গিতে হাঁটছে লোকটা। বিজয় উপভোগ করছে বেশ।

খুব সতর্কতার সাথে লক্ষ্য স্থির করল মাসুদ রানা, প্রেমাকভের কুটিল মাথাটার ছয় ইঞ্চি ওপরে। বাতাসের বেগ সামান্য কমেছে, বোটের দুলুনিও কমে গেছে কিছুটা। লম্বা করে দম নিল রানা, পরবর্তী ঢেউয়ের মাথায় বোটের স্থির হওয়ার অপেক্ষা করছে। দৃঢ় সংবদ্ধ ঠোঁটে দৃঢ় সংকল্প ওর, চোখে খুনের নেশা।

হ্যাচের মুখে পৌঁছে আবার দাঁড়াল প্রেমাকভ। ঘুরে তাকাল এদিকে শেষবারের মত। সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগার টানতে আরম্ভ করল রানা। কোন বিরতি না দিয়ে পর পর ছয়বার ট্রিগার টেনে গেল ও, ব্যারেল চুল পরিমাণ এদিক ওদিক ঘুরিয়ে বুলেটগুলো ছড়িয়ে দিল প্রেমাকভের অবস্থানের চারদিকে। কল্পিত এক বৃত্তের মধ্যে।

তারপর প্রতীক্ষা।

মাঝখানের সামান্য দূরত্বটুকু পেরোতে কয়েক যুগ লেগে গেল যেন ছুঁচলো বুলেটগুলোর। অবশেষে শেষ হলো অনিশ্চিত প্রতীক্ষার পালা। ঠিক কোন বুলেটটা লক্ষ্যে আঘাত হানল বোঝা গেল না। হয়তো প্রথম, বা দ্বিতীয়, অথবা চতুর্থ কি শেষটা, কে বলতে পারে! সাইটে দৃশ্যমান ইয়েভগেনি প্রেমাকভের বড়সড় তরমুজের মত মাথাটা আচমকা বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেডের মত। হেভি ক্যালিবার বুলেট প্রচণ্ড ধাক্কায় ডেক থেকে শূন্যে তুলে ফেলল তার নিশানাকে। রক্তে গোসল হওয়া বিধ্বস্ত মাথা পিছনে হেলে পড়ল প্রেমাকভের, পরমুহূর্তে ডেকে পিঠ দিয়ে আছড়ে পড়ল সে।

হুড়োহুড়ি পড়ে গেল সাবমেরিনের ভেতর। হয়তো প্রেমাকভের মরণ গোঙানি কানে গেছে ওদের, দুদ্দাড় করে ওপরে উঠে এল কয়েকজন নাবিক। সামনের দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে পড়ল লোকগুলো। থতমত খেয়ে গেল। চোখমুখ কুঁচকে 'ওয়াক!' করে উঠল একজন। পরমুহূর্তে ওদের বোটের দিকে তাকাল সবাই খানিকটা ভয়ে ভয়ে, তারপর মহাব্যস্ত হয়ে উঠল। দুই পা ধরে প্রেমাকেভের দেহটা হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল তারা হ্যাচের কাছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে লাশসহ ডুবোজাহাজের পেটের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল প্রত্যেকে।

রাইফেলটা লেসলির হাতে তুলে দিতে যাচ্ছিল মাসুদ রানা, আচমকা ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। পাগলের মত চুমু খেতে লাগল ওর নাকেমুখে। কাঁদছে। ভেতরের উচ্ছ্বাস পানি হয়ে গলে বেরোচ্ছে তার চোখ দিয়ে। জোর করে মেয়েটিকে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করল রানা। 'লেসলি, শান্ত হও। একটা জরুরী কাজ বাকি আছে এখনও। রাইফেল ধরো। সারতে দাও কাজটা।'

নিল সে ওটা। চোখ মুছতে মুছতে রানার কার্যকলাপ দেখতে লাগল। হুইল হাউসে এসে ঢুকল মাসুদ রানা। রাশিয়ান সাবমেরিন বা তার অফিসার-ক্রুদের সঙ্গে ওর কোন শত্রুতা নেই। ওরা ওদের ওপর রাষ্ট্রের অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে মাত্র। মাসুদ রানা পালন করেছে তারটা, উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলসের অর্পণ করে যাওয়া। তাই কি? ভাবল রানা, তিনি কি এভাবেই লেসলির সমস্যার সমাধান চেয়েছিলেন? ঠিক এভাবে না হলেও, প্রেমাকভের এই পরিণতিই তিনি আশা করেছিলেন নিঃসন্দেহে। কারণ এটা না হলে লেসলির দাবি প্রতিষ্ঠা করতে

দিত না লোকটা কিছুতেই। যার অর্থ দাঁড়ায়, নিজের রিক্রুট করে যাওয়া প্রেমাকভ শেষ হয়ে যাক, তাই চাইছিলেন ড্যানিয়েলস। কেন? এর জবাব হয়তো কোনদিন পাওয়া যাবে না।

হুইল হাউস থেকে একটা স্পটলাইট নিয়ে বেরিয়ে এল রানা। ওরা এসেছে ইয়েভগেনি প্রেমাকভকে নিয়ে যেতে, ভাবছে ও, আর রানা চেয়েছে আর্থার স্যাণ্ডলার যাতে পালাতে না পারে। উভয়ের উদ্দেশ্যই সফল। শোধবোধ। সামনের খোলা ডেকে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। কয়েকবার অন-অফ করে দেখল লাইটটা ঠিকমত কাজ করছে কি না, তারপর মোর্স সিগন্যাল পাঠাতে শুরু করল সাবমেরিনের উদ্দেশে, আন্তর্জাতিক সীজ ফায়ার সিগন্যাল। পরপর কয়েকবার একই সঙ্কেত পাঠাল ও।

কোন জবাব এল না ও তরফ থেকে। দু'মিনিট স্থির দাঁড়িয়ে থাকল ডুবোজাহাজটা, তারপর খুব ধীর ভঙ্গিতে নড়ে উঠল। বন্ধ হয়ে গেল হ্যাচকভার। ভয় হলো রানার ওটা কিছু একটা অঘটন না ঘটিয়ে বসে। গোলাগুলি না ছুঁড়লেও ধাক্কা মেরে ডুবিয়ে না দেয় ওদের খুদে ক্রিস ক্র্যাফট। অসম্ভব নয়। কিন্তু তেমন কিছু করল না ওটা। যেন সীজ ফায়ার সিগন্যালের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যেই আস্তে আস্তে ঘুরে গেল পুব দিকে। চলতে শুরু করল। সেই সঙ্গে তলিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে।

একদৃষ্টে ওটার দিকে চেয়ে থাকল রানা-লেসলি। বেশ দূরে চলে গেছে জাহাজটা দেখতে দেখতে, পুরো দেহ পানির নিচে তার, শুধু পেরিস্কোপের দণ্ডটা জেগে আছে। এক সময় ওটাও আর দেখা গেল না। দিগন্তে মিশে গেছে। বোট দুটো ছাড়া চোখের সামনে দিগন্ত বিস্তৃত শূন্য আটলান্টিক নাচছে কেবল। এইমাত্র এখানেই ছিল দানবাকৃতির এক নিউক্লিয়ার সাবমেরিন, ভাবতেও যেন কেমন লাগে। চুপ মেরে আছে খুদে দুই বিলাসতরী, একটার জ্বালানি আছে নিয়ন্ত্রক নেই, অন্যটির নিয়ন্ত্রক আছে জ্বালানি নেই।

হুইল হাউসে এসে বসল রানা ও লেসলি। দু'জনেই প্রচণ্ড ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। ঘুমের অভাবে টকটকে লাল রং পেয়েছে ওদের চোখ। বৃষ্টিতে ভেজা চুল লেপটে আছে খুলির সাথে, গালে-কপালে। কথা নেই কারও মুখে। কি ভাবে নানটুকেট ফিরবে সেই ভাবনায় ডুবে আছে ওরা। ডেকে বৃষ্টির ফোঁটা আছড়ে পড়ার, আর বাতাসের উন্মত্ত ছোটাছুটির আওয়াজ শুনছে। সেই সাথে দোল খাচ্ছে নাগরদোলায়।

লেসলির মুখে স্বস্তির আভাস দেখতে পেল মাসুদ রানা। ভাল লাগল ওর। নয় বছর বয়স থেকে যে বিভীষিকাময় অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়েছিল মেয়েটির জীবনে, আজ তার অবসান ঘটেছে। মৃত্যুভীতি এখন আর তাড়া করে ফিরবে না ওকে, পিয়ানোর তারের ফাঁস দুঃস্বপ্ন হয়ে আর কখনও হানা দেবে না ওর নিবিড় ঘুমের রাজ্যে। মাসুদ রানা ওকেই দেখছে টের পেয়ে মুখ তুলল মেয়েটি। লজ্জিত হাসি ফুটল তার লোভনীয় অধরে। রানার কাঁধে মাথা রাখল সে। 'ধন্যবাদ, রানা। নাইস শূটিং। আমি কল্পনাই করিনি কাজ হবে। জানো, খুব কাঁদতে ইচ্ছে করছে আমার, আনন্দে। এ যে কী অনাবিল আনন্দ, হাজার চেষ্টা করলেও তোমাকে

বোঝাতে পারব না আমি। তুমি বুঝবেও না।'

'ঠিক বলেছ,' হাসল ও। 'যার আনন্দ সে ছাড়া আর কেউ বোঝে না। তবে তোমার মনোভাব কিছুটা হলেও অনুভব করতে পারছি আমি।'

হাসি মিইয়ে এল লেসলির। চাউনি বিষণ্ণ হয়ে উঠল। 'বেচারা হ্যামন্ড! বেঁচে থাকলে কী খুশিই না হত এখন। ল্যাসিটারের নির্দেশে বহু বছর ধরে আমার সাথে ছায়ার মত লেগে থেকেছে মানুষটা, বিপদে-আপদে বুক দিয়ে আগলেছে আমাকে।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। আলোচনার মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করল। 'এবার? সমস্যা তো মিটল তোমার, এখন কি করবে?'

মুখ নামিয়ে হাতের তালু পরখ করল মেয়েটি। 'সে তো পরের কথা, আগে আমাদের তীরে পৌঁছার কি ব্যবস্থা করা যায়, ভেবেছ কিছু?'

'দেখি।' কপাল কুঁচকে বাইরে তাকাল ও। আধমাইল দূরে নাচছে প্রেমাকভের বোটটা, একই গতিতে স্রোতের টানে ভেসে চলেছে ওদের সাথে তাল মিলিয়ে। ওটাকে ধরার একটা সুযোগ পেলে··· কিন্তু তা কোনমতেই সম্ভব নয়। 'কোন জাহাজ যদি এদিকে আসে দিন থাকতে, তাহলে তো কথাই নেই। না হলে রাতে সার্চলাইট দিয়ে মোর্স সিগন্যাল পাঠাতে থাকব। একটা না একটা ব্যবস্থা আশা করি হবেই।'

নীরবে বসে আছে লেসলি। ভাবছে। 'আপাতত মনট্রিয়ল ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই আমার। থিসিসটা শেষ করতে হবে আগে। ইচ্ছে আছে ডক্টরেট নিয়ে ওখানেই সেটল্ করব। একটা চাকরি জুটিয়ে নেব কোথাও।'

'চাকরি কেন?' বিস্মিত হলো মাসুদ রানা। 'এত বিশাল স্যান্ডলার এস্টেট···'

বাধা দিল লেসলি। 'না, রানা। ওই এস্টেটের স্বীকৃতি চাইতে গিয়ে নৃশংসভাবে খুন হয়েছে আমার নিরপরাধ মা। তাছাড়া ওর প্রতি পরতে পরতে জড়িয়ে আছে অসৎ পথে উপার্জিত টাকার দুর্গন্ধ। ওসব সহ্য হবে না আমার। আমি কষ্টার্জিত টাকায় জীবন ধারণ করতে চাই।'

'অর্থাৎ তুমি স্যান্ডলার উপাধি ধারণ করতে চাও না?'

'না, চাই না। ম্যাকঅ্যাডাম আছি, ম্যাকঅ্যাডামই থাকতে চাই।'

একটু ভাবল মাসুদ রানা। 'তোমার প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল, লেসলি। আশা করছি জীবন যুদ্ধে তুমি জয়ী হবে।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে, রানা।'

আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল ও, থেমে গেল লেসলির বিস্ফারিত, আতঙ্কিত চোখের দিকে তাকিয়ে। ওর কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। 'জেসাস!' রুদ্ধ শ্বাসে বলল সে। 'রানা! দেখো!!' বলেই তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। আতঙ্কে দু'চোখ ঠিকরে পড়ার জোগাড় লেসলির। 'ওহ গড! ওহ গড!'

আরও আগেই সবেগে সীটের ওপর ঘুরে বসেছে মাসুদ রানা। জিনিসটা দেখামাত্র ভয়ের হিমশীতল একটা ধারা মেরুদণ্ড বেয়ে শিরশির করে নেমে গেল নিচের দিকে। ঘাড়ের খাটো চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল পলকে।

সেই সাবমেরিন!

ফিরে এসেছে আবার। মাত্র একশো গজ দূরে মাথা তুলেছে ওটা, সরাসরি এগিয়ে আসছে ওদের বোট লক্ষ্য করে, নাকটা তাক করা আছে বোটের পেট সোজা। ওদের ডুবিয়ে মারার জন্যে ফিরে এসেছে ডুবোজাহাজটা, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। চরম সত্যটা উপলব্ধি করে চোয়াল ঝুলে পড়ল রানার, মুখটা আপনাআপনি হাঁ হয়ে গেল। জমে গেছে জায়গায়, নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই।

পানি কেটে খুব দ্রুত ছুটে আসছে সাবমেরিন। আর কয়েক মুহূর্ত মাত্র, তারপরই শেষ হয়ে যাবে সব। অথচ কিছু করার নেই। ওর দানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে করার আছেই বা কি? হৃৎস্পন্দন প্রায় থেমে এল মাসুদ রানার। বাঁচার কোন উপায় দেখছে না ও। এক পারে সাগরে লাফিয়ে পড়তে, কিন্তু সে হবে আত্মহত্যারই নামান্তর।

সাগরের পানি বরফের মত ঠাণ্ডা, ঢেউ আর স্রোতের ব্যাপারটা না হয় বাদ দেয়া গেল। ওর মধ্যে বড়জোর এক ঘণ্টা টেকা যাবে। তারপর? ঠাণ্ডায় জমে মরা ছাড়া আর কোন পথ থাকবে না। পাশ থেকে ওকে জড়িয়ে ধরল লেসলি। কাঁপছে থরথর করে। 'এখন কি হবে?' বলতে গিয়ে গলা ভেঙে গেল তার। 'ওটা মনে হয়, ওটা…!'

'হ্যাঁ। আমাদের ডুবিয়ে দিতে এসেছে।' মন্ত্রমুগ্ধের মত ডুবো-জাহাজটার দিকে চেয়ে আছে মাসুদ রানা।

এগিয়ে আসছে ওটা অমোঘ নিয়তির মত। পঞ্চাশ গজ! ত্রিশ গজ!

হঠাৎ করে বাঁ দিকে ঘুরে গেল সাবমেরিনের নাক, তার বিশাল হালের আঘাতে পাহাড় সমান ঢেউ উঠল সাগরে, অস্বাভাবিক উঁচু একেকটা ঢেউ। কম করেও ত্রিশ ফুট উঁচু, অনুমান করল রানা—অবিশ্বাস্য!

ওদের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে ডুবোজাহাজ, তার সৃষ্ট আকাশছোঁয়া অসংখ্য ঢেউ বোটের দিকে ছুটে আসছে উদ্বাহু নৃত্য করতে করতে। বুঝে ফেলল রানা ওদের পরিকল্পনা। সরাসরি কোন মার্কিন বোটকে আঘাত করার ইচ্ছে নেই ওটার। চায় বোটটা ঢেউয়ের আঘাতে ডুবিয়ে দিতে। পরিকল্পনা মোটামুটি একই, কেবল পদ্ধতিটা ভিন্ন, এই যা। ওদেরকে নিজের বিশ গজ বাঁয়ে রেখে দশ গজমত এগিয়ে গেল সাবমেরিন, তারপর তলিয়ে যেতে শুরু করল। দ্রুত বেগে।

বিস্ফারিত চোখে ধেয়ে আসা ঢেউগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে মাসুদ রানা। দলবদ্ধভাবে ছুটে আসছে ওদের মৃত্যুদূত। শত্রুপক্ষের বোট ডুবিয়ে দেয়ার কী নিষ্ঠুর আয়োজন করেছে ডুবোজাহাজটা। এর মধ্যেও ভাবল রানা, ওর ধারণাই ঠিক, কাউকে সরাসরি আঘাত করার অনুমতি দেয়নি ওদের মস্কো। তাই এই অভিনব ব্যবস্থা।

প্রথম পাহাড়টা কয়েক লক্ষ টন পানি নিয়ে বোটের স্টার সাইডে আঘাত করল, মুহূর্তে বেসামাল হয়ে পড়ল ওটা। কয়েক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে আছড়ে পড়ল দ্বিতীয় পাহাড়, সঙ্গে সঙ্গে কাত হয়ে গেল বোট। ঢেউটা তলা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় নিজেই খানিকটা ধাক্কা দিল ওটাকে উল্টোদিকে। সামলে উঠতে যাচ্ছিল প্রায় বোটটা, এই সময় সবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল পরবর্তী ঢেউ, প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেলো বিলাসতরী, কড়কড় মড়মড় আওয়াজ উঠল তার সর্বাঙ্গ থেকে

দেখতে দেখতে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল ওটা।

উল্টোদিকের রেলিং ধরে অসহায়ভাবে ঝুলে আছে, রানা ও লেসলি। ডুবে যাচ্ছে ক্রিস ক্র্যাফট, আর মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার, তলিয়ে যাবে তারপর সাবমেরিনটার ওপর চোখ পড়ল রানার। মুহূর্তের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ের জন্যে তার টকটকে লাল কাস্তে ও হাতুড়ির প্রতীকটা দেখতে পেল সে, পরক্ষণে ডুব দিল ওটা। শুধু পেরিস্কোপের দণ্ডটা দেখা যাচ্ছে এখন। একটু একটু করে দৈর্ঘ্য কমছে ওটারও।

আরেকটা ঢেউ ভেঙে পড়ল বোটের ওপর, আর্তনাদ করে উঠল বোটটা।

'ধরে থাকো!' লেসলির উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল মাসুদ রানাও। 'শক্ত করে ধরে থাকো।'

শেষবারের মত ককিয়ে উঠল বোট। তলিয়ে যেতে শুরু করল। চারদিক থেকে হড়হড় করে পানি ঢুকতে আরম্ভ করেছে খোলের মধ্যে, দ্রুততর করছে ওটার অতলযাত্রার পথ। পানির বিস্তার দেখে ভীত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। কি যেন বলল রানাকে। কিন্তু কানে গেল না ওর।

শোনার মত অবস্থা নেই তখন মাসুদ রানার।

'ধুশ্ শা-লা!' ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজ আচমকা ঘোড়ার মত লাফিয়ে উঠতেই হাতে ধরা মগ থেকে ছলকে গায়ে পড়ল বেশ খানিকটা গরম কফি, মেজাজ বিগড়ে গেল ইউ. এস. কোস্ট গার্ড কাটার লা গুয়ারডিয়ার রাডার অফিসার জেফ প্যাটারসনের মেজাজ। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে কাপড় ঝাড়তে শুরু করল সে।

তার যে কাজ তাতে লাফালাফিতেই অভ্যস্ত জেফ, এরকম দু'চারটে আচমকা লাফে হাত থেকে কফি ফেলে দেয়ার বান্দা সে নয়। এসবে ভালই অভ্যস্ত জেফ প্যাটারসন। কিন্তু আজ পড়ে গেল, কারণ সে অন্যমনস্ক ছিল, অপ্রস্তুত ছিল। বসে বসে সদ্য বিয়ে করা বউ ডোরার কথা ভাবছিল। প্রেমিকাকে বিয়ে করার জন্যে গত প্রায় এক বছর ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছিল জেফ, ছুটি এবং টাকা, দুটোই জমা করছিল হাড় কিপটের মত। ঠিক করে রেখেছিল বছর শেষে একবারে এক মাসের ছুটি নেবে, তারপর বিয়ে সেরেই বউকে বগলদাবা করে নিউ ইর্য়কে যাবে হানিমুন উদযাপন করতে।

কিন্তু কর্তৃপক্ষের এক অর্ডারে গুবলেট হয়ে গেল সব পরিকল্পনা। না, সব না, অর্ধেকটা। ছুটি জেফ পেয়েছে ঠিকই, নির্ধারিত দিনে সুন্দরী ডোরাকে বিয়েও করেছে, কিন্তু তার পরেরটুকু হয়নি। হানিমুনে যেতে পারেনি ওরা। সবকিছু রেডি, কেবল সকালে নানটুকেট এয়ারপোর্ট থেকে প্লেনে উঠবে স্বামী-স্ত্রী, হলো না। ভোররাতে টেলিফোনের আওয়াজ ঘুম ভাঙাল জেফ প্যাটারসনের, চীফের নির্দেশ জানিয়ে দেয়া হলো ডিপার্টমেন্ট থেকে, এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়তে হবে তাকে, সোজা অফিসে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে। ছুটি বাতিল।

একেবারে আকাশের ওপর থেকে আছড়ে পড়ল জেফ। কেন? জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে সমগ্র ম্যাসাচুসেটস উপকূলে। সোভিয়েত ও পোলিশ ফিশিং ট্রলার ঝাঁক বেঁধে এসে উপস্থিত হয়েছে মার্কিন উপকূলীয় সীমানার কাছে,

তাৎক্ষণিক সুবিধের নয়, ওদের ওয়াচ করা জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। অতএব উপকূল রক্ষী বাহিনীর প্রত্যেককে এই মুহূর্তে ডিপার্টমেন্টের প্রয়োজন। সব ধরনের ছুটি বাতিল করে দেয়া হয়েছে। পরে সবাইকে পুষিয়ে দেয়া হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

ডোরাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বেরুতে আট ঘন্টা লেগেছিল জেফের সে রাতে। সে পাঁচদিন আগের কথা। সেই যে বেরিয়েছে জেফ প্যাটারসন, আর ঘরমুখো হওয়ার সুযোগ পায়নি। অফিসে পৌঁছার আধঘণ্টা পর নানটুকেট বন্দর ত্যাগ করে লা গুয়ারডিয়া। সাগরেই কেটেছে তার পাঁচদিন চার রাত। জরুরী অবস্থার সাথে মোটামুটি পরিচিত সে, কিন্তু এ বারের ব্যাপারটা একেবারেই অন্যরকম। ঐতিহাসিক এক ঘটনা। ওই বহরে দু'শোরও বেশি মাছ ধরার ট্রলার আছে। তার মধ্যে গোটা ত্রিশেক পোলিশ, বাকি সব সোভিয়েত। অবিশ্বাস্য কাণ্ড!

আন্তর্জাতিক জলসীমাতেই রয়েছে ওরা যদিও, কিন্তু মার্কিন উপকূলের একেবারে কিনারা ঘেঁষে। যতটা না মাছ ধরছে, তার চেয়ে ঢের বেশি ঘুরঘুর করছে। চাট্টিখানি কথা নাকি? দুইশো ট্রলার! ম্যাসাচুসেটসের বাইরের দু'তিন স্টেট থেকেও কোস্ট গার্ড বাহিনীর প্রচুর জাহাজ এসে যোগ দিয়েছে জেফদের সাথে। চব্বিশ ঘণ্টা সদা সতর্ক তারা। ওরা যে কোন বদ মতলব নিয়ে এসেছে তাতে কোন সন্দেহই নেই, কিন্তু সেটা যে কি অনুমান করতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। অতএব চেয়ে থাকো, দেখো, কখন কি করে ওরা। তাই করে এসেছে এতদিন মার্কিন বাহিনী। সীমানার ওধারে ওরা ঘুরঘুর করছে, এধারে এরা। স্রেফ পায়চারি, আর কিছু না।

কোন রকম উস্কানী আসছে না ওদের তরফ থেকে যে ধাওয়া করবে যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে। সুযোগ দিচ্ছে না লালমুখো বাঁদরের দল। এদিকে বাড়ি ফেরার জন্যে ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে পড়েছে জেফ, কিছুই ভাল লাগছে না তার। রাডার স্ক্যানারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একঘেঁয়েমীতে পেয়ে বসে প্রায়ই। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সে। তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেই বোধহয় জেফকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার একটা সুযোগ জুটিয়ে দিয়েছেন আজ ঈশ্বর। সকালের দিকে লা গুয়ারডিয়ার এঞ্জিনে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, সমস্যাটা সমাধানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে জাহাজের এঞ্জিনিয়ারের। যেমন-তেমন ঝাড়ফুঁকে কাজ হবে না, মেজর অপারেশন প্রয়োজন।

সেজন্যে যা যা দরকার জাহাজে নেই তা। অতএব বন্দরে ফিরে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকল না লা গুয়ারডিয়ার। তাই করছে সে এ মুহূর্তে, ঘরমুখো চলেছে। এবং সুযোগটা যখন এসেই গেল, জেগে জেগে ডোরার স্বপ্নে মশগুল হয়ে পড়ল প্যাটারসন। আর তাই করতে গিয়েই বেখেয়ালে গরম কফি গায়ে ঢেলে দিয়েছে বান্দা। কাপড় ঝেড়ে-ঝুড়ে আসনে বসল সে, দুই দীর্ঘ চুমুকে পেটে চালান করে দিল বাকি কফি।

মগটা ঠক করে টেবিলে রাখল জেফ প্যাটারসন, তারপর স্ক্যানারের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক খেলো যেন, একটু একটু করে চোয়াল ঝুলে পড়তে লাগল তার। হাঁ হয়ে গেল যুবক। বিশালাকৃতির অজ্ঞাত

এক নৌযানের উপস্থিতির কথা জানান দিচ্ছে তার স্ক্যানার। পর্দায় প্রায় মাঝখানে ভাসছে বড়সড় একটা ফোঁটা। এমন বেকুব জীবনে কখনও হয়নি প্যাটারসন। মুখ বন্ধ করার কথা ভুলে বিস্ফারিত চোখে ওটার দিকে চেয়েই থাকল।

তার মানে? কি ওটা, কোত্থেকে এল? যা-ই হোক জিনিসটা, ওদের পনেরো বিশ মাইল সামনেই রয়েছে, পিছনে নয়। সিদ্ধান্তে পৌঁছল প্যাটারসন, নানটুকেট উপকূলে রয়েছে। এবং অবশ্যই মার্কিন পানিসীমার মধ্যে। কিন্তু···ওখানে তো কোন মার্কিন নৌযান নেই! থাকার কথাও নয়। তাহলে? ওটা কি···!' প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে সোজা হলো জেফ প্যাটারসন।

দুই মিনিটের মধ্যেই হুলস্থূল পড়ে গেল লা গুয়ারডিয়ায়। ঝুঁকি আছে জেনেও সর্বোচ্চ গতিতে জাহাজ ছোটানোর নির্দেশ দিল ক্যাপ্টেন। বিষয়টা পিছনে রেখে আসা কোস্ট গার্ড বাহিনীর ডিউটি-ইন-চার্জকে রিপোর্ট করতে ভুল হলো না তার।

ডুবে যাচ্ছে ক্রিস ক্র্যাফট। এরই মধ্যে প্রায় নব্বই ভাগ তলিয়ে গেছে পানির নিচে। হালের সামান্য অংশ এখনও ভেসে আছে পানির ওপর, খোলে বাতাস আটকে যাওয়ায় ঠেকে আছে তার অতল অভিযান। মাসুদ রানা জানে, যে কোন মুহূর্তে ডুবে যাবে এটা। বড়জোর আর কয়েক মিনিট।

'লেসলি!' ব্যস্ত গলায় বলল মাসুদ রানা। 'বাঁচার জন্যে শেষ একটা চেষ্টা করতে হবে আমাদের।'

পানি ভরা চোখে ওর দিকে তাকাল মেয়েটি। 'কি করব? কি করার আছে?'

'ওই বোটটা ধরতে হবে আমাদের যে করে হোক!'

ঘুরে তাকাল ও সেদিকে। আবেগে ঠোঁট কাঁপছে। টপ টপ করে দু'ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। 'আমি পারব না, রানা। তুমি চলে যাও। নিজেকে বাঁচাও।'

'বাজে বোকো না!' ধমকে উঠল মাসুদ রানা। 'বাঁচলে দু'জন একসাথে বাঁচব।'

'আমি পারব না, রানা,' মাথা দোলাল লেসলি। 'হাত-পায়ে তেমন সাড়া পাচ্ছি না। আমার পক্ষে সাঁতরানো অসম্ভব।'

একটু ভাবল মাসুদ রানা, একরাশ বুদ্বুদ ছেড়ে আরও খানিকটা দেবে গেল বোট। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল মেয়েটি। মৃদু কণ্ঠে বোঝাতে শুরু করল ও, 'লেসলি, হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়া কোন কাজের কথা নয়। জীবনে কম করেও দু'বার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে নিজেই বাঁচিয়েছ তুমি নিজেকে। তোমাকে এই হাল ছেড়ে দেয়া একেবারেই মানায় না। একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? এখানে বসে বসে না মরে নড়েচড়ে মরি। আর যদি কোনমতে একবার ওটায়···'

'অনেক দূরে রয়েছে বোটটা, রানা।'

'ভয়-পাওয়া চোখে অনেক দূর মনে হচ্ছে, লেসলি। আসলে তা নয়। সাত-আটশো গজ কোন ব্যাপার হলো?' মেয়েটিকে নয়, আসলে নিজেকে সাহস জোগানোর চেষ্টা করছে মাসুদ রানা। ও ভালই জানে, এই বরফ পানিতে দু'শো

গজ পাড়ি দেয়াও প্রায় অসম্ভব। 'মনে জোর রাখো। কষ্ট হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা জয়ী হবই। চলো, নেমে পড়ি।

চুপ করে থাকল লেসলি, দোটানায় পড়েছে। এক হাত পানিতে চোবাল সে, সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠল। 'উহ্! মাগো!'

ওকে সময় নষ্ট করতে দেয়া যাবে না, ভাবল রানা। সময় যত যাবে, ততই মনোবল হারাবে লেসলি। হারাবে রানা নিজেও। 'চলো, নামা যাক।'

করুণ চোখে তাকাল লেসলি। 'কিন্তু...!' থেমে গেল, কপালে উঠেছে আতঙ্কিত চোখ, জোর ঝাঁকি খেয়ে আরও খানিকটা তালিয়ে গেছে বোট। '...ওহ্, গড!' ককিয়ে উঠল সে।

ঘুরে আরেকবার প্রেমাকভের বোটটা দেখল মাসুদ রানা। তারপর খপ করে লেসলির কবজি ধরল মুঠো করে। 'ওঠো!' নির্দয়, খ্যাপাটে কণ্ঠে বলল ও। 'এটা তোমাকে বসে মরারও সুযোগ দেবে না। বড়জোর দু'মিনিট টিকবে, এই সময়ে কিছুটা হলেও ওটার দিকে এগিয়ে যাব আমরা। চলো!'

ওকে আর এক মুহূর্তও নষ্ট করার সুযোগ দিল না মাসুদ রানা, হ্যাঁচকা এক টানে তুলে ফেলল। তারপর একযোগে ঝাঁপ দিল সাগরে। পানিতে পড়েই টের পেল রানা কত বড় ভুল করে বসেছে ও। পানি নয়, যেন তরল বরফ। পড়ামাত্র দাঁত-কপাটি লেগে যাওয়ার জোগাড় হলো। ঠাণ্ডার কামড়ে জমে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে ভেতরে, ইচ্ছেমত নড়ানো যাচ্ছে না হাত-পা। ব্যাপারটা ভুলে থাকার চেষ্টা করল ও।

লেসলির চোখে পরিষ্কার মৃত্যুভয় দেখল মাসুদ রানা। ওর চোখে কি দেখল মেয়েটি, জানে না। জানতে চায়ও না। মাথা ঝাঁকিয়ে এগোতে বলল রানা লেসলিকে। শুরু হলো ওদের বেঁচে থাকার মরণপণ সংগ্রাম।

পাথরের মত ভারি হাত-পায়ের সাহায্যে ইঞ্চি-ইঞ্চি করে এগোতে লাগল ওরা। কিছুদূর এগোবার পর পুরোপুরি মেশিন বনে গেল যেন দু'জনেই। এক হাত যন্ত্রচালিতের মত উঠছে, সেই সাথে এক পা ঠেলা দিয়ে কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে দিচ্ছে দেহটাকে, তারপর ঝপ্ করে পড়ছে হাত, অন্যটা উঠে যাচ্ছে শূন্যে। ফের অন্য পা পানির বুকে ধাক্কা মেরে ঠেলে দিচ্ছে সামনে। একেক সময় হতাশ হয়ে থেমে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে খুব। অনেক তো হলো, আর কত! যাক না চুকেবুকে জীবনের সমস্ত হিসেব, কি আসবে-যাবে?

পরক্ষণেই কোন এক অদৃশ্য শক্তির ইন্ধন পেয়ে সচকিত হচ্ছে মাসুদ রানা, পিছন ফিরে কর্কশ গলায় ধমক-ধামক মারছে লেসলিকে। কখনও নিষ্ঠুরের মত হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে সামনে ঠেলে দিচ্ছে ওকে, নয়তো পিছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছে। চিৎকার করে কেঁদে উঠছে লেসলি কখনও কখনও, লোনা পানি খেয়ে কাশতে কাশতে অকথ্য ভাষায় গাল দিয়ে গুষ্ঠি উদ্ধার করছে রানার। কিন্তু রেহাই দিচ্ছে না ওকে জঘন্য একরোখা মানুষটা।

কতক্ষণ বা কত যুগ পর মনে নেই, হাতে যখন প্রেমাকভের বোটটার স্পর্শ পেল মাসুদ রানা তখন পুরো শরীর ওর অসাড়। হুঁশ প্রায় নেই। তবু শেষ পর্যন্ত বোটে উঠতে সক্ষম হলো ও। লেসলিও পৌঁছল রানার পিছন পিছন।

বোটে উঠে পরস্পরকে সবলে আঁকড়ে ধরে মেঝেতে শুয়ে পড়ল রানা-লেসলি। একটা আঙুল নাড়ারও শক্তি নেই কারও। বলির পাঁঠার মত ঠক ঠক করে কাঁপছে দু'জনে। দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে প্রবল বেগে। দু'জনেই প্রায় ফ্যাটাল নিউমোনিয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তখন। এর আধ ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলে পৌঁছল লা গুয়ারডিয়া। ওদের যখন ধরাধরি করে তোলা হলো কোস্ট গার্ড কাটারে, দু'জনেই প্রায় অজ্ঞান।

প্রচণ্ড শীতে জমে গেছে, কথা বলার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। অবস্থা বেগতিক দেখে ক্যাপ্টেনের কেবিনে এনে ঢোকানো হলো দু'জনকে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে একেকজনকে চারটে করে কম্বল দিয়ে মুড়ে ফেলা হলো, সেই সঙ্গে ঘর গরম রাখার হিটারের উত্তাপ যোগ হলো। ক্রিস ক্র্যাফট পিছনে বেঁধে নানটুকেট ফিরে চলল কোস্ট গার্ড কাটার।

রাডারে দেখা প্রকাণ্ড অজ্ঞাত নৌ-যানটির হদিস অজ্ঞাতই রয়ে গেল। লা গুয়ারডিয়া জায়গামত পৌঁছার অনেক আগেই পগার পার হয়ে গেছে রুশ সাবমেরিন।

দশ

শেষ পর্যায়ে এসে কেমন যেন ইয়ে হয়ে গেল কেসটা। ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি অ্যারাম সাশাদের। এ যেন 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ'। সৌভাগ্যবশত হোক অথবা দুর্ভাগ্যবশত, যে বশতই হোক, বিষয়টার সঙ্গে একেবারে প্রথম থেকেই জড়িয়ে পড়েছিল সে। গিয়েছিল পুঁটি ধরতে, কিন্তু বড়শিতে যে বোয়াল ধরা পড়বে কে জানত?

তারপরও ভেতরের গভীর ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে মামলাটা সে নিজে থেকেই তুলে দিতে চেয়েছিল এফ.বি.আইয়ের হাতে। দিয়েওছিল। কিন্তু ওরা ভাল ব্যবহার করেনি সাশাদের সাথে। ভাল ব্যবহার করেনি মানে, মামলাটা কোন পর্যায়ে আছে জানতে চেয়েও জবাব পায়নি সাশাদ। জবাব ওরা দিয়েছে বটে, কিন্তু পছন্দ হয়নি তার। সে ঠিকই বুঝেছে যে সঠিক কথা বলছে না এফ.বি.আই। চেপে যাচ্ছে কিছু কিছু। ওদের কাছে এ ব্যবহার আশা করেনি সে।

মামলাটা কোন পর্যায়ে আছে জানার জন্যে অস্থির অ্যারাম সাশাদ, অথচ পারছে না। পরিচিত যাকেই জিজ্ঞেস করে, সে-ই যেন কেমন কেমন আচরণ করে। হাঁ করে তো করে না, মুখ খোলে তো খোলে না, আড়ে আড়ে তাকায় ইত্যাদি। সম্ভবত ওরা তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। হেসে বাঁচে না সাশাদ। দেখো কাণ্ড! কেসটা যে তুলে দিল ওদের হাতে, তাকেই ওরা অবিশ্বাস করছে! সাশাদের চাকরি জীবনের সবচেয়ে রহস্যময়, বিভ্রান্তিকর মামলা ছিল এটা। স্বাভাবিকভাবেই যে কারও আগ্রহ জন্মাবে ভেতরের সবকিছু জানার।

একটা দুটো নয়, প্রায় আধডজন খুন, জালিয়াতি, বিদেশী এক গোয়েন্দা চক্র, কত কিছুই জড়িত ছিল এ কেসে, শেষ পর্যন্ত তার কি সুরাহা হলো জানতে

চাওয়ায় দোষ কোথায়? অথচ এফ.বি.আই সাশাদকে তাইরে-নাইরে বুঝ দিয়ে বিদায় করে দিল। খুবই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ওদের, এত সংক্ষেপ আশা করেনি সাশাদ।

রোটা ফিলমস ছিল কম্যুনিস্টদের একটা ফ্রন্ট, ব্যাখ্যা করেছে ওরা, যেন জানত না সে। জাল টাকা চালাচালি করত ওরা, ফিলম ক্যানে জাল টাকা ভরে ইউরোপে পাঠাত নিয়মিত। এটাও মায়ের কাছে মামাবাড়ির গল্প। তবু মেনে নিয়েছে সাশাদ। ওরা এ-ও বলে দিয়েছে, মার্ক রাইডার, জ্যাকবাস, ম্যানহাটন ব্রিজের নিচে ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার করা সেই মৃতদেহ, প্রতিটিই অত্যন্ত গোপনীয়, এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা ঠিক হবে না। আর ওসব হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের পিছনে ছোটারও প্রয়োজন নেই। বিশেষ করে সেই মেয়েটি, যাকে জ্যাকবাসের ফ্ল্যাটের পিছন দরজা দিয়ে বের হতে দেখা গিয়েছিল যেদিন সে নিহত হয়, তাকে নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাতে হবে না সাশাদকে।

'আর ওই লোক? মাসুদ রানা?' প্রশ্ন করেছিল সে। 'ওর ব্যাপারে কি? ও ব্যাটা যে সেদিন ফাঁকি দিয়ে...'

'ভুলে যান। লোকটার অবস্থা ভাল না।'

'ভাল না? কেন?'

'মরতে মরতে বেঁচে গেছে অল্পের জন্যে।'

এরপর প্রায় তিন মাস কেটে গেছে, নিত্য নতুন ঝামেলায় ওসব প্রায় ভুলেই গেছে অ্যারাম সাশাদ। সেদিন ছিল তার সাপ্তাহিক ছুটি, সোমবার। সকালেই বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে সাশাদ। এক বন্ধুর ওখানে যাবে, তাস পেটাবে সারাদিন। কিন্তু এইটি নাইনথ স্ট্রীট ক্রসিং পেরিয়ে আসতেই বাধা পেল: স্যান্ডলার ম্যানসনের উল্টোদিকের ফুটপাথে দাঁড়ানো দু'টি চেনামুখের ওপর চোখ পড়ল তার। মাসুদ রানা ও সেই মেয়েটি! এক্সিলারেটরের ওপর পায়ের চাপ কমাল সাশাদ।

এখানে কি করছে ব্যাটা? ওদের নজর অনুসরণ করে ডানে তাকাল সে। আকাশছোঁয়া একটা ক্রেন দেখা গেল, ওটার দীর্ঘ বাহুর সাথে তারে বাঁধা একটা প্রকাণ্ড লোহার ক্রাশিং বল ঝুলছে। কয়েকশো মন ওজন হবে বলটার। কি হচ্ছে ওখানে? পেভমেন্ট ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করাল অ্যারাম সাশাদ। নেমে পড়ল ঝটপট।

'হ্যালো, মিস্টার রানা!' ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল ডিটেকটিভ। 'অনেকদিন পর দেখা। তারপর, কেমন আছেন?' ইচ্ছে না থাকলেও লেসলির উদ্দেশে মৃদু নড করল সে।

ঘুরে লোকটাকে দেখল মাসুদ রানা। নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল, 'হ্যালো, অফিসার!' আবার স্যান্ডলার ম্যানসনের দিকে তাকাল। ক্রেনের বাহুটা বিকট ঘড়ঘড় শব্দে নড়তে আরম্ভ করেছে ওদিকে। বলটা অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে এসে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে আছড়ে পড়ল ম্যানসনের সামনের দিকের দেয়ালে। অনেকখানি দেয়াল চুরমার হয়ে সেঁধিয়ে গেল ভেতরে।

'হচ্ছে কি ওখানে?' প্রশ্ন করল বিস্মিত ডিটেকটিভ।

'ভেঙে ফেলা হচ্ছে স্যান্ডলার ম্যানসন।'

'এখানেই না থাকত এক বুড়ি, ভিক্টোরিয়া না কি নাম যেন?'
'হ্যাঁ।'
'প্রচুর টাকার মালিক ছিল এই পরিবার,' আপনমনে বলল সে
'ছিল, কখনও।'
'এখন নেই?'
'না।'

কিছু সময় চুপ করে থাকল সাশাদ কথাটা কি ভাবে পাড়বে ভাবছে। অবশেষে মুখ খুলল সে। 'এখন যদিও ব্যাপারটার কোন গুরুত্ব নেই। তবু, ... মানুষটা একটু ইয়ে···মানে, ঘটনাটা জানতে খুব আগ্রহী।'

'কোন ঘটনাটা বলুন তো?' চোখ কুঁচকে ঘুরে তাকাল মাসুদ রানা। লেসলিও দেখছে তাকে।

'কামন, মিস্টার। ইউ নো! ঘটনার অর্ধেক জানি আমি, বাকি অর্ধেক জানতে পেলে খুব খুশি হব।'

উত্তর দিল না মাসুদ রানা। ঘুরে তাকাল বাড়িটার দিকে, আবার ... শব্দে আছড়ে পড়েছে বলটা। এপাশের দেয়ালের ... ফেলল ওটা একের পর এক ভয়ঙ্কর আঘাতে। জং ধ... পানির পাইপ ... বেরিয়ে পড়ল কয়েক জায়গায়। আবার ফিরে এল বল ... রানার গায়ের সাথে ঘেঁষে দাঁড়াল লেসলি, এক হাতে মুঠো করে ধরেছে রানার হাত দৃষ্টি ধ্বংসযজ্ঞের ওপর স্থির

'ওয়েল?' ধৈর্যচ্যুতি ঘটল সাশাদের। 'কিছু একটা বলুন দয়া করে।'

আগের মতই নির্বিকার রানা। নিরুত্তর। আজ বেশ গরম পড়বে, ভাবছে ... সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সূর্যের তেজ। দমকা বাতাস এসে পথে প... থাকা কিছু ঝরা পাতা উড়িয়ে নিয়ে গেল। অসময়ে ঝরে পড়েছে ওগুলো ... দিনটাও তেমনি, সময় হওয়ার আগেই উত্তাপ নিয়ে হাজির হয়েছে

'ঠিক আছে,' হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল ডিটেকটিভ। 'বলতে হবে না।'

ফিরে গিয়ে গাড়িতে উঠল অ্যারাম সাশাদ। গাড়ি ছেড়ে দিল। তবু ফিরে তাকাল না মাসুদ রানা। এক সময় বাঁক নিয়ে হারিয়ে গেল সাশাদের গাড়ি।

মাসুদ রানার ওপর রেগে কাঁই হয়ে আছে সে। বিড়বিড় করে ও... চটকাচ্ছে। তবু ভাল এফ. বি. আই দু'য়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল তার, কিন্তু ... লোক দেখছি ওদের চাইতেও বড় হারামজাদা! উহ্, কী দেমাগ! কথাই বলতে চায় না, তাকালই না ওর দিকে। অথচ একে রক্ষার জন্যে কত কী-ই না করেছে অ্যারাম সাশাদ। বেঈমান, বেঈমান! সব শালা বেঈমান! রাগের চোটে অ্যাক্সিলারেটরটা ফ্লোর বোর্ডের সাথে চেপে ধরল ডিটেকটিভ।